নবাবপুরে

হানাফী-আহলে হাদীস বাহাস

[মাযহাব, তাকলীদ ও আকিদাঃ মুরজিয়া-মুজাস্‌সিমা ফিরকা]

হানাফী তার্কিকঃ

হাফেজুল হাদীস বিশিষ্ট মুবাহিস
হযরত মাওলানা রুহুল আমিন বশিরহাটী রহ.
হযরত মাওলানা গোলাম রসূল মুলতানী রহ.

আহলে হাদীস তার্কিকঃ

জনাব মৌঃ বাবর আলী
জনাব মৌঃ আব্দুন্ নুর বিহারী

খেতাব ও ফাতওয়া প্রদানঃ

ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান
হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী রহ.

সংকলনঃ

মোঃ কোবাদ আলী মল্লিক

প্রকাশকঃ

হযরত মাওলানা রুহুল আমিন বশিরহাটী রহ.-এর
পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন সাহেব

নবাবপুরে হানাফী-আহলে হাদীস বাহাস

[প্রসঙ্গ: মাযহাব, তাকলীদ ও আকিদা: মুরজিয়া ও মুজাস্‌সিমা ফিরকা]

প্রকাশক: পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

পরিবেশনায়: মুহাম্মাদ মোফাজ্জেল হোসেন
মোবাইল: ০১৭১০-৭৮২১৪৬, ০১৫৫৩-৭৩৭১৯৪

প্রকাশকাল:
প্রথম সংস্করণ: ১৩৩০ বাংলা, ১৯২২ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৮ বাংলা ২০১১ ইং
তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৫ইং, (বাংলাদেশ প্রথম)
চতুর্থ সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৫ইং, (বাংলাদেশ ২য়)

প্রাপ্তিস্থান:
১. মাজেদিয়া লাইব্রেরী, মাওলানাবাগ, বশিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, ভারত।

২. খানকায়ে হামীদিয়া, মাগুরা দরবার শরীফ, মাগুরা।

৩. মাকতাবাতুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭১০-৭৮২১৪৬, ০১৫৫৩৭৩৭১৯৪

৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
মোবাইল: ০১৭১৭-৫১৩২৪৮

৫. মোহাম্মাদ সাহাবুদ্দীন, সাতক্ষীরা।
মোবাইল: ০১৯১৮৫২৪৩২৪

৬. মাওলানা ওসমান গনী আযাদী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১৪-৮৯৭১২১

হাদীয়া: ১০০.০০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

হাফেজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও পরিচয়: তার নাম ছিল রুহুল আমিন। তাঁর পিতা ছিলেন দবিরুদ্দিন গাজি। তার বংশীয় উপাধি ছিল গাজি। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, মুফাস্সিরে কুরআন, হাফেজুল হাদীস অনলবর্ষী বক্তা, বিশিষ্ট মুবাহিস ও মুনাযির, ফকীহ।

জন্ম: তাঁর জন্মকাল নিয়ে মত পার্থক্য বিদ্যমান। কারো মতে তিনি ১৮৮২ খৃ: মোতাবেক ১২৮১ বঙ্গাব্দ ১১ আশ্বিন শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। আর কেউ কেউ বলেন, তিনি ১৮৭২ মোতাবেক ১২৮২ বঙ্গাব্দ জন্ম গ্রহণ করেন।

জ্ঞানার্জন: তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয় ১১ বছর বয়সে। প্রথমে তিনি মুনশি গোলাম কিবরিয়ার নিকট দুবছর বাংলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আরবি, ফারসি, কুরআন শরীফ, পান্দেনামা, গুলিস্তার বহুলাংশ, বোস্তার পুরাটা এবং ইনশাই মাতলুব ইত্যাদি শেষ করেন। এমনকি মাত্র ১৪ দিনে পাঞ্জেগাঞ্জ এবং ১৭/১৮ দিনে সরফেমীর শেষ করে তাঁর প্রখর মেধা শক্তির পরিচয় দেন। এরপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেন। ১৯০৩ সালে জামাতে উলায় সমগ্র ভারতে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পাঁচটি বিশেষ রোপ্য পদক ও পনের টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে প্রথমবারের মত কলিকাতা মাদ্রাসায় সাল-ই পানজাম চালু হলে সেখানেও তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

চাকরি থেকে বিরত: শিক্ষা সমাপনের পর তাঁকে মাদ্রাসায় চাকরি করার প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি স্বীয় ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর নির্দেশে চাকরি করা থেকে বিরত থাকেন। ফুরফুরা হুজুর তাঁকে বললেন, তুমি চাকরির ব্যাথা ভুলে যাও এবং যারা আজকে ইসলামকে বিকৃত করায় লিপ্ত, বাতিল আমল আক্বিদা প্রচারকারি জালিমদের হটাতে নিজের দেশ ও সমাজের স্বার্থে উৎসর্গ কর।

বায়াত গ্রহন ও ইলমে লাদুন্নী লাভ: তিনি মুজাদ্দেদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে ত্বরিকতের সকল সবক গ্রহণ করেন এবং ইলমে লাদুন্নীর ফায়েজ লাভ করেন। ফুরফুরা হুজুর বলেন, আমার খান্দানে ইলমে লাদুন্নীর ভান্ডার আছে আমি তা রুহুল আমিনকে দিয়েছি।

শিরক, কুফর ও বিদআত উচ্ছেদ: তৎকালীন সমাজের মুসলমানদের মাঝে কুফরী, শিরকী, বিদআতী, হিন্দুয়ানি, বিধর্মী সংস্কৃত ঢুকে পড়েছিল। তারা হিন্দু নাম রাখত, টিকি পরত, ধুতি পরত, ভন্ডপীরদের সিজদা করত, হিন্দু সাধু এবং সন্যসীর কাছে মুরিদ হত। এমনকি কাদিয়ানী ও খ্রিস্টান মিশনারি আগ্রাসনে দলে দলে মুসলমানরা ধর্ম ত্যাগ করছিল। এক পর্যায়ে ইসলামের নাম নিশানাগুলো মুছে যেতে শুরু করল। এক পর্যায়ে মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লামা রুহুল আমিন তাঁর তাজদীদী মিশন শুরু করেন। তাজদীদী মিশনের মধ্যে ছিল- বাহাছ, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, লেখনি, ওয়াজ ও তাফসীর মাহফীল, ফতওতয়া, মাসায়েল ও ইসলামি বিধান শিক্ষা, তাসাউফ শিক্ষা ইত্যাদি। এবং মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা। তাঁর তাজদীদী মিশনের অন্যতম ছিল - লেখনি, ওয়াজ এবং বাহছ। আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি (র.) সারা বাংলা, ভারতের আনাচে কানাচে অসংখ্য ওয়াজ করে মানুষের নিকট হিদায়াতের বাণী পৌছে দিয়েছেন। মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিক (র.) ১৯১১ খ্রি: সমগ্র বঙ্গ আসামের আলেম সমাজকে একত্র করে "আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন" প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি (র.) ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক।

তিনি কাদিয়ানী, লা-মাজহাবী, বিদআতি, লা-কিয়ামি, শিয়া, আহলে হাদিস ইত্যাদি বাতিলদের বাহাসের মাধ্যমে চরমভাবে পরাজিত করে প্রতিহত করেন।

পুস্তক রচনা: বাংলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম এদের বিরুদ্ধে অসংখ্য পুস্তক- পুস্তিকা রচনা করে ইসলমের অনন্য খেদমতের আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন। তাঁর জীবদ্দশায় ১১৪ খানা বই প্রকাশিত হয় যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২,৩৮৩। অপ্রকাশিত থাকে ৩৮ টি। যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সারা জীবন শত শত বাহাস করেন। তন্মধ্যে প্রায় ২০টির অধিক প্রকাশিত

হয়েছে। যেগুলো বর্তমান যুগে আহলে হাদিস, কাদিয়ানি, বেদআতি এবং লা-কিয়ামিদের দমন করতে গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। আরবি ভাষায় ও উর্দু ভাষায় তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১০ টি বই পাওয়া যায়।

ওয়াজ মাহফিল ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাঃ কর্মবীর আল্লামা বশিরহাটি (র.) সমগ্র জীবনে অসংখ্য মাহফিল, মাদ্‌রাসার মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার বিস্তার ও মুসলিম জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। জানা যায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার সংখ্যা প্রায় ৬৯ টি। প্রচলিত সরকারী সিলেবাসের তিনি কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তার নিজস্ব সিলেবাসে বেসরকারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন তার নিজ বাড়িতে। এবং এ সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে উদ্ধুদ্ধ করেন।

মৃত্যুঃ ভারতবর্ষের ক্ষণজন্মা বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা রুহল আমিন বশিরহাটি (র.) ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ১৬ ই কার্তিক মোতাবেক ১৯০০ খৃঃ ২ রা নভেম্বর আল্লাহ পাকের দরবারে হাজিরা দেন। এ মহা পুরুষ তাঁর ৬৩ বছর বয়সের প্রতিটি মূহুর্ত ব্যয় করেন ইসলামের সেবায়।

বিঃ দ্রঃ

মূল পুস্তিকার নাম ছিল 'নবাবপুরে হানাফী মোহাম্মদীদিগের বাহাস'। যেহেতু তারা বর্তমানে 'মুহাম্মদী' নাম পরিবর্তন করে সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিকৃত নাম বরাদ্দ নিয়ে আহলে হাদীস নাম গ্রহন করেছে, এ পরিচয়ে বই-পুস্তক রচনা করছে তাই এই সংস্করণে 'মোহাম্মদীদিগের' স্থানে 'আহলে হাদীস' দেওয়া হলো, যেন একালের পাঠক সমাজ দেখামাত্র বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারেন। সাথে অত্র পুস্তিকার পূর্ব সংস্করণের সাধুরীতি ও তৎকালীন বানানরীতি পরিবর্তন করে আধুনিক ভাষারীতি অবলম্বন করা হয়েছে। দুর্বোধ্য শব্দের আভিধানিক অর্থ তৃতীয় বন্ধনী [ ] এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য শিরোনাম-উপশিরোনাম দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোর একটি সূচীপত্র পুস্তিকার শুরুতে দেওয়া হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য বিষয়টি জানানো হল।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وأصحابه وائمة المسلمين اجمعين

গত ১৩২৮ [১৯২১ইং] সালের ফাল্গুন মাসে হুগলি জেলার চণ্ডিতলা থানার অন্তর্গত গুড়গুড়িপোতা নামক গ্রামে মাযহাববিদ্বেষী আহলে হাদীস দল একটি ওয়াজের সভা করে। উক্ত সভায় তাদের মৌলবী আবদুল লতিফ ও মৌলবী বাবর আলী প্রমূখ চার মাযহাব বিশেষত হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ প্রচার করে হানাফীদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রদান করেন।

এরপরে ১৩২৯ [১৯২২ইং] সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্তী নবাবপুরে হানাফীপক্ষ একটি সাধারণ ধর্মসভার আয়োজন করেন। আহলে হাদীস দলের লোকেরা এই সভার আয়োজন শ্রবণ করে তাদের মৌলবীগণকে এনে বাহাসের কথা উত্থাপন করেন। এতে হানাফীপক্ষ হতে এই প্রশ্নগুলো আহলে হাদীসদের নিকট প্রেরিত হয়।

হানাফীদের পক্ষ হতে আহলে হাদীসদের নিকট প্রশ্ন

প্রশ্ন– চার মাযহাব মান্য করা বাতিল কিনা, শিরক কিনা, জায়েয কিনা, বিদয়াতে দলালাহ কিনা? চার মাযহাবালম্বীগণ গোমরাহ ও জাহান্নামী হবেন নাকি বেহেশতী ফিরকা হবেন?

[স্বাক্ষর]
মোহাম্মদ ইসমাইল উফিয়া আনহু

আহলে হাদীসদের পক্ষ হতে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান

আহলে হাদীসগণ উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এটা লিখে দেন যে– "চার মাযহাব মান্য করার কোন প্রমাণ কুরআন, হাদীসে নেই। এজন্য আমরা তা দ্বীন-ইসলামের মধ্যে কিছুই গণ্য করি না এবং এটি নাজায়েয।"

[স্বাক্ষর]
আবুল মাসউদ মোহাম্মদ দাউদ উফিয়া আনহু

এ উত্তর পেয়ে হানাফী আলেমগণ বললেন যে, আমাদের লিখিত প্রশ্নগুলো যেরূপ পর পর লিখিত আছে, তারা সেরূপ প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে

বাধ্য। সারা দিনরাত অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু বিপক্ষেরা কোন উত্তর পাঠালেন না। পরের দিন ভোরবেলা যখন হানাফী মাওলানাগণ ট্রেন ধরে কলকাতা যাওয়ার জন্য পালকিতে উঠছিলেন ঠিক তখন বিপক্ষেরা নিম্নোক্ত উত্তর পেশ করলেন।

আহলে হাদীসদের পক্ষ হতে বিস্তারিত উত্তর ও প্রশ্ন প্রেরণ

আহলে হাদীস পক্ষের দ্বিতীয় উত্তর

"নবী সা. এর বহু পরে চার মাযহাব নতুন গঠিত হয়েছে- তা কুরআন, হাদীসে নেই। এটি দ্বীন-ইসলাম বলে মান্য করা বাতিল নাজায়েয এবং বিদয়াতে দলালাহ [গোমরাহী বিদআত]। কুরআন, হাদীসের বিরুদ্ধে চার মাযহাবের কোন একটি মান্য করে চললে আল্লাহ ব্যতীত অন্যজনকে রব বলে মান্য করা হয়, এরূপ মান্য করা শিরক। যে কাজ করা শিরক, বিদয়াত, নাজায়েয এবং বাতিল, ধর্মজ্ঞানে তা করলে গোমরাহ ও জাহান্নামী ফিরকার মধ্যে গণ্য হবে।

[স্বাক্ষর]
আবুল মাসউদ মোহাম্মদ দাউদ উফিয়া আনহু

এই সঙ্গে আহলে হাদীসগণ এই প্রশ্নগুলো পাঠিয়ে দেন-

১। চার মাযহাব মান্য করা ফরয, ওয়াজিব না কি সুন্নত?

২। যারা চার মাযহাব মান্য করে না, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমল করে, তারা মুসলমান না কি কাফের?

৩। সাহাবাগণের রা. কি মাযহাব ছিল? এবং তাঁরা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এই চার মাযহাব মান্য করতেন কি না?

৪। চার ইমামের র. কি মাযহাব ছিল? এবং চার মাযহাব মান্য করা সম্বন্ধে তাঁদের কোন আদেশ আছে কি না?

৫।আজকাল প্রচলিত মৌলুদ এবং কিয়াম ইত্যাদি করা ফরয, ওয়াজিব না কি সুন্নত?

৬। প্রচলিত মৌলুদ সাহাবাগণের রা. এবং চার ইমামের সময় ছিল কি না?

[স্বাক্ষর]
আবুল মাসউদ মোহাম্মদ দাউদ উফিয়া আনহু

হানাফীদের পক্ষ হতে আহলে হাদীসদের নিকট উত্তর প্রেরণ

হানাফী আলেমগণ পালকিতে উঠে এই প্রশ্নগুলো লিখিত কাগজ পেয়ে বললেন, যদি ট্রেনের দেরি থাকত তবে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতাম। যা হোক, আমরা এর উত্তর লিখে পাঠাব এবং ২৩ শে কার্তিক বাহাস সভার দিন থাকল, আপনারা রাজি আছেন কিনা? আহলে হাদীসের পক্ষ হতে যারা এসেছিলেন তারা ২৩ শে কার্তিক দিন স্বীকার করে বললেন, আপনারা কিছু দিন পরে এর উত্তর লিখে পাঠাবেন। কয়েকদিন পরে হানাফীপক্ষ হতে নিম্নোক্ত উত্তর লিখে পাঠানো হয়।

১। মুহাদ্দিসগণ হাদীস নির্বাচনে যেরূপ শর্ত নিরুপণ [করেছেন] বা হাদীসগুলো যেরূপ নামকরণ করেছেন, অথবা উক্ত হাদীসগুলো সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেগুলো মান্য করা বর্তমানকালের লোকের পক্ষে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত যা কিছু বলে বিপক্ষগণ দাবি করবেন, বর্তমানকালের লোকের পক্ষে চার মাযহাবের কোন একটি মান্য করার হুকুম তা-ই হবে।

২। যারা ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমূখ যাবতীয় মুহাদ্দিসগণের হাদীস সম্বন্ধীয় মতামত ও মুফাসসিরগণের তাফসীর সম্বন্ধীয় মন্তব্য না মেনে নিজেদের মতানুযায়ী হাদীসের সত্যাসত্য নির্বাচন এবং তদানুযায়ী হাদীস ও কুরআন মান্য করার দাবি করেন, তারা যে শ্রেণীর লোক হবেন; মাযহাব মান্য না করে কুরআন হাদীস মতো আমল করার দাবিকারীরাও সেই শ্রেণীর লোক হবেন।

৩। সাহাবাগণের রা. বহু মাযহাব ছিল। তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের জন্য চার ইমামের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব হয়েছে। তাঁদের মাযহাব কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস ছিল এবং চার ইমামেরও মাযহাব কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। কাজেই চার ইমামের মাযহাব তাঁদের অন্তর্গত।

৪। চার ইমাম শরীয়ত হতে যে সমস্ত ফতোয়া দিয়েছেন, তাই তাঁদের মাযহাব এবং শরীয়ত মান্য করার হুকুম প্রত্যেক দলিলে [কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস] আছে।

৫। কুরআন, হাদীসের যে অংশ হযরতের মিলাদ ও জীবনী সংক্রান্ত যতটুকু আছে, সেই অংশটুকুকে বিপক্ষেরা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত যা বলবেন, মিলাদের হুকুম তা-ই হবে। সহীহ বুখারী সর্বোত্তম হাদীসগ্রন্থ, এরপর সহীহ মুসলিম.

এরপর সুনানে আরবায়া। এটি ষষ্ঠ শতাব্দীর ইবনে সালাহ প্রমূখের আবিষ্কৃত মত। উক্ত মত মান্য করা সম্বন্ধে বিপক্ষেরা যা বলবেন, মিলাদে কিয়াম করা সম্বন্ধে আমরা তা-ই বলব।

৬। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থগুলো ও কুরআন শরীফের যের, যবর, পেশ এবং সিহাহ্ সিত্তা লেখকদের মতামতগুলো সাহাবাদের সময় ছিল কি না? এর উত্তরে প্রতিপক্ষগণ যা বলবে, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তা-ই হবে।

[স্বাক্ষর]
মোহাম্মাদ ইসমাইল উফিয়া আনহু

হানাফীদের প্রথম বিজয়

পাঠক, এই উত্তরগুলো বিপক্ষদের দন্তচূর্ণ করে দিয়েছিল। এটি শ্রবণে তাদের ছোটগুলোর কথা দূরে থাকুক বড়গুলোর পেটের প্লীহা কেঁপে গিয়েছিল। যার ইলম ও বিবেক আছে, তার সমক্ষে ইমামগণের মাযহাবের সত্যতা সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু যাদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ ও অনুভবের কর্ণ বধির, তারা বুঝবে না। বাহাস সভায় হানাফী আলেমগণ বারবার বিপক্ষদের নিকট তাদের লিখিত উত্তর বা দাবির প্রমাণ তলব করছিলেন, কিন্তু বিপক্ষরা হানাফীগণের লিখিত উত্তরের সমালোচনা একবারও করতে সাহসী হন নাই, **এটিই হানাফীগণের প্রথম** জয়।

আহলে হাদীসদের বাহাসে আপত্তি ও হানাফীদের বিজ্ঞাপন প্রচার

পূর্ব নির্দিষ্ট ২৩ শে কার্তিক নিকটবর্তী হলে উভয়পক্ষ হতে সভার আয়োজন হতে লাগল। গুড়গুড়িপোতা ও নবাবপুরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে একদিন পরামর্শ বৈঠক করে সর্বত্র ঢোল সহরত দ্বারা সভার সংবাদ প্রচার করে দিলেন। পরে হানাফীপক্ষ হতে ২৩ শে কার্তিক বাহাস সভা শীর্ষক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলে, আহলে হাদীসরা নিজেদের চতুরতাপূর্ণ স্বভাবের বশবর্তী হয়ে এক বিজ্ঞাপন জারী করল যে, তারা ২৩ শে কার্তিক বাহাস সভার সংবাদ কিছুই জানেন না এবং বাহাস করতে হলে আরও এক মাস সময় দেওয়া হোক, টাকা হার-জিতের জুয়া খেলা হোক ইত্যাদি চতুরতা দর্শনে হানাফীপক্ষ হতে প্রতিবাদের প্রতিবাদ নামক এক বিজ্ঞাপন প্রচার হয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিতে

২৩ শে কার্তিক বাহাস সভার দিন ছয় মাস পূর্ব হতে নির্দিষ্ট আছে। অতএব এখন ধোঁকাজাল বিস্তার করলে চলবে না। যদি সাধ্য থাকে তবে উক্ত দিবস সভায় উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ নিজেদের দাবি সপ্রমান করতে বাধ্য, নতুবা অনুপস্থিত পক্ষের নিঃসন্দেহে পরাজয় সাব্যস্ত হবে।

২২ শে কার্তিক রোজ বুধবার আহলে হাদীসের দর্প খর্বকারী মুলতাননিবাসী জনাব মাওলানা আবুল মকবুল গোলাম রসুল চিস্তি সাহেব, হানাফীগণের উলঙ্গ তরবারি আজমীর শরীফের জনাব মাওলানা আহম্মদ হোসেন খাঁ সাহেব, আহলে হাদীস অরি (শত্রু) জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ ইসমাইল হোসেন তাতীবাগী সাহেব ও মাযহাব বিদ্বেষীদের সংহারবজ্র, ২৪ পরগণানিবাসী জনাব মাওলানা শাহ্ মোহাম্মাদ রুহুল আমিন সাহেব এবং হানাফী সমাজকুল তিলক যশোরের জনাব মাওলানা আহম্মদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব ৯/১০ মণ কিতাব ও অন্যান্য বহুলোকসহ কলকাতার চাঁদনী হতে রওয়ানা হয়ে হাওড়া-শিয়াখালা রেলযোগে কৃষ্টরামপুর স্টেশনে অবরতরণ করেন। স্থানীয় মাদরাসা দুটির কয়েকশত পতাকাধারী ছাত্র ও বহু সম্ভ্রান্ত লোক পরিবেষ্টিত হয়ে হানাফী মাওলানাগণ পালকি ও অশ্বারোহণে এবং দুইখানা গো-গাড়ীপূর্ণ কিতাবসহ নবাবপুর দুধ কলমীনিবাসী জমিদার মুন্সী গোলাম মোস্তফা সাহেবের বাড়িতে আথিত্য গ্রহন করেন। উভয়পক্ষের সম্মতিতে সভাস্থল 'দুধ কলমী তাজুল ইসলাম জুনিয়র মাদরাসা' প্রাঙ্গনে পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট হয়ে সজ্জিত ছিল।

আহলে হাদীসদের বাহাসে উপস্থিত হতে টালবাহানা

২৩ শে কার্তিক বৃহস্পতিবার সকাল হতে পঙ্গপালের ন্যায় হাজার হাজার দর্শক চতুর্দিক হতে সমবেত হয়ে সভাস্থল পূর্ণ করতে লাগলেন। আহলে হাদীস মৌলবীরা তাঁদের দলবলসহ গুড়গুড়িপোতায় ডেরা [তাবু] ফেলেছিলেন। বাহাস দিবসে তাঁরা নিজেদের লিখিত দাবির প্রমাণ পেশ করতে পারবেন না বলে নতুন নতুন দাবি ও শর্ত লিখে কয়েকবার হানাফী আলেমগণের নিকট লোক পাঠালেন। কিন্তু হানাফী মাওলানাগণ প্রত্যেকবারেই লিখে দেন যে, আহলে হাদীসগণ তাদের ছয়মাস পূর্বের লিখিত দাবির প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য।

বেলা ১০টা হতে বাহাস আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আহলে হাদীস মৌলবীরা নানা কৌশল অবলম্বন করে উক্ত দাবি বাহাসে উপস্থাপিত না হওয়ার

সাধ্য সাধনা করে অনেক সময় নষ্ট করে পরে স্থির করেন যে, বেলা দুইটার সময় বাহাস শুরু হবে।

দেখতে দেখতে সভাস্থল ৫/৬ হাজার লোকে পূর্ণ হয়ে গেল এবং শ্রোতাগণের একান্ত ইচ্ছায় স্থানীয় হানাফী মৌলবীগণ বেলা ১০ টার পর হতে ওয়ায আরম্ভ করেন। ১ টার পর বিরাট জামায়াতের সাথে যোহরের নামায শেষ করে হানাফী আলেমগণ সভাস্থলে তাদের আসনে আসীন হলেন। তাদের সম্মুখে বিরাট তক্তপোষের উপর কিতাবরাশি সজ্জিত করে বঙ্গবিখ্যাত আলেম মাওলানা মোহাম্মাদ রুহল আমিন সাহেবের একান্ত প্রিয় শিষ্য সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ মাওলানা আহম্মদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব আসন গ্রহণ করলেন। হানাফীদের পক্ষে মাওলানা গোলাম রসূল মুলতানী, মাওলানা আহম্মদ হোসেন আজমিরী, মাওলানা ইসমাইল হোসেন তাতিবাগী, মাওলানা রুহল আমিন সাহেব, মাওলানা আহম্মদ আলী এনায়েতপুরী, মাওলানা আহম্মাদুল্লাহ সাহেব (হেড মৌলবী ফুরফুরা সিনিয়র মাদরাসা), মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব, মাওলানা মাজহারুল হক সাহেব, (হেড মৌলবী তাজুল ইসলাম জুনিয়র মাদরাসা), মাওলানা হাফেজ নেছার আহম্মদ সাহেব, মৌলবী আবদুল মান্নাফ সাহেব, মৌলবী মোহাম্মাদ আলী সাহেব, মৌলবী এজহারুল হক সাহেব, মৌলবী আবদুল হামিদ খাঁ সাহেব এবং স্থানীয় জুনিয়র মাদরাসা দুটির মৌলবী সাহেবগণ প্রমূখ উপস্থিত থেকে বিপক্ষগণের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। ক্রমে ক্রমে দুইটা, তিনটা, চারটা বেজে গেল তথাপিও আহলে হাদীস মৌলবী সাহেবদের আবির্ভাব হলো না। অবশেষে হাজী এলাহি বখশ সাহেব ও নবাব আবদুর রহমান মল্লিক সাহেবদ্বয়ের অভয় প্রদানে ও স্বীয় দলস্থ লোকের পীড়াপীড়িতে আহলে হাদীস আলেম মৌলবী আবদুন্নুর বিহারী, মৌলবী রহিম বখশ পাঞ্জাবী, মৌলবী আব্বাস আলী, মৌলবী আইউব, মৌলবী আবদুল লতিফ, মৌলবী এফাজউদ্দিন, মৌলবী বাবর আলী সাহেবরা বেলা ৪ টা ৩০ মিনিটের সময় সভাস্থলে এসে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করলেন।

উভয়পক্ষের সালিস ও তার্কিক নিযুক্ত

সভাক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের সাবডেপুটি বাবু মন্মথ নাথ বসু, পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ ও চণ্ডিতলার প্রথম সাবইনস্পেক্টর বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি,

দ্বিতীয় সাবইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল রহমান খাঁ ও আবগারি বিভাগের ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল রহমান সাহেব এবং নবাবপুর কুমীরমোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুন্সী মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সাহেব প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোক এবং ৫/৬ হাজার সাধারণ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় সাবডেপুটি বাবু সভাপতি ও হাজী এলাহি বখশ সাহেব সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

আহলে হাদীস মৌলবীরা সাবডেপুটি বাবুকে এই বাহাস সভার সালিশ মান্য করতে চান। কিন্তু হানাফীপক্ষ বলেন যে, যিনি কুরআন-হাদীসের অর্থ বুঝতে সক্ষম, তিনিই সালিশ হবেন, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

সাবডেপুটি বাবু বললেন, আমি কুরআন, হাদীস বুঝতে সক্ষম নই, এজন্য আমি সালিশ হতে পারব না, তবে সভার কার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে বলে সভাপতির আসন গ্রহণ করলাম। সহকারি সভাপতি হাজী এলাহি বখশ সাহেব বললেন, উভয় পক্ষের বক্তার মধ্যে কেউ যেন অন্য পক্ষের প্রাচীন আলেমগণের নিন্দাবাদ না করেন বা কোন প্রকার অভদ্রতাজনক কথা না বলেন। এর অন্যথাকারীকে এই কমিটি সভাস্থল হতে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য করবেন।

হানাফীপক্ষে মাওলানা মুলতানী ও মাওলানা রুহল আমিন সাহেবদ্বয় এবং আহলে হাদীসদের পক্ষে মৌলবী আবদুন্নুর সাহেব ও মৌলবী বাবর আলী প্রধান তার্কিক নিযুক্ত হলেন ও প্রত্যেক পক্ষ দশ মিনিট করে বক্তৃতা দিতে পারবেন বলে স্থিরকৃত হল।

মাওলানা মুলতানী সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে মৌলবী আবদুন্নুর সাহেবকে লক্ষ্য করে উর্দুতে বললেন যে, আপনাদের মৌলবী আবুল মাসউদ মোহাম্মদ দাউদ সাহেব ছয় মাস পূর্বে যে দাবি কাগজে দস্তখত করে দিয়েছিলেন, আপনারা এর প্রমাণ পেশ করতে সর্বপ্রথম বাধ্য।

তদুত্তরে মৌলবী আবদুন্নুর সাহেব বললেন, আমরা তা জানি না। তৎক্ষণাৎ মাওলানা রুহল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে আহলে হাদীসদের লিখিত কাগজখানা পড়তে লাগলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু পরে চার মাযহাব নতুন গঠিত হয়েছে। তা কুরআন হাদীসে নেই, অতঃপর তা দ্বীন

ইসলাম বলে মান্য করা বাতিল, নাজায়েয এবং বিদয়াতে দলালাহ। কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে চার মাযহাবের কোন একটি মান্য করে চললে আল্লাহ ব্যতীত অন্যজনকে রব বলে মান্য করা হয়, এরূপ মান্য করা শিরক। যে কাজ করা শিরক, বিদয়াত, নাজায়েয এবং বাতিল, ধর্মজ্ঞানে তা করলে গোমরাহ ও জাহান্নামী ফিরকার মধ্যে গণ্য হবে।

এবং তিনি বলেছেন যে, যদি আহলে হাদীস মৌলবীরা প্রমাণ পেশ করতে পারেন এবং আমরা এর উত্তর দিতে না পারি, তবে আমরা তাদের মত অনুসরণ করব।

মৌঃ আবদুন্নুর সাহেব বললেন যে, কে লিখেছে আমরা জানি না।

আহলে হাদীসদের নিরুত্তর ও হানাফীদের দ্বিতীয় বিজয়

এ কথা শুনে হাজী মাকসুদ আলী সাহেব বললেন যে, আমাদের সম্মুখে মৌলবী বাবর আলী সাহেব বলে দিয়েছিলেন এবং মৌলবী দাউদ সাহেব লিখেছিলেন, কিন্তু মৌলবী দাউদ সাহেব অদ্য এই সভায় আসেন নি, শুনেছি তিনি গুড়গুড়িপোতায় লুকিয়ে আছেন। আহলে হাদীস পক্ষ নিরুত্তর থাকায় মাওলানা মুলতানী সাহেব বললেন, আচ্ছা, যিনিই লিখে থাকুন, আপনারা এর প্রমাণ পেশ করুন। কিন্তু মৌলবী আবদুন্নুর সাহেব এবং মৌলবী বাবর আলী এর উত্তর দিতে না পারায় এবং পূর্ব লিখিত প্রশ্ন ও হানাফীগণের উত্তর সম্বন্ধে আর কোনরূপ আলোচনা না করে নিরুত্তর থাকায় আহলে হাদীসদলের মুখে চুনকালি পড়ে গেল। **বিনা বাহাসে হানাফীগণের দ্বিতীয়বার জয় হলো।** কারণ উভয় পক্ষের কথা ছিল, যারা নিজেদের দাবির প্রমাণ পেশ করতে পারবেন না, তাদের পরাজয় সাব্যস্ত হবে।[১]

---

১. এখন যদি আহলে হাদীসগণ বলেন যে, আমাদের মৌলবী দাউদ গুড়গুড়িপোতায় লুকিয়ে ছিলেন না, বরং অন্যত্র ছিলেন। তবে আমরা বলব, আমাদের পক্ষের লোকেরা তাকে গুড়গুড়িপোতায় দেখেছিলেন। কাজেই আহলে হাদীসদের এরূপ মিথ্যা কথায় তাদের কলঙ্কের কালিমা কিছুতেই মুছবে না। আমাদের হানাফী পক্ষের মাওলানা ইছমাইল সাহেব সভায় উপস্থিত হলেন। আর আহলে হাদীস পক্ষের দস্তখতকারী মৌলবী দাউদ কেন সভায় উপস্থিত হলেন না। এতে জ্বলন্তভাবে বুঝা গেল যে, তারা নিজেদের দাবির প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম। এজন্যই তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন।

অতঃপর মাওলানা মুলতানী সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা আপনারা যে দাবির সাথে বাহাস আরম্ভ করবেন, তা লিখে দিন এবং বাহাস আরম্ভ হোক।

আহলে হাদীসদের দাবি পেশ

মৌলবী আবদুন্নুর নিম্নোক্ত দাবি লিখে দস্তখত করে দিলেন যে, হানাফীগণ চার ইমামের মধ্যে কোন একজনের তাকলীদ ওয়াজিব, ফরয বলে থাকেন, এর প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই, এজন্য এটি বিদয়াত এবং এটিই আমার দাবি।

মৌলবী আবদুন্নুর আরো বললেন যে, হানাফীগণ ইমামগণের তাকলীদ ফরয ওয়াজিব জানেন, আমরা এর মুনকির [বিরোধী]। কেননা ফরয ওয়াজিবের জন্য কুরআন হাদীসের প্রমাণ আবশ্যক। যখন তা কুরআন, হাদীসে নেই তখন তা বিদয়াত। যখন তারা এর প্রমাণ কুরআন, হাদীস হতে দেখাতে পারবেন, তখন এর বিদয়াত হওয়া রদ হয়ে যাবে। সুতরাং তাকলীদের দলীল হানাফীগণকেই পেশ করতে হবে।

আহলে হাদীসদের প্রতি প্রশ্ন

মাওলানা মুলতানী সাহেব: বললেন, আপনি যে বিষয় দাবি করেছেন এর দলীল পেশ করলেন না। কেননা কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস এর প্রমানার্থে পেশ করতে পারলেন না। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, দাওয়া কাকে বলে? দলীল কাকে বলে? তাকলীদ কাকে বলে?

মৌলবী আব্দুন্নুরঃ আদালতে দুই ব্যক্তি যায়। এক ব্যক্তি এক প্রকার দাবি ও দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যপ্রকার দাবি করে থাকে। মূলে প্রত্যেকে দাবিকারী হয়ে থাকে।

এখন যদি কোন লোক বলে যে, ফুরফুরার পীর সাহেব কেন সভায় উপস্থিত হন নেই। তবে বলি, বাহাসের শর্তনামাতে তিনি দস্তখত করেন নি। তার সাথে বাহাসের কোন সম্বন্ধ নেই, তিনি কেন বাহাস সভায় উপস্থিত হবেন? বিপক্ষদের মৌলবী ছানাউল্লাহ সাহেব কেন উপস্থিত হননি; এরূপ কথা যেরূপ প্রলাপোক্তি, জনাব পীর সাহেব কেবলার সভায় উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করার প্রসঙ্গও তদাপেক্ষা সমধিক প্রলাপোক্তি।

আপনারা সর্বদা তাকলীদ ওয়াজিব, ফরয বলেন। আপনারা কসম করে বলুন দেখি যে, আপনারা তা ওয়াজিব হওয়ার মত ধারণা করেন কি না?

মাওলানা মুলতানী: তাকলীদ কাকে বলে? দাওয়া কাকে বলে? দলীল কাকে বলে? আপনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?

আপনি নিজেই দাবিকারী, কেননা আপনি নিজে কাগজে দাবিকারী বলে লিখে দিয়েছেন। যখন কুরআন ও হাদীসে তাকলীদের কোন প্রমাণ নেই, তখন কিরূপে তাকলীদকে শিরক, বিদয়াত বলে প্রমাণ করবেন?

আহলে হাদীসদের উত্তর প্রদান

মৌলবী আব্দুন্নুর: যখন আমরা তাকলীদ মানি না তখন আমরা তাকলীদের বিদয়াত হওয়ার প্রমাণ কেন পেশ করব? যারা তাকলীদ মানেন, তারা এর মর্ম বলতে পারেন। আমি প্রথমে বলেছি, তাকলীদ বিদয়াত। তা কুরআন হাদীসে নেই। বিদয়াতের অর্থ দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন কথা প্রকাশ করা, যার প্রমাণ কুরআন, হাদীসে নেই। প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহীমূলক।

দাওয়াত অর্থ কে না জানে? দাওয়া, যে কথাকে সৃষ্টি করে, তাই দাওয়া। আমি পুনরায় বলছি, মাওলানা নিজের দাবির উপর স্থিরপ্রতিজ্ঞ আছেন কিনা? যদি থাকেন, তবে কুরআন ও হাদীস হতে তাকলীদের প্রমাণ পেশ করুন।

মাযহাব বিদয়াত হওয়ার দাবি রদ

মাওলানা মুলতানী: এবারে স্পষ্ট জানা গেল যে, আহলে হাদীস দল কুরআন হাদীস হতে তাকলীদ বিদয়াত হওয়ার দলীল পেশ করতে পারলেন না। কিন্তু আমি তাদের কিতাব হতে দেখাচ্ছি যে, তাদের মাওলানা সিদ্দিক হাসান সাহেব নিজ কিতাবে লিখেছেন যে, ১৫০ হিজরীতে ইমাম আযম ইন্তেকাল করেন। সেই সময় তার মাযহাব কোন্ কাফের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল? যে মাযহাব ১৫০ হিজরীতে জগদ্ব্যাপী হয়েছিল, তা নতুন হলো, নাকি যাদের মাযহাব ১২৩৩ হিজরীতে নজ্‌দ হতে বের হয়েছিল তা নতুন হলো? কুরআন শরীফে আছে, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا "তোমরা একতাসূত্রে আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর।"

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلَالَةٍ،
"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর একত্রিত করবেন না।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩০) উক্ত পৃষ্ঠায় আরও আছে যে, اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ "তোমরা বড় জামায়াতের অনুসরণ কর।" হাদীস দুইটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হতে উদ্ধৃত হয়েছে।

কুরুনে সালাসায় তাকলীদ না থাকা, রফউল ইয়াদাইন ও ইমামের পিছনে কিরাত পাঠে তাদের দল বড় হওয়ার দাবি

মৌলবী আব্দুন্নুর: তাকলীদ কবে হয়েছে? অনেক যামানার পরে হয়েছে, সাহাবাগণের সময় তাকলীদ ছিল না। তবে তাকলীদের উপর কিরূপে ইজমা হবে? কাজেই তাকলীদ করা গোমরাহীমূলক বিদয়াত হবে। তাকলীদ না করার উপর ইজমা হয়েছে। তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণের যামানায় তাকলীদ ছিল না।

যদি তাকলীদ না করা গোমরাহী হতো, তবে সাহাবাগণও গোমরাহ হতেন। হানাফী ভিন্ন তিন ইমাম রফউল ইয়াদাইন করতেন এবং মুক্তাদিগণকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে মত দিয়েছেন। এর দ্বারা সূরা ফাতিহা পাঠ ও রফউল ইয়াদাইনকারী দল বড় হলো, যেহেতু তারাই সত্য পথের পথিক। আমরাও ইমামের পেছনে মুক্তাদিগণের সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব ও রফউল ইয়াদাইন সুন্নত বলে থাকি। আমরাই সত্য পথের পথিক ও হানাফীগণ বাতিল মতাবলম্বী হবেন।

বড় জামায়াত সত্য পথের পথিক হলে লক্ষ্ণৌতে শিয়ারা বড় জামায়াত। তবে কি তথায় তারা সত্য পথের পথিক হবে? ইজমা কাদের? আম না খাস কিংবা আলেমদের? আম আলেমগণের ইজমা অনিষ্টের কারণ। এটিতে বুঝা যায় যে, খাস লোকের ইজমা গ্রাহ্য হবে। মাওলানা এখনও তাকলীদের প্রমাণ দিলেন না।

হানাফীদের তাকলীদের দলীল প্রদান

মাওলানা মুলতানী: বিপক্ষগণ বলেছেন যে, লক্ষ্ণৌতে শিয়ারা বড় জামায়াত। কিন্তু এক লক্ষ্ণৌতে শিয়ারা বড় জামায়াত হলে কি হবে? কেননা রসূল সা. বলেছেন, অমার উম্মতের মধ্যে নাজী ফিরকা বড় জামায়াত হবে। এটি সমস্ত মুসলমান জগতের হিসাবে বলা হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানের মধ্যে

চার মাযহাবের অনুসারীদের সাথে অবশিষ্ট ৭২ ফিরকা তুলনা করে দেখলে ৭২ ফিরকার সমষ্টি এক আনাও হবে না। তবে বড় জামায়াত কারা হবেন? বিপক্ষগণ বলেছেন যে, তিন ইমামের মতের সাথে আমাদের মতৈক্য আছে। তখন আহলে হাদীসদের তিন ইমামের তাকলীদ করা সাব্যস্ত হলো। তাকলীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ গলুবন্ধন (কিলাদা) অর্থাৎ গলায় বন্ধন করা।

উসুল তত্ত্ববিদগণের মতে তাকলীদ শব্দের অর্থ, هو تسليم قول الغير بغير دليل من حسن الظن "দলীল অবগত না হয়েও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কারো কথা মেনে নেয়াকে তাকলীদ বলে।" (বাওয়াদিউল উসুল)।

এখন তাকলীদের দলীল শুনুন। কুরআন শরীফের ১৪ পারায় সূরা নাহলে আছে, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "অনন্তর তোমরা যে বিষয়ে না জান, তবে আহলে জিকরকে (যারা জানে) জিজ্ঞাসা কর।"

আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুকাল্লাফকে (শরীয়তের হুকুমপ্রাপ্ত লোককে) দুই অংশে বিভক্ত করেছেন। প্রথম জিজ্ঞাসাকারী, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি। আমরা 'জিকরে'র অর্থ কুরআনে যা আছে তা গ্রহন করব। যথা- সুরা ইয়াছিন, إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ "তা 'জিকর' ও প্রকাশ্য কুরআন ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

এই আয়াতে কুরআন শরীফকে 'জিকর' বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন তত্ত্ববিদকে জিজ্ঞাসা কর। যে খাস লোক কুরআন শরীফের গুপ্ততত্ত্ব অবগত হয়ে থাকেন, তাকে 'আহলে জিকর' বলা হয়। এই জন্য মুজতাহিদগণ 'আহলে জিকর' হলেন। উপরোক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কোন বিষয় না জান, তবে তা মুজতাহিদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। জিজ্ঞাসাকারীগণ মুকাল্লিদ হলেন। কাজেই এই আয়াতে অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষে মুজতাহিদের (ইমামের) তাকলীদ করা ফরয, ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো।[২]

---

[২]. মেশকাত শরীফের ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি আবু দাউদ হতে উদ্ধৃত আছে যে, أَلا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ "যখন তারা অজ্ঞাত ছিলেন, তখন কেন জিজ্ঞাসা করলেন না? জিজ্ঞাসায় অজ্ঞাত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়ে থাকে। এই হাদীসে আম লোকের জন্য মুজতাহিদ ব্যক্তির তাকলীদ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হচ্ছে।

সাহাবীদের যুগ থেকে তাকলীদের প্রমাণ

শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. 'ইকদুল জীদের' ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

لِأَن النَّاس لم يزَالُوا من زمن الصَّحابَة رَضِي الله عَنهُم إِلَى أَن ظَهرت الْمذَاهب الْأَرْبَعَة يقلدون من اتّفق من الْعلمَاء من غير نَكِير من أحد يعْتَبر إِنْكَاره وَلَو كَانَ ذَلِك بَاطِلا لأنكروه

"লোকেরা সাহাবাগণের যামানা হতে চার মাযহাব প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সমসাময়িক আলেমগণের তাকলীদ করতেন। এর উপর কোন উপযুক্ত বিশ্বাসভাজন লোক ইনকার [অস্বীকার] করেন নেই। যদি এ তাকলীদ বাতিল-ই হতো, তবে তাঁরা এটাকে ইনকার করতেন।"

আরও সাহাবাগণ হযরত ওমর রা.-এর তাকলীদ করে ত্রিশ রাত্রে বিশ রাকায়াত করে তারাবিহ্ নামায আদায়ের এবং হযরত ওসমান রা.-এর তাকলীদ করে জুমআর দ্বিতীয় আযানের ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবা-তাবেয়ীনগণের সময়েও তাকলীদ প্রচলিত ছিল। মূলকথা, যে তাকলীদ কুরআন-হাদীস ও সাহাবাগণের মত হতে সপ্রমাণ হলো, তা শিরক, বিদয়াত কিছুই হতে পারে না।

রফউল ইয়াদাইন ও ইমামের পিছনে কিরাত পাঠে হানাফীরাই বড় দল

ইমাম আযম র. 'রফউল ইয়াদাইন' করতেন না এবং ইমাম মালেকের র. প্রসিদ্ধ মতে 'রফউল ইয়াদাইন' নেই। ইমাম আযম র. মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেছেন এবং ইমাম মালেক র. জাহরিয়া [যে নামাযে কিরাত সশব্দে পড়া হয়] নামাযে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মুক্তাদির সূরা ফাতিহা না পড়া জায়েজ বলেছেন। এক্ষেত্রে রফউল ইয়াদাইন ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠকারীর দল বড় হলো কিরূপে?

যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, ইমাম আযম র. ব্যতীত অন্য তিন ইমামের মতে রফউল ইয়াদাইন ও ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা জায়েয আছে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, জগতের চার মাযহাবলম্বীগণের মধ্যে হানাফীগণের সংখ্যা প্রায় বারো আনা। অবশিষ্ট তিন মাযহাব অবলম্বীগণের সংখ্যা মাত্র চার আনা। এক্ষেত্রে রফউল ইয়াদাইন ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠকারীগণের সংখ্যা বেশি হবে কিরূপে ও তাঁরা কিভাবে বড় জামায়াত হলেন?

জামায়াতের বড় ছোট হওয়া আকায়েদের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এরূপ ৭৩ ফিরকার ভাগ আকায়েদের হিসাবে হয়েছে। যারা রসূল সা. ও সাহাবা রা. গণের

বলা বাহুল্য, এ পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই বক্তৃতা হচ্ছিল কিন্তু তাতে অধিকাংশ শ্রোতাবৃন্দের অসুবিধা হওয়ায় এবং তাঁদের অনুরোধে সিদ্ধান্ত হলো যে, হানাফী পক্ষে মাওলানা মুলতানী সাহেবের উর্দু বক্তৃতার পর মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বাংলা ভাষায় এবং আহলে হাদীসের পক্ষে মৌঃ আবদুন্নুর সাহেবের উর্দু বক্তৃতার পর মৌঃ বাবর আলী সাহেব বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিবেন এবং প্রত্যেক পক্ষে ১৫ মিনিট করে সময় নির্ধারিত হলো।

আহলে হাদীসদের দাবি ال বিহীন ذكر দ্বারা কুরআন নয় তাওরাত উদ্দেশ্য

মৌঃ আব্দুন্নুর: তাকলীদ অর্থ বিনা দলীলে কারো কথা মান্য করা। যদি দলীল সঙ্গত কথা মান্য করা হয়, তবে তাকলীদ বাকী থাকবে না।

মুসাল্লামুস সুবূততে আছে, قول المجتهد دليله অর্থাৎ মুজতাহিদের কথাই মুকাল্লিদদের দলীল।

আপনার পঠিত কুরআন শরীফের আয়াতটির পূর্বে আছে যে,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"এবং আমি তোমার পূর্বে পুরুষগণ ব্যতীত রসুল প্রেরণ করি নাই যাদের উপর ওহী প্রেরণ করে থাকি। অনন্তর যদি তোমরা না জান, তবে 'আহলে জিকরকে' জিজ্ঞাসা কর।' কেবল উপরোক্ত কথা জিজ্ঞাসা করতে হুকুম করেছেন।

অনুরূপ আকীদা ধারণ করেন, তাঁরাই একমাত্র 'নাজী' ফিরকা। কিন্তু কোন্ দল রসূল ও সাহাবাগণের অনুরূপ মত ধারণকারী তার চিহ্নস্বরূপ হযরত নবী সা. বলেছেন, বৃহৎ দল মুসলমানেরা যেরূপ আকায়েদ ধারণ করেন তাই রসুল ও সাহাবাগণের সত্যপথ। চার ইমাম এবং তাদের মাযহাবাবলম্বীগণ রসুল সা. ও সাহাবাগণের অনুরূপ মত ধারণ করে এবং বড় জামায়াত হওয়ায় নাজী ফিরকা হলেন। পক্ষান্তরে মাযহাব বিদ্বেষীদল রসুল ও সাহাবাগণের অনুরূপ মত ধারণ করেন না, অথবা বড় জামায়াত নন, কাজেই গোমরাহ্ ফিরকা হলেন। বড়দল আলেম ও এই চার মাযহাব অবলম্বন করেছেন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হতে সমস্ত দায়িত্বসম্পন্ন আলেমগণেরই এই চার মাযহাবের প্রতি ইজমা হয়েছে।

মাওলানা যে আয়াতে 'জিকর' শব্দের অর্থ কুরআন প্রকাশ করেছেন তা 'নাকেরা' (অর্থাৎ আলিফ লামবিহীন) কিন্তু الذكر অর্থাৎ আলিফ লামযুক্ত জিকরের অর্থ কুরআন বলে কোন স্থানে দেখা যায় না। সূরা আম্বিয়াতে আছে, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এ স্থানে জিকরের অর্থ কুরআন নয় বরং তাওরাত হবে। আর যদি এটি তাকলীদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তবে আহলে জিকরের অর্থ যামানার আলেমগণ। এর অর্থ মুজতাহিদীন নয়, কেননা তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়।

গিরিশ বাবুর তাফসীর দ্বারা উক্ত দাবির প্রমাণ পেশ

মৌলবী বাবর আলী দণ্ডায়মান হয়ে বললেন যে, 'তবে জিজ্ঞাসা কর', তার মানে তার পূর্বে কোন কথা আছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে পুরুষ মানুষকেই পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। হে কুরাইশগণ, যদি না জান, তবে আহলে জিকরকে জিজ্ঞাসা কর। গিরিশ বাবুর অনুমোদিত তাফসীরের টীকায় আছে- ইয়াহুদী খ্রীষ্টান আলেমগণকে জিজ্ঞাসা কর যে, পুরুষ মানুষ পয়গম্বর ছিল কি না? এ স্থানে তাবেদারির কোন কথা নেই।

হানাফীদের ال যুক্ত الذكر দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ পেশ

মাওঃ মুলতানী: আমি যে অকাট্য দলীলস্বরূপ হাদীস উল্লেখ করেছিলাম, "আমার উম্মত গোমরাহীর উপর সমবেত হবেন না" প্রতিপক্ষগণ এর উত্তর দিতে পারলেন না।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ আমি এই আয়াতে আলীফ লামবিহীন জিকরের অর্থ কুরআন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেব বললেন যে, 'আলীফ লাম' যুক্ত জিকরের অর্থ কুরআন হয় না, তার এই দাবি একেবারেই বাতিল। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূরা হিজরের প্রথম রুকুতে বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "নিশ্চয়ই আমি জিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি এবং অবশ্য অবশ্য আমিই এর রক্ষক।"

আরও সূরা নাহলের ৬ষ্ঠ রুকুতে আছে,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"এবং আমি তোমার উপর জিকর (কুরআন) নাযিল করেছি, যেহেতু যা তাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে তা প্রকাশ করে দিবে।"

এই দুই স্থলে আলিফ লামযুক্ত জিকরের অর্থ কুরআন, এটিতে কোন-ই সন্দেহ থাকতে পারে না। আর প্রতিপক্ষগণ বললেন যে, আলীফ লামযুক্ত জিকরের অর্থ কুরআন হয় না! ধন্য তাদের কুরআন পাঠের ক্ষমতা!! এক্ষেত্রে 'আহলে জিকরের' অর্থ কুরআন তত্ত্ববিদ [মুজতাহিদ] হলো।[৩]

فاسْألُوا আদেশের হুকুম আম হওয়ার প্রমাণ

فَاسْأَلُوا 'তোমরা জিজ্ঞাসা কর' এটি সাধারণভাবে গ্রহনীয় হবে, বিশিষ্ট কারো প্রতি নয়। যদি খাস (বিশিষ্ট) হয়, তবে أَقِيمُوا الصَّلَاةَ 'নামায কায়েম কর' ইত্যাদি আয়াত যা সাহাবা সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল তা সাধারণভাবে কেন গ্রহণীয় হবে? যদি শেষোক্ত আয়াতটি খাস সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হওয়া স্বত্ত্বেও তার অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণীয় হয়, তবে 'আহলে জিকরের' অর্থ সাধারণভাবে কেন নেয়া হবে না।

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর থেকে তাকলীদের প্রমাণ

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃপূর্ণ জলদগম্ভীর স্বরে বাংলা ভাষায় বলতে লাগলেন, আমাদের মাওলানা মুলতানী সাহেব বলেছেন যে, সুরা নাহলের উল্লিখিত আয়াতে যে 'আহলে জিকর' শব্দ আছে, এর অর্থ ইমাম মুজতাহিদগণ। আর প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেব এর অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে হিন্দু সন্তান গিরিশ বাবুর টীকাকে মধ্যস্থ মেনে এর অর্থ কেবল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান বলে ধন্য হয়েছেন, যেন আর কোন তাফসীর জগতে অথবা তাদের নিকট নেই। এবার আসুন দেখা যাক যে, প্রাচীন আলেম ও মহা মহা বিদ্বান এর অর্থ কি বলেছেন এবং বিচার করা হোক যে, কোন পক্ষের কথা সত্য। এটা স্থির হলে তাকলীদের মাসয়ালা সম্বন্ধে চুড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে।

---

[৩]. এই দল অন্যকে ধোঁকাবাজ বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু এবারে তাদের ধোঁকাবাজি প্রকাশ হয়ে পড়ল। আরও মৌলবী আব্দুন্নুরের দাবি খণ্ডন হয়ে গেল ও পরাজয় হলো।

১নং দলীল: এই শুনুন, ভারত গৌরব জনাব মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী সাহেব তাফসীরে আজীজীর ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

انانکہ بحکم خدا اطاعت انها فرض است شش گروه اند از انجمله مجتهدین شریعت وشیوخ طریقت اند کہ حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است بر عوام امت زیراکہ فهم اسرار شریعت ودقائق معرفت ایشان را میسر است — فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যাদের তাবেদারি করা খোদা তায়ালার হুকুমানুযায়ী ফরয, তাঁরা ছয় দল। তন্মধ্যে শরীয়তের মুজতাহিদগণ ও তরীকতের পীরগণ একদল। তাঁদের মধ্যে একজনের হুকুম মান্য করা সাধারণ উম্মতের উপর ওয়াজিব। কেননা শরীয়তের গুপ্ত ভেদ ও তরীকতের নিগুঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল (এর প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত)। "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকরের নিকট জিজ্ঞাসা কর।"

২ নং দলীল: তাফসীরে রুহুল মায়ানীর ১ম খণ্ড ৩৫৬ পৃষ্ঠায় আছে,

وأما اتباع الغير في الدين بعد العلم بدليل ما أنه محق فاتباع في الحقيقة لما أنزل الله تعالى– وليس من التقليد المذموم في شيء– وقد قال سبحانه: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

কিন্তু দ্বীন সম্বন্ধে এরূপ অন্য ব্যক্তির তাবেদারি করা, যার সত্যপরায়ণ হওয়া কোন এক দলীলে অবগত হওয়া যায়, তা প্রকৃতপক্ষে উক্ত কুরআন শরীফের তাবেদারি করা হবে যা খোদা তায়ালা নাযিল করেছেন। এটি কোন নিষিদ্ধ তাকলীদের অন্তর্গত নয়। খোদা তায়ালা বলেছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

৩ নং দলীল: আরও উক্ত তাফসীর ৪র্থ খন্ড, ৩৭৭ ও ৩৭৮ পৃষ্ঠা,

واستدل بها أيضا على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم. وفي الإكليل للجلال السيوطي أنه استدل بها على جواز تقليد العام في الفروع وانظر التقييد بالفروع فإن الظاهر العموم لا سيما إذا قلنا إن المسألة المأمورين بالمراجعة فيه والسؤال عنها من الأصول، ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال المحلي أنه يلزم غير المجتهد عاميا كان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ والصحيح أنه لا فرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون المجتهد حيا أو ميتا اه

"উপরোক্ত সুরা নাহলের আয়াতে এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে বিষয় জানা না যায়, তার সম্বন্ধে বিদ্বানগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর 'ইকলিল' কিতাবে আছে, উপরোক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, ফুরুয়াত [ফিকহী ইজতিহাদী] মাসয়ালায় সাধারণ লোকের পক্ষে (মুজতাহিদের) তাকলীদ করা ওয়াজিব। রুহুল মায়ানীর লেখক বলেন, জালালুদ্দীন সুয়ূতী যে কেবল ফুরুয়াত মাসায়েলে তাকলীদ করার কথা বলেছেন, এর প্রতি তুমি লক্ষ্য কর। কেননা আয়াতের স্পষ্ট মর্মানুসারে বুঝা যায় যে, ফুরুয়াত মাসয়ালায় হোক, আর আকায়িদের মাসয়ালায় হোক, তাকলীদ করা ওয়াজিব।

এখন কথা হচ্ছে যে, লোকে যে মাসয়ালা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে (মুজতাহিদগণের নিকট) আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে, তা যদি আকায়িদের মাসয়ালা হয়, (তবে কেন শুধু ফুরুয়াত মাসায়েলে তাকলীদ করতে হবে)। জালালুদ্দীন মাহাল্লী হতে যা উল্লিখিত হয়েছে, তার উক্ত মতের সমর্থন করে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নয় সে নিরক্ষর হোক আর না হোক তার পক্ষে মুজতাহিদের তাকলীদ (মাযহাবাবলম্বন) করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ সুরা নাহলের এই আয়াত, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

৪ নং দলীল: প্রিয় শ্রোতাগণ, আবার এই দেখুন তাফসীরে রুহুল বায়ানের দ্বিতীয়খণ্ডে, ৫১৯ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে,

ورئيس اهل الذكر الصوفية الحنفية هو الامام الأعظم الأكمل ورئيس اهل الذكر الصوفية الشافعية هو الامام الشافعي الأفضل ورئيس اهل الذكر الصوفية الحنبلية هو الامام الحنبلي التقى ورئيس اهل الذكر الصوفية المالكية هو الامام مالك الزكي وهؤلاء الائمة العظام كالخلفاء الاربعة الفخام كالنجوم بل كالاقمار بل كالشموس بايهم اقتدى السالك اهتدى الحق المبين وهم لدين الحق كالاركان الاربعة للبيت وهم ايضا من سائر الاقطاب والأولياء كالعرش والشمس من الافلاك والنجوم وليس لغيرهم ممن بعدهم الى يوم القيام بدون الاقتداء بهم اهتداء الى طريق الجنة والرؤية ومن اقتدى بهم فى الشريعة والطريقة والحقيقة وعلم علومهم وعمل أعمالهم وتأدب بآدابهم على مذهب أيهم كان بحسب وسعه فلا شك انه اقتفى اثر رسول الله عليه السلام ومن لم يقتدبهم فى ذلك فلا شك انه ضل عن اثر الرسول وخرج عن دائرة القبول.

"আহলে জিকর সুফী হানাফীগণের অগ্রণী মহামতি ইমাম আযম র., আহলে জিকর সুফী শাফেয়ীগণের অগ্রগণ্য মহিমান্বিত ইমাম শাফেয়ী র., আহলে জিকর সুফী হাম্বলীগণের নেতা ধার্মিক প্রবর ইমাম হাম্বলী র., আহলে জিকর সুফী মালেকীগণের নেতা নিষ্ঠাবান ইমাম মালেক র., এই মহান চার ইমাম মহিমান্বিত চার খলিফার ন্যায় নক্ষত্র তুল্য বরং চন্দ্রের তুল্য বরং সুর্যের তুল্য। তরীকত [হিদায়াত] প্রার্থী ব্যক্তি ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন এক ইমামের অনুসরণ করবেন, তবে স্পষ্ট সত্য পথ পাবেন। তাঁরা সত্য ধর্ম ইসলাম নামক গৃহের চারটি স্তম্ভের তুল্য, সমস্ত কুতুব ও অলীগণের মধ্যে আরশ ও আকাশের সূর্য বা নক্ষত্রের তুল্য। কিয়ামত অবধি তাঁদের পরবর্তী লোকের পক্ষে তাঁদের অনুসরণ করা ব্যতীত বেহেশতের পথ প্রাপ্তি ও খোদা তায়ালার দর্শন লাভ সম্ভব হবে না।

যে ব্যক্তি তাঁদের কোন একজনের মাযহাবে থেকে সাধ্যানুযায়ী শরীয়ত, তরীকত, হাকীকতে তাঁদের অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তি তাঁদের ইলম শিক্ষা করবে ও আমল করবে, আদব অবলম্বন করবে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি হযরত নবী সা. এর পদানুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে তাঁদের পায়রবি করবে না, সে ব্যক্তি হযরত নবী সা. এর অনুসরণ হতে ভ্রান্ত পথে পতিত হলো এবং কবুলের গণ্ডী হতে দূরে পতিত হলো।

৫ নং দলীল: আরও শুনুন এর ৩৪৭ পৃষ্ঠায় আছে,

في الآية اشارة الى وجوب المراجعة الى العلماء فيما لا يعلم وسئل الامام الغزالي رحمه الله من اين حصل لك الإحاطة بالعلوم أصولها وفروعها فتلا هذه الآية اى أفاد ان ذلك العلم الكلى انما حصل باسعلام المجهول من العلماء وترك العار

"উপরোক্ত আয়াতে এটি বুঝা যায় যে, অজানা বিষয়ে আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব। ইমাম গাযালী র. উসুল এবং ফুরুয়াত সংক্রান্ত ইলমসমূহের পূর্ন জ্ঞান কোথা হতে লাভ করেছেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে উপরোক্ত (সুরা নাহলের) আয়াতটি পাঠ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর কথার মর্ম এই যে, অজ্ঞাত বিষয়ে অন্য আলেমগনের নিকট জিজ্ঞাসা এবং লজ্জা পরিত্যাগ করার জন্য এরূপ পূর্ণ ইলম লাভ হয়েছিল।"

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, বিপক্ষ মৌলবী সাহেব মাযহাব মান্য করা গোমরাহীমূলক বিদয়াত বলে দাবি করেছিলেন কিন্তু এখনই আপনারা শুনলেন যে, খোদা

তায়ালা কুরআন শরীফে মাযহাব মান্য করা ওয়াজিব বলেছেন। যা খোদাতায়ালা ওয়াজিব বলেছেন তাকে যারা বিদয়াত বলেন, তাদের দাবি যে ভিত্তিহীন, তার প্রমাণ যথেষ্ট পেয়েছেন। এতে বিপক্ষের দাবি বাতিল হলো কিনা? তাফসীরে রুহুল মায়ানী প্রণেতা সুলতান আবদুল মজিদ খান সাহেবের সময়ে বাগদাদের মুফতি ছিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন আলেম ও মুফাসসিরগণের টীকা পরিত্যাগ করে স্বীয় ভুঁইফোড় মতের সমর্থনার্থে মাত্র গিরিশ বাবুর টীকাকে যারা সম্বল করে নেন, তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও দাবির বহর বুঝুন।[8]

---

[8]. মৌলবী সাহেব আরও বলেছেন যে, আহলে জিকর অর্থ যামানার আলেমগণ, ইমাম মুজতাহিদগণ নন। কেননা তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়। তার এই হাস্যস্পতি দাবির অকাট্য উত্তর এই যে, আহলে হাদীস মৌলবীগণ কখনও কি খোদা ও রসুল, সাহাবা এবং সিহাহ লেখক ইমামগণকে দেখেছেন বা তাদের নিকট গিয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেছেন? যদি তা না করে থাকেন, তবে কিরূপে তাদের আদেশিত বিষয়ের পায়রবি করবেন? এর উত্তরে মৌলবী সাহেব যা বললেন, ইমাম মুজতাহিদের নিকট জিজ্ঞাসা করা সম্বন্ধে আমাদের উত্তর তা-ই হবে।

বিদয়াত শব্দ দ্বারা ওহাবীদের ধোঁকবাজী ফাঁস

পাঠক, বিদয়াত শব্দে মৌলবী আব্দুন্নুর সাহেব ধোঁকাবাজি করেছেন। ফাতহুল বারী, ১৩তম খণ্ডের ১৯৫ ও ১৯৬ পৃষ্ঠায় আছে,

وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَذْمُومَةٌ بِخِلَافِ اللُّغَةِ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً سَوَاءٌ كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُحْدَثَةِ وَفِي الْأَمْرِ الْمُحْدَثِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَمَضَى بَيَانُ ذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَهُوَ حَدِيثٌ أَوَّلُهُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَذَكَرَهُ وَفِيهِ هَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحِحهُ بن ماجة وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ

এর [বিদআতের] অর্থ যা নতুন সৃষ্টি হয়েছে এবং শরীয়তে যার মূল নেই, একেই শরীয়তের ব্যবহারে বিদয়াত নামে অভিহিত করা হয়। আর যে নতুন কাজের শরীয়তসূচক মূল আছে, তা বিদয়াত নয়। এক্ষেত্রে শরীয়তের ব্যবহারে বিদয়াত নিন্দনীয় হবে। পক্ষান্তরে অভিধানে যে কোন অপূর্ব কার্য নতুন সৃষ্টি হয় তাকে বিদয়াত বলা হয়। তা ভাল হতে পারে কিংবা মন্দও হতে পারে। এরূপ (হযরত) আয়েশার হাদীসে আছে, "যে কেউ আমার এই শরীয়তে যা নেই তা সৃষ্টি করে, তা পরিত্যক্ত হবে।" এই নতুন কাজের অর্থ যে নতুন কাজের মূল (নযীর) শরীয়তে নেই, তাই উদ্দেশ্য হবে। উল্লিখিত জাবেরের রা. হাদীসে আছে, প্রত্যেক বিদয়াত কাজ গোমরাহী। হযরত ইরবায ইবনে সারিয়ার রা. হাদীসে আছে, তোমরা নতুন কাজসমূহ হতে দূরে থাক, কেননা প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী। এই হাদীসটির অর্থ উল্লিখিত (হযরত) আয়েশার রা. এর হাদীসের তুল্য।"

পাঠক, এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, যে নতুন কাজের মূল শরীয়তে আছে তা বিদয়াত নয় বরং তা শরীয়তের অন্তর্গত। আর যে নতুন কাজের মূল শরীয়তে নেই তাই বিদয়াত, আর এইরূপ সমস্ত বিদয়াত গোমরাহীমূলক। পাঠক, কুরআন হাদীসে পিতা-মাতা বা স্বামীর আদেশ মান্য করা ওয়াজিব স্থিরকৃত হয়েছে। সেই পিতা-মাতা বা স্বামীর ১৩ শতাব্দীর পরেও বর্তমানে তাদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিব হবে, এটা বিদয়াত হতে পারে না।

এরূপ কুরআন ও হাদীসের প্রমাণে যখন ইমামগণের মাযহাব মান্য করা ওয়াজিব সপ্রমাণ হয়েছে, তখন প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমামগণের মাযহাব মান্য করা ওয়াজিব হবে, ইহাও বিদয়াত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: ইমামগণ যে মাযহাব প্রকাশ করেছেন, তা কুরআন ও হাদীসের হুকুম হবে, না হয় ইজমা ও কিয়াসের ব্যবস্থা হবে। আর কুরআন, হাদীস মান্য করাতো বিদয়াত নয়। ইজমা ও কিয়াসের ব্যবস্থা মান্য করা কুরআন হাদীসের হুকুম এবং সাহাবাগণের তরীকা; কাজেই তাও বিদয়াত হতে পারে না। এক্ষেত্রে যারা চার ইমামের মাযহাব মান্য করা বিদয়াত বলে দাবি করেন, তারা কুরআন হাদীসের হুকুমকে বিদয়াত বলে ধোঁকাবাজ ও বড় মিথ্যাবাদী হলেন।

কুরআন ও হাদীসে তাকলীদে শাখসীর প্রমাণ আছে। সাহাবাগণের সময় তাকলীদে শাখসী জারি ছিল। সেই তাকলীদে শাখসীর উপর বিদ্বানগণের ইজমা হয়েছে। আর ইজমা মান্য করা ওয়াজিব হওয়া কুরআন ও হাদীস হতে সপ্রমাণ হয়েছে। কাজেই চার ইমামের মধ্যে একজন ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং কুরআন হাদীসের হুকুম

হলো, হইা বিদয়াত হতে পারে না। ইহাকে যে বিদয়াত বলে, সেই ব্যক্তি শঠ প্রবঞ্চক এতে সন্দেহ কি আছে?

মাযহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ ১৩ শতাব্দীর পরে জগতে নতুন আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের ফতোয়া ও মত যে আসমানী ওহী বা অকাট্য সত্য এর প্রমাণ কুরআন হাদীস বা ইজমাতে আছে কি? যদি শক্তি থাকে তবে এরূপ দাবির প্রমাণ পেশ করুন। নচেৎ তাদের ফতোয়া ও মত পাহাড় সমান বিদয়াত হবে কি না?

মাযহাব বিদ্বেষীগণ কারীগণের নিরুপিত নিয়ম অনুযায়ী আরবী অক্ষরের উচ্চারণ করে থাকেন। ইহা কুরআনে নেই, হাদীসেও নেই। ইহা কারীগণের নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি। এইরূপ নিয়মের অনুসরণ করে এরা বিদয়াতী হবেন কি না?

'ইনসাফ' কিতাবের ৭০ পৃষ্ঠায় আছে যে, প্রাচীন আরবগণ নাহু ও আরবী অভিধান শিক্ষা করতেন না। কেননা এতো অনেক পরের নবাবিষ্কৃত মত। মাযহাব বিদ্বেষীগণ এরূপ নাহু ও অভিধানের অনুসরণ করে থাকে; যার প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই, এ জন্য তারা মহা বিদয়াতী হবেন কি না?

ফতহুল বারীর ১৩তম খণ্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাদীস ও তাফসীর সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা নব সৃষ্ট।

ইনসাফের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, কিতাব লেখা নতুন কাজ।

মুহাদ্দিসগণ প্রথমেই কুরআন শরীফের তাফসীর ও হাদীসের কিতাব লিখে এবং মাযহাব বিদ্বেষীগণ উক্ত কিতাবগুলো ছাপিয়ে এবং পড়ে বিদয়াতী হবেন কিনা?

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের যে যেরূপ শর্ত প্রকাশ করেছেন সহীহ, হাসান, যইফ, মারফু, মাওকুফ, মাশহুর, আযীয, গরীব, মুয়াল্লাল, মুদরাজ, মুআনআন ইত্যাদি নামকরণ করেছেন। এসবের নাম গন্ধও কুরআন হাদীসে নেই। সাহাবাগণের যামানায়ও ছিল না। ইহা একেবারে নতুন কাজ, ইহা কত বড় বিদয়াত হবে? এসব মাযহাব বিদ্বেষীগণ মান্য করে কত বড় বিদয়াতী হবেন?

কেবল ছয় খণ্ড কিতাবকে সিহাহ সিত্তা বা সহীহ কিতাব বলা, তৎসমূদয়ের হাদীস থাকাবস্থায় অন্যান্য কিতাবগুলোর হাদীসকে অগ্রাহ্য করা, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসকে অগ্রাহ্য ধারণা করা, সিহাহ লেখকগণের বা কাজী শাওকানী, ইবনে হাযম, নবাব সিদ্দিক হাসান প্রমূখ নেতাগণের মতকে অকাট্য সত্য জানা একেবারে নতুন কাজ। ইহা কত বড় বিদয়াত মত হবে? আহলে হাদীস বা মোহাম্মদী মাযহাব নাম ধারণ করা একেবারে নবাবিষ্কৃত মত। যদি কুরআন ও হাদীসে নাম রাখার প্রমাণ থাকে তবে পেশ করুন, নচেৎ তা কত বড় বিদয়াত হবে?

আহলে হাদীসদের একটি অবান্তর হাস্যকর প্রশ্ন

মৌলবী আবদুন্নুর সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে বললেন যে, সুয়ালের অর্থ জিজ্ঞাসা করা। জিজ্ঞাসা করলে তাকলীদ করা হয় না। চাকর, স্ত্রী ও পুত্রকে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, যদি জিজ্ঞাসাতে তাকলীদ হয়, তবে তাদের তাকলীদ করা হয়ে যেত। আহলে জিকরের অর্থ সাহিবে কুরআন হলে, কুরআন হতে মাসয়ালা প্রকাশ করলে, কিরূপে তাকলীদ সাব্যস্ত হবে?

কেননা তাকলীদের অর্থ বিনা দলীলে কারো কথা মান্য করা। আর আয়াতে আছে যে, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ "অনন্তর যদি না জান, তবে আহলে জিকরের নিকট দলীল প্রমাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর।"

মৌলবী বাবর আলী সাহেব বললেন: তাকলীদকারীগণ আহলে জিকর হতে তাকলীদ প্রমাণ করছেন, কিন্তু তাকলীদ ৪০০ শত বছর পরে সৃষ্টি হয়েছে, তবে কি এর পূর্বেকার লোকেরা সকলেই গোমরাহ ছিলেন? এবং উক্ত লোকের ৪০০ শত বছর পরের লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করবেন? যে তাকলীদ না করে সে মুমিন নয়- তার মানে হল যে, ৪০০ শত বছর পরে চার ইমাম হবেন তাঁদের কথা মান, নচেৎ মুমিন হবে না।

কুরআনে জিজ্ঞাসা করার কথা আছে, তাতে যদি তাকলীদ হয়, তবে বিবি, ছেলে সকলের তাকলীদ করতে হবে। জিজ্ঞাসা করলে চার ইমামের তাকলীদ সাব্যস্ত হয় না।

তাকলীদের প্রকৃত অর্থ

মাওলানা মুলতানী: মৌলবী আবদুন্নুর সাহেব তাকলীদ শব্দের অর্থ ভুল বুঝিয়েছেন। তাকলীদ শব্দের অর্থ দলীল অবগত না হয়ে কারো কথা মেনে নেয়া, এর দ্বারা বুঝা যায় না যে, উক্ত কথার কোন দলীল নেই।

যেরূপ হযরত নবী সা. আবু বকর সিদ্দীক রা. কে বলেছেন যে, আবু বকর, তুমি আমার উপর ঈমান আন হযরত আবু বকর একটু গৌণ করে বললেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ

এ স্থানে তিনি হযরতের নিকট কোন দলীল তলব করেন নি, এটাকেই তাকলীদ বলা হয়ে থাকে। এখন কি বলা যাবে যে, হযরতের নিকট কোন দলীল ছিল না। ইমামগণের ক্ষেত্রেও তাকলীদের এরূপ অর্থ বুঝতে হবে।

মুসাল্লামের কথার অর্থ এই যে, মুকাল্লিদ কোন দলীল না জেনে মুজতাহিদের কথা মেনে নেয়, এটাই তাকলীদ। মুজতাহিদের কথা হয় স্পষ্ট কুরআন হাদীস হতে, না হয় কুরআন হাদীসের অস্পষ্টাংশ ইজমা ও কিয়াস হতে গৃহীত হয়েছে। ইজমা ও কিয়াস শরীয়তের দলীল, কাজেই মুজতাহিদের প্রত্যেক কথা দলীল সঙ্গত, এক্ষেত্রে বিনা দলীলের কথা কিরূপে মান্য করা হলো?

মেশকাতের ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত সা. বলেছেন যে,

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ و بَطْنٌ

"কুরআন সাত কিরাতে নাযিল করা হয়েছে, প্রত্যেক আয়াতের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম আছে।" (শরহুস্ সুন্নাহ)

মুজতাহিদগণ অস্পষ্ট মর্মগুলো প্রকাশ করে থাকেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এর মর্ম অবগত হওয়া সুকঠিন। কাজেই তারা তার দলীল না বুঝে মান্য করে (তাকলীদ) থাকেন, কিন্তু মুজতাহিদগণের কথার দলীল অবশ্যই কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বা অস্পষ্টাংশ।

উক্ত মুজতাহিদগণ কয়েক প্রকার হয়ে থাকেন। যথা,

১. মুজতাহিদে মুস্তাকিল।
২. মুজতাহিদে মুন্তাছিব।
৩. মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব।
৪. সহিবে তাখরিজ।

নব্য আলেমদের মধ্যে ইজতিহাদের শর্ত নেই, হাদীস থেকে প্রমাণ

বর্তমানে মুজতাহিদ পাওয়া যেতে পারে না। কেননা, 'ইকদুল জীদ' কিতাবের ৭ পৃষ্ঠায় মুজতাহিদের পাঁচটি শর্ত লিখিত আছে, যা আধুনিক আলেমগণের মধ্যে নেই। মেশকাতের ৩২ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ "যে ব্যক্তি তাবেদারি [অনুসরণ] করতে চায়, সে যেন উক্ত ব্যক্তির তাবেদারি করে যে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েছে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফাসাদ হতে নিরাপদ নয়।"

এতে বেশ বুঝা যায় যে, বর্তমানকালের লোকের তাবেদারি করা নিরাপদ নয়। মেশকাতের ৫৭৮ পৃষ্ঠায় আছে হযরত বলেছেন,

تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

"তোমরা ইবনে মাসউদের মতকে দৃঢ় রূপে ধারণ কর।" হানাফী মাযহাব উক্ত সাহাবার মত হতে গৃহীত হয়েছে।

আহলে হাদীসদের হাস্যকর প্রশ্নের জবাব

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব উঠে বলতে লাগলেন যে, কুরআন শরীফে فَاسْأَلُوا আয়াতে যে জিজ্ঞাসা করার কথা আছে, তা কোন পার্থিব বিষয়ের জিজ্ঞাসা করার কথা নয় যে, চাকর, বিবি ও পুত্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার তাকলীদ করা হবে বরং ধর্মসংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছে। আর দ্বীনি মাসয়ালা আমল করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। যদি নামায, রোযা, ঈমান ইত্যাদির মাসয়ালা আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তার উপর আমল না করে তবে সে শয়তান বলে গণ্য হবে, তার প্রমাণ কুরআন শরীফের এই আয়াত,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

"যে ব্যক্তি তাওরাত কণ্ঠস্থ করেছে, অতঃপর এর প্রতি আমল করল না, সে কিতাবরাশি বাহনকারী গর্দভের [গাধার] ন্যায়।"

এখন আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, আহলে হাদীস দলভূক্ত লোক তাঁদের মৌলবীগণের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সেই ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য হবেন কিনা?

মূলকথা, জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে আমল করার জন্য এবং একেই তাকলীদ বা তাবেদারি করা বলে। এই জন্য প্রাচীন তাফসীরকারকগণ উক্ত আয়াত হতে তাকলীদ করা সাব্যস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কথা মান্য করতে হবে, না কি এই নব্য দলের মত মান্য করতে হবে?

বিপক্ষ মৌলবী সাহেব তাকলীদের অর্থ ভুল বুঝিয়েছেন। দলীল অবগত না হয়ে কোন কথাকে মান্য করার নাম তাকলীদ; যেরূপ এই আহলে হাদীস দলের আম লোকেরা নিজ দলের আলেমগণের কথা মান্য করে থাকেন। কিন্তু তারা কি এর দলীল অবগত হয়ে থাকে? নামায, রোযা ঈমান প্রমূখ ধর্মসম্বন্ধনীয় জিজ্ঞাসিত বিষয়ের দলীল কি তারা আলেমগণের নিকট থেকে জেনে থাকেন? সাধারণ লোকেরাতো ঐ সমস্ত বিষয়ের দলীল বুঝতে পারবে না।

বুখারী ও মুসলিমের তাকলীদ শিরক না হলে ইমামগণের তাকলীদ শিরক হবে কেন?

ইমাম বুখারী, মুসলিম যে হাদীসকে সহীহ, যইফ বা যে রাবীকে যোগ্য বা অযোগ্য বলেছেন, এটি তাঁদের মনোক্তি মত- এর দলীলতো কুরআন, হাদীসে নেই। এই দলভুক্ত লোক বিনা দলীলে তাই মান্য করে থাকেন, এটাইতো আসল তাকলীদ। আবার তারা বলছেন, তাকলীদ করা শিরক না বিদয়াত না কি হবে। মুসাল্লামুস সুবুতের ৬২৪ পৃষ্ঠায় আছে,

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة متعلق بالعمل والمراد بالحجة من الحجج الاربع والا فقول المجتهد دليله وحجته.

"তাকলীদের অর্থ অন্যের কথা বিনা দলীলে অর্থাৎ দলীল না জেনে আমল করা। দলীলের অর্থ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এই চার দলীলের মধ্যে যে কোন একটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুজতাহিদের কথাই তার দলীল ও প্রমাণ।"

উপরোক্ত কথার মূলমর্ম এই যে, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস না জেনে কোন মুজতাহিদের কথা মান্য করাকেই তাকলীদ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আম লোকের জন্য মুজতাহিদের কথাই তার পক্ষে দলীল। একেই দলীল অবগত না হয়ে আমল করা বলে। কিন্তু কথাটি বিনা দলীলের নয়, কেননা মুজতাহিদগণ চার দলীল হতে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তবে কিরূপে মুজতাহিদের কথা বিনা দলীলের হবে? আর মুজতাহিদের কথা মান্য করাই কুরআন হাদীসের হুকুম।[৫]

---

[৫]. গায়াতুল আমানী ১ম খণ্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় আছে,

وأهل العلم ذكروا أن التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله

"আলেমগন বলেছেন, দলীল অবগত না হয়ে অন্যের (মুজতাহিদের) কথা মান্য করাকে তাকলীদ বলে।"

আহলে হাদীসদের কিতাবসমূহ থেকে তাকলীদের প্রমাণ

আহলে হাদীস দলের নেতা নওয়াব ছিদ্দীক হাছান সাহেব তাফসীরে ফতহুল বায়ানের ৫ম খন্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

هذا هو التقليد ولهذا رسموه بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة

"বিদ্বানগণ তাকলীদের অর্থ এইরূপ প্রকাশ করেছেন যে, অন্যের কথা কোন দলীল তলব খোজা না করে মান্য করা।"

মৌলবী আব্দুন্নুর সাহেব উক্ত আয়াতের ভ্রাত্মক অর্থ প্রকাশ করে বলেছেন যে, তোমরা আহলে জিকরকে দলীল ও কিতাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ সমস্ত তাফসীরে এইরূপ লিখিত আছে যে, "উক্ত রসুলগণ দলীল ও কিতাবসহ প্রেরিত হয়েছিলেন, কিংবা তাদের নিকট দলীল ও কিতাব ওহী করা হতো, কিংবা দলীল ও কিতাবের অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা কর।"

এমন কি ঐ দলের নেতা নবাব সিদ্দিক হাছান সাহেবের তাফসীর ফতহুল বায়ানের ৫ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে। এস্থলে প্রতিপক্ষ মৌলবীর ধোঁকা প্রকাশ হয়ে গেল।

তাফসীর থেকে পুনরায় তাকলীদের দলীল পেশ

পুনরায় আমি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন আলেমগণের মত উদ্ধৃত করছি। যথা-

---

উক্ত দলের মৌলবী সুলতান আহমদ সাহেব 'তাজকিরুল ইখওয়ানের' ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে,

تقلید کے معنی یہ ہیں کہ دلیل دریافت کئے بغیر کسی کے حکم کو مان لینا۔

"তাকলীদের অর্থ এই যে, দলীল জিজ্ঞাসা না করে কারো হুকুম মান্য করা।"

মাযহাব বিদ্বেষী নেতাগণের কথায় স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, মৌলবী আব্দুন্নুর প্রমূখ ধোঁকা দিয়ে তাকলীদের অর্থ বিপরীত বুঝিয়ে চতুরতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।

মুসাল্লামের টীকা ৬২৬ পৃষ্ঠায় আছে,

المجتهدون من الصحابة وغيرهم من التابعين كانوا يفتون من غير ابداء المستند ويتبعون من غير نكير علماء كانوا او عوام وشاع ذالك وذاع حتى تواتر

"মুজতাহিদ সাহাবা ও তাবেয়ীগণ দলীল প্রকাশ না করে ফাতোয়া দিতেন এবং কি বিদ্বানগণ, কি নিরক্ষরগণ বিনা ইনকারে মান্য করে নিতেন। ইহা এরূপ প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত হয়েছে যে, অসংখ্য লোক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।"

এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, দলীল অবগত না হয়ে কোন ইমাম মুজতাহিদের কথা মান্য করাকে যে তাকলীদ বলে তা জায়েয এবং এটা গ্রহণীয় হওয়ার উপর সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজমা হয়েছে।

৬ নং দলীল: এই দেখুন, তাফসীরে বায়যাবী এর প্রণেতা কাজী ইমাম নাসির উদ্দীন বায়যাবী সাহেব (মৃ. ৬৮২ হিজরীতে) তিনি উক্ত তাফসীরের ৩য় খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে,

وفي الآية دليل على وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لايعلم

"উপরোক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞাত বিষয়ে বিদ্বানগণের শরণাপন্ন হওয়া ওয়াজিব।"

৭ নং দলীল: উক্ত তাফসীরের ১ম খণ্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় আরও রয়েছে,

وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي

"মুজতাহিদ শরীয়তের দলীলের নজিরে কিয়াসী মাসয়ালা প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করা অকাট্য ওয়াজিব (ফরয)।"

৮ নং দলীল: ২০৯ ও ২১০ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন,

وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام، فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله.

"দ্বীন সম্বন্ধে অন্যের অনুসরণ করা যদি কোন দলীলে তার সত্যপরায়ণতা বুঝা যায় যেরূপ পয়গম্বরগণ ও (শরীয়তের) আহকামের মুজতাহিদগণ, তবে তা প্রকৃতপক্ষে তাকলীদ নয় বরং উক্ত কুরআনের অনুসরণ করা হবে যা খোদা তায়ালা নাযিল করেছেন।"

৯ নং দলীল: আবার এই দেখুন তাফসীরে কাবীরের লেখক ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, যিনি ৬০৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই জগদ্বিখ্যাত আলেম স্বীয় তাফসীরের ৫ম খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে,

اختلف النَّاسُ في أنَّهُ هلْ يَجوزُ لِلْمُجتَهِدِ تقْليدُ الْمُجتَهِدِ؟ مِنْهُمْ مَنْ حكم بِالْجوازِ فقال: لَمَّا لَمْ يكُنْ أحدُ الْمُجتَهِدينَ عالِمًا وجب عليْهِ الرُّجُوعُ إلَى الْمُجتَهِدِ الْآخرِ الَّذي يكون عالما لقوله تعالى: فَسْئلُوا أهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا تعْلَمُونَ

"একজন মুজতাহিদের পক্ষে অন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা জায়েয হবে কিনা এ বিষয়ে লোকের মাঝে (বিদ্বানগণের) মতভেদ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একদল তা জায়েয হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। যদি একজন মুজতাহিদ (কোন বিষয়) অবগত না হন, তবে তাঁর পক্ষে অন্য যে মুজতাহিদ (তা) অবগত

হয়েছেন, তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব হবে। কেননা খোদা তায়ালা বলেছেন, 'যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকরের নিকট জিজ্ঞাসা কর।"

১০ নং দলীল: এই দেখুন, তাফসীরে 'নায়সাপুরী', এর প্রণেতা আল্লামা নিজামুদ্দীন নায়সাপুরী, উপরোক্ত প্রণেতার সমসাময়িক। তিনি স্বীয় তাফসীরের ১৪তম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে,

قوله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قال بعض الأصوليين: فيه دليل على أنه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فيما يشتبه عليه.

"কতেক উসুল তত্ত্ববিদ বিদ্বান বলেছেন, উক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে একজন মুজতাহিদ বিদ্বান অন্য মুজতাহিদের মতালম্বন করতে পারেন।"

১১ নং দলীল: এই দেখুন, হাফিজুল হাদীস ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর কুরায়শী দামেশকী সাহেবের প্রণীত তাফসীর ইবনে কাসীর। ইনি ৭৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন, সেই ভূবন বিখ্যাত আলেম তাঁর বিরাট তাফসীরের ৩য় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَقَالَ تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي، فَهَذِهِ أَوَامِرُ بِطَاعَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ،

"আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বিদ্বান ও তাপসগণ কেন তাদেরকে [সাধারণ মানুষকে] তাদের গোনাহসূচক কথা ও হারাম ভক্ষণ হতে নিষেধ করলেন না। আরও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অনন্তর যদি তোমরা অজ্ঞাত হও, তবে আহলে জিকরকে জিজ্ঞাসা কর।

হযরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক হযরত রসুলে খোদা সা. এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ হওয়া বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। হাদীসটি এই যে, "যে [ব্যক্তি আমর আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে

আমার আদেশ লঙ্ঘন করল সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করল।] ব্যক্তি আমার আমীরের আদেশ পালন করল, নিশ্চয়ই সে আমার আদেশ পালন করল, আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আদেশ লঙ্ঘন করল, নিশ্চয়ই সে আমার আদেশ লঙ্ঘন করল।" এই আয়াত ও হাদীসগুলোতে আলেম ও আমীরগণের তাবেদারি করার হুকুম হয়েছে।

১২ নং দলীল: উক্ত তাফসীরের ৫ম খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় আছে,

وَكَذَا قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَهْلُ الذِّكْرِ، صَحِيحٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَعْلَمُ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ.

"এইরূপ (ইমাম) আবু জা'ফর বাকের বলেছেন, আমরাও আহলে জিকর। তাঁর কথার মর্ম এই যে, নিশ্চয়ই এই উম্মত আহলে জিকর; এটাও ঠিক। কেননা এই উম্মত সমস্ত প্রাচীন উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান।"

১৩ নং দলীল: তাফসীরে রুহুল মায়ানীর ৪র্থ খণ্ডের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় আরও রয়েছে,

وأنا أقول يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل القرآن وإن قال أبو حيان ما قال وقال الرماني والزجاج، والأزهري: المراد بأهل الذكر علماء أخبار الأمم السالفة كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم بذلك

"আবু হাইয়ান তাফসীরে বাহরে মুহিতে লিখেছেন যে, আবু জাফর ও ইবনে যায়েদ কুরআন তত্ত্ববিদকে আহলে জিকর বলেছেন। এ সূত্রে মুসলমানগণও আহলে জিকর হবেন। এটা যইফ [দুর্বল] মত। কিন্তু আমি এর প্রতিবাদে বলি যে কুরআন তত্ত্ববিদগণও আহলে জিকর হতে পারেন। রুম্মানী, যাজ্জাজ ও আজহারী বলেছেন যে, যারা প্রাচীন উম্মতের ইতিহাস তত্ত্ববিদ হবেন, তারা যে কোন সম্প্রদায়ের হবেন, আহলে জিকর হবেন। আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা প্রাচীন ইতিহাস তত্ত্ববিদগণের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবগত করাবেন।"

১৪ নং দলীল: অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তাফসীর ইবনে জারীরের [তাবারীর] ১৪ তম খণ্ডের ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায়, এর প্রণেতা বিশ্ব বশ্রুত মহাপণ্ডিত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ তাবারী (মৃ. ৩০০ হিজরী) সাহেব লিখেছেন,

عن أبي جعفر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قال: نحن أهل الذكر قال ابن زيد الذكر: القرآن، وقرأ إِنَّا نَحْنُ نزلْنا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ وقرأ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ

(নবী বংশধর হযরত ইমাম) আবু জাফর উক্ত সূরা নাহলের আয়াতের ব্যাখায় বলেছেন, আমরাও আহলে জিকর।

(ইমাম) ইবনে যায়েদ বলেছেন, জিকরের অর্থ কুরআন। এবং (এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি দুইটি আয়াত) পাঠ করলেন,

১. নিশ্চয়ই আমি জিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং অবশ্য অবশ্য আমি এর রক্ষক।

২. নিশ্চয়ই যারা জিকরকে (কুরআনকে) অবিশ্বাস করেছে যে সময় উক্ত কুরআন তাদের নিকট এসেছিল...।"

১৫ নং দলীল: মহাপণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. যিনি হিজরী ৯১১ সনে ইন্তেকাল করেছেন, তিনি তার প্রসিদ্ধ ও বিরাট তাফসীর দুররে মানছুরের ৪র্থ খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কি লিখেছেন শ্রবণ করুন,

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم أَن الرجل لَيُصَلِّي ويصوم ويحج ويعتمر وَأَنه لمنافق قيل: يَا رَسُول الله بِمَاذَا دخل عَلَيْهِ النِّفَاق قَالَ: يطعن على إِمَامه وإمامه من قَالَ الله فِي كِتَابه: فاسألوا أهل الذّكر أَن كُنتُم لَا تعلمُونَ وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله: لَا يَنْبَغِي للْعَالم أَن يسكت عَن علمه وَلَا يَنْبَغِي للجاهل أَن يسكت عَن جَهله وَقد قَالَ الله فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنتُم لَا تعلمُونَ.

"হযরত সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি নামায পড়ে থাকে, রোযা, হজ্জ ও ওমরা করে থাকে, এটি সত্ত্বেও নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুনাফিক। কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে তার মধ্যে মুনাফেকী প্রবেশ করল? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি যে নিজ ইমামের উপর দোষারোপ করে থাকে এবং তার ইমাম এমন ব্যক্তি যার সম্বন্ধে খোদা তায়ালা আপন কিতাবে বলেছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকর (ইমাম মুজতাহিদ) কে জিজ্ঞাসা কর।"

ইবনে মারদুইয়া হযরত জাবের রা. হতে রেওয়ায়েত [বর্ণনা] করেছেন যে, হযরত নবী সা. বলেছেন, আলেম ব্যক্তিকে তার ইলম নিয়ে এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকে তার মূর্খতাসহ মৌনাবলম্বন করে থাকা অনুচিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যদি তোমরা না জান তবে আহলে জিকর (মুজতাহিদ আলেম) কে জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রাতৃগন, এই স্থলে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ সা. আহলে জিকর অর্থে আলেম মুজতাহিদ নির্দেশ করেছেন।

১৬ নং দলীল: আবার এই দেখুন তাফসীরে সিরাজুল মুনিরের প্রণেতা খতিব মুহাম্মাদ শারবীনী ৯৬৮ হিজরীতে এই তাফসীর প্রণয়ন শেষ করেন। তিনি এর ২য় খণ্ডের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় ঐ সম্বন্ধে কি লিখেছেন তা শুনুন,

وقيل المراد با الذكر القران أي فاسئلوا المؤمنين المكالمين من أهل القران إن كنتم لا تعلمون أي لا اهلية لكم فى اقتناص علم بل كنتم أهل تقليد محض وتبع صرف.

"কতেক বিদ্বান বলেছেন, জিকরের অর্থ কুরআন অর্থাৎ যদি তোমরা বিদ্যা অর্জনে সক্ষম না হও বরং বিশুদ্ধ তাকলীদ ও অনুসরণকারী হও, তবে ঈমানদার কুরআন তত্ত্ববিদ আলেমগণকে জিজ্ঞাসা কর।"

১৭নং দলীল: মহামান্য ইমাম আলাউদ্দীন বাগদাদী সাহেব ৭২৫ হিজরীতে খাজেন নামক যে বিখ্যাত তাফসীর রচনা শেষ করেন, এর ৪র্থ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায়,

১৮ নং দলীল: এবং ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বাগাভী যার মৃত্যু ৫১৬ হিজরীতে, তিনি প্রসিদ্ধ তাফসীর মায়ালিমুত তানযীলের [তাফসীরে বাগাভীর] ৪র্থ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায়,

১৯ নং দলীল: এবং শেখ মোহাম্মদ নুবী তাফসীরে মুনীরের ১ম খণ্ডের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় আহলে জিকরের উপরোক্ত মর্ম স্বীকার করেছেন।

আহলে হাদীসদের কিতাব থেকে আহলে জিকিরের ব্যখ্যা:

২০ নং দলীল: এমন কি ঐ দলের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাসান সাহেব নিজ তাফসীর ফতহুল বায়ানের ৫ম খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় 'আহলে জিকর' শব্দের অর্থ কুরআন ও হাদীস তত্ত্ববিদ বিদ্বান বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

২১ নং দলীল: উক্ত দলের মৌলবী সুলতান আহমদ সাহেব 'তাজকীরুল ইখওয়ান' কিতাবের ১৮৬ পৃষ্ঠায় 'আহলে জিকর' শব্দের অর্থ ইমাম মুজতাহিদ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১]

---

[১]. আরও মুসাল্লামের টীকা, ৬৬২ পৃষ্ঠায় আছে,

غير المجتهد المطلق ولو عالما يلزمه التقليد (الى) واستدل على المختار بقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যে ব্যক্তি আলেম হন কিন্তু মুজতাহিদে মুতলাক নন, তার পক্ষে (মুজতাহিদে মুতলাকের) তাবেদারী করা লাযেম (ওয়াজিব)।"

এই মনোনীত মতের প্রমাণ এই আয়াত, "যদি তোমরা অজ্ঞাত হও, তবে আহলে জিকরকে (মুজতাহিদে মুতলাককে) জিজ্ঞাসা কর।"

তাওযীহ কিতাবের ৩০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে,

وان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلم الحكم المذكور يجب عليهم السوال من اهل العلم والاجتهاد لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আর যদি আদেশদাতাগণ ইজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন বিদ্বান না হন এবং উক্ত আদেশটি অজ্ঞাত থাকেন, তবে তাদের পক্ষে ইজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব। যেমন কুরআন শরীফে আছে, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

'ইকদুল ফরীদ' নামক কিতাবে আল্লামা সৈয়দ ছামহুদী সাহেব লিখেছেন যে,

دليل وجوب التقليد غير المجتهد مجتهدا قوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নয়, তার পক্ষে কোন ইজতিহাদ শক্তিশালী আলেমের মাযহাব অবলম্বন করা ওয়াজিব, ইহার প্রমাণ ঐ আয়াত।"

'আল কওলুস সাদীদ' কিতাবে শেখ ইবনুল মোল্লা ফররুখ মাক্কি সাহেব লিখেছেন,

ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف به ممن هو من أهل النظر والاجتهاد والعدالة وسقط عن العاجز تكليفه بالبحث والنظر لعجزه بقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله عز من قائل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وهي الأصل في اعتماد التقليد كما أشار إليه المحقق الكمال ابن الهمام في التحرير

"যে ব্যক্তির (ইজতিহাদের) শক্তি নেই, তার প্রতি এরূপ ব্যক্তির আদেশ মান্য করা ওয়াজিব যিনি তাকে উক্ত বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন, যা তার প্রতি ওয়াজিব ছিল। আর তিনি সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ, ইজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ হবেন। যে ব্যক্তি (ইজতেহাদ করতে) অক্ষম হন, তার পক্ষে দলীলের তত্ত্বানুসন্ধান ওয়াজিব নয়। কেননা খোদা তায়ালা বলেছেন, 'খোদা তায়ালা কোন জীবের উপর তার সাধ্যাতীত হুকুম করেন না।' এবং আরও আছে, অনন্তর যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জিকরকে জিজ্ঞাসা কর। তাকলীদের প্রতি আস্থা স্থাপন করার পক্ষে এই আয়াতটিই মূল দলীল, যেরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ ইবনে হুমাম ইঙ্গিত করেছেন।"

আল্লামা ছা'য়াতি 'নিহায়াতুল উসূল' কিতাবে বলেছেন,

المختار ان المحصل لعام معتبر اذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه التقليد لنا: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"উপযুক্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি যতক্ষণ ইজতিহাদের পদপ্রাপ্ত না হন, ততক্ষণ তার পক্ষে (ইমামের) মতালম্বন লাযেম (ওয়াজিব), আমাদের দলীল ঐ আয়াত।"

২২ নং দলীল: ইমাম আবু মনসুর র. 'তাবীলাত' [তাফসীরে মাতুরিদী] কিতাবে লিখেছেন,

فی بیان قوله تعالی: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هو الأمر بالسوال اي سلوا اهل الذكر وقلدواهم

"সূরা নাহলের আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এই আয়াতে জিজ্ঞাসা করার হুকুম হয়েছে, অর্থাৎ আহলে জিকরকে জিজ্ঞসা কর ও তাদের তাকলীদ (মতালম্বন) কর।"

২৩ নং দলীল: **আরো অন্যান্য কিতাব থেকে :** আরও মাওলানা আবদুল আলী বাহরুল উলুম 'মুসাল্লামুস সুবুতের' টীকার ৬২১ পৃষ্ঠায়, কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম 'ফতহুল কাদীরের' ৩য় খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠায় ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি 'ইকদুল জীদ' কিতাবের ৬৫-৭২ পৃষ্ঠায় এবং মাযহাব বিদ্বেষীদলের নেতা ইবনুল হাযম 'ফাছল ফিল মিলাল' কিতাবের ৪র্থ খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায় 'আহলে জিকরের' মর্ম ইমাম মুজতাহিদ বলে স্বীকার করেছেন।

যে সকল মুফাসসিরগণ তাকলীদ ওয়াজিব বলেছেন:

মূলকথা, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম ইসমাইল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর, আল্লামা শিহাবুদ্দীন মোহাম্মাদ

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, এবার আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, বিপক্ষ দলের দাবি কিরূপ অসার ও ভ্রমপূর্ণ।

সভাস্থ সকলেই নির্বাক ও নিস্পন্দ নয়নে মাওলানা রূহল আমিন সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ, রাশি রাশি কিতাব পাঠ ও তা হতে দলীল পেশ করা দেখে এবং আহলে হাদীস দলের মৌলবীগণের শুষ্ক মুখ ও কিতাবপত্র না দেখে মুখে মুখে জমা খরচ করা অবলোকন করে মাযহাবের সত্যতা উপলব্দি করতে লাগলেন।

আহলে হাদীসদের ভিত্তিহীন দাবি, ক্ষুদ্রদল নাজী ফিরকা

মৌলবী আব্দুন্নুর সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগলেন, মাওলানা যে হাদীস পেশ করেছেন, তাতে সাহাবাগণের পায়রবী করার কথা আছে, চার ইমামের পায়রবী করার কথা নেই, দাবি এক ও দলীল অন্য প্রকার।

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী র. ছাহেব তাঁর নিজের প্রণীত ‘গুণিয়াতুত তালেবীন’ কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, ‘বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে এক ফিরকা বেহেশতী, অবশিষ্ট সমস্তই দোযখী।” হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা.

আলূসী, আল্লামা আবুল ফিদা, ইসমাইল হাক্কী, ইমাম নাসিরুদ্দীন কাজী বায়যাবী, ইমাম আবু জাফর তবারী, ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বাগাবী, ইমাম আলাউদ্দীন বাগদাদী, ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী, আল্লামা আবদুল আলি বাহরুল উলুম, আল্লামা ছৈয়দ ছামহুদী, শেখ ইবনুল মোল্লা ফররুখ মাক্কী, আল্লামা ছায়াতি, ইমাম আবু মানসুর, মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী, মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী প্রমূখ প্রাচীন ও পরবর্তী মহা মহা আলেমগণ যখন উপরোক্ত আয়াত হতে ইমাম মুজতাহিদের তাকলীদ অর্থাৎ মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব, ফরয স্থির করেছেন। এইরূপ জগদ্বরেন্য মহাপণ্ডিতগণের ফয়সালা বা রায় থাকতে আধুনিক ভুঁইফোড় মৌলবীগণের কথা কিরূপে বিজ্ঞব্যক্তি গ্রাহ্য করতে পারেন। বিশেষতঃ যখন আহলে হাদীস দলের নেতা ইবনে হাযম, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ও সুলতান আহমদ সাহেবগণ ‘আহলে জিকরের’ অর্থ ইমাম মুজতাহিদ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন গণ্ডা কয়েক ‘গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল’ গোছের মৌলবীগণের বিপরীত ও ভ্রমাত্মক মত কিরূপে সত্য হবে কিংবা হিন্দু সন্তান গিরীশ বাবুর মত গ্রহণ করা যেতে পারে?

এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আরও হাদীসে আছে, তোমরা আমার সুন্নত ও সত্য পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ধারণ কর এবং দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর ও তোমরা নতুন কার্যাবলী হতে দূরে থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন কার্য বিদয়াত ও প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী।

কুরআন শরীফে আছে, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ "এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ (শোকর) গুজার"।

মৌলবী বাবর আলী সাহেব উঠে মৌলবী আবদুন্নুর সাহেবের কথিত ঐ বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করে বসলেন।

হানাফীদের পক্ষ থেকে তাদের দলীল খণ্ডন

মাওলানা মুলতানী সাহেব উঠে বলতে লাগলেন, মৌলবী সাহেব যে হাদীসটি পেশ করেছেন, এর রাবীগণের অবস্থা প্রকাশ করুন।

কুরআন শরীফের যে আয়াত পেশ করেছেন, তা হযরত দাউদ আ. এর সম্বন্ধে বলা হয়েছিল। আর যদি এর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে হযরত আদম আ. হতে শেষ যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত লোকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তা হযরত মোহাম্মদ সা. এর উম্মত সম্বন্ধে বলা হয় নি। উম্মতে মোহাম্মাদী সম্বন্ধে কুরআন শরীফের এই আয়াত আছে, যথা-

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"যদি তোমাদের উপর খোদা তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া নিপতিত না হতো, তবে অল্প সংখ্যক ব্যতীত শয়তানের অনুসরণ করত"।

অর্থাৎ খোদার রহমত হওয়াতে তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত শয়তানের অনুসরণ করে নাই।

এই আয়াতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, অধিকসংখ্যক উম্মতে মোহাম্মাদী খোদা তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ার গুণে শয়তানের তাবেদারি হতে বেঁচেছে এবং মাত্র অল্পসংখ্যক লোক শয়তানের অনুসরণ করেছে।[৭]

---

[৭]. মেশকাতের ৪৮৩ ও ৪৮৪ পৃষ্ঠায় আছে যে, খোদা তায়ালা (হযরত) আদম আ. কে বলবেন, তুমি দোযখের উপযুক্ত লোকদেরকে বের করে দাও, (হযরত) আদম আ.

হানাফীগণ কর্তৃক চার মাযহাব সত্য হওয়ার উপর ইজমার প্রমাণ উপস্থাপন

মাওলানা রূহল আমিন সাহেব তাহতাবি কিতাব হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং ১৫২ ও ১৫৩ পৃষ্ঠা খুলে তেজস্বরে পাঠ করতে লাগলেন,

قال بعض المفسرين المراد من حبل الله الجماعة والمراد من الجماعة عند اهل العلم اهل الفقه والعلم ومن فارقهم قدر شبر وقع فى الضلالة وخرج عن نصرة الله تعالى ودخل فى النار لان اهل الفقه والعلم هم المهتدون والمتمسكون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بعده ومن شذ شذ عن جمهور اهل الفقه والعلم والسواد الأعظم فقد شذ فيما يدخله فى النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله وحفظه وتوفيقه فى موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته فى مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجمعت اليوم فى مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجا عن هذه الأربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار.

বলবেন, কি পরিমাণ দোযখে লোক দিতে হবে? আল্লাহ তায়ালা বলবেন প্রত্যেক সহস্রে ৯৯৯ জন দোযখের লোক। সেই সময় শিশুবালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর হযরত বললেন, যে খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ আছে তার শপথ, আমি আশা করি যে, 'তোমরা বেহেশতবাসীগণের মধ্যে এক চতুর্থাংশ হবে। এতে সাহাবাগণ তাকবীর পড়ে উঠলেন। তারপর হযরত বললেন, আমি আশা করি, তোমরা বেহেশতবাসীগণের এক তৃতীয়াংশ হবে। এতে তাঁরা তাকবীর পড়লেন, অতঃপর হযরত বললেন, আমি আশা করি, তোমরা বেহেশতবাসীগণের অর্ধেকাংশ হবে। এতে তাঁরা তাকবীর পড়লেন। হযরত বললেন, তোমরা (দুনিয়ার) লোকের মধ্যে সেরূপ যেরূপ শ্বেতবর্ণ বৃষের চর্মে একটি কালোবর্ণ লোম কিংবা কালোবর্ণ বৃষের চর্মে একটি শ্বেতবর্ণ লোম। (বুখারী, মুসলিম)

তিরমিযী হতে মেশকাতের ৪৮৯ পৃষ্ঠায় আরও একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'বেহেশতবাসীগণ ১২০ সারি হবেন। তন্মধ্যে ৮০ সারি এই উম্মতের হবে এবং ৪০ সারি সমস্ত উম্মতের হবে।'

এতে প্রমাণিত হলো যে, উম্মতে মোহাম্মাদীর মধ্যে বৃহৎ দল বেহেশতী হবেন, নচেৎ অন্যান্য উম্মতের সমান বা দ্বিগুণ কিরূপে হবেন? আর জগতের সমস্ত লোকের হিসাবে অল্পই কৃতজ্ঞ মানব হবেন।

"কোন তাফসীরকারক বলেছেন, (কুরআনে উল্লিখিত) আল্লাহ তায়ালার রজ্জু অর্থ জামায়াত। জামায়াতের মর্ম আলেমগণের নিকট ফকীহ ও মুজতাহিদ সম্প্রদায়। যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান তাঁদের (পথ) ত্যাগ করল, সে গোমরাহীতে পতিত হলো এবং সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য হতে বের হয়ে যাবে ও দোযখে প্রবেশ করবে। কেননা ফকীহ ও মুজতাহিদ সম্প্রদায়ই সত্য পথের পথিক এবং রসূল সা. এর সুন্নত ও সত্যপরায়ণ খলীফাগণের সুন্নত অবলম্বনকারী ছিলেন। আর যে ব্যক্তি অধিকাংশ ফকীহ মুজতাহিদ এবং বড় জামায়াত হতে পৃথক হলো, নিশ্চয় সে ব্যক্তি এরূপ পথের পথিক হলো যে, যা তাকে দোযখে দাখিল করবে।

হে ঈমানদার সম্প্রদায়, তোমাদের পক্ষে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত নামীয় বেহেশতী ফিরকার অনুসরণ করা লাযেম [আবশ্যক]। কেননা তাঁদের মতাবলম্বন করলে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাওফিক (সৎকার্যে ক্ষমতা প্রদান) হবে। আর তাঁদের বিরুদ্ধগামী হলে, তাঁর উপর খোদা তায়ালার সাহায্যহীনতা, অসন্তোষ ও কোভ হবে।

এই বেহেশতী সম্প্রদায় বর্তমানকালে চার মাযহাবে একত্রিত হয়েছেন এবং তাঁরাই হানাফী, মালেকী, শাফিয়ী, ও হাম্বলী (খোদার অনুগ্রহ তাঁদের উপর হোক) নামে অভিহিত। বর্তমানকালে যে কেউ এই চার মাযহাব হতে পৃথক হবে সে বিদয়াতী দোযখীদের অন্তর্গত হবে।

এই দেখুন তাফসীরে মাযহারী, এই বিখ্যাত তাফসীরের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে শুনুন,

فان اهل السنة قد افترق بعد القرون الثلاثة او الاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب فى فروع المسائل سوى هذه الاربعة فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع أمتي على الضلالة وقال الله تعالى وَ.. يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

"নিশ্চয় সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ 'কুরুণের' (দুই আড়াই শতাব্দীর) পর চার মাযহাবে বিভক্ত হয়েছেন, এই চার মাযহাব ব্যতীত (অন্য কোন মাযহাবের) ফুরুয়াত মাসায়েল বাকী (সহি সনদে সুরক্ষিত) নেই।

যে কোন মত উক্ত চার মাযহাবের বিপরীত হয়, এর বাতিল হওয়ার প্রতি মিশ্রিত (মুরাক্কাব) ইজমা হয়েছে।

নিশ্চয় হযরত রসুলে খোদা সা. বলেছেন, 'আমার উম্মত গোমরাহীর (বাতিল মতের) উপর সমবেত হবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানদারগণের পথের বিরুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, সে দিকেই তাকে নিয়ে যাব এবং তাকে দোযখে পৌছাব।"

এটি 'তাফসীরে আহমাদী'। এর প্রণেতা আলমগীর বাদশাহের পরম গুরু মোল্লা জিউন সাহেব, এর ৫২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

وقد وقع الإجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربع فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم

"বিদ্বানগণের ইজমা হয়েছে যে, (বর্তমানকালে) কেবল চার ইমামের তাবেদারি (মাযহাবাবলম্বন) করা জায়েয হবে, সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধ মতধারী যে কোন মুজতাহিদ তাঁদের পরে প্রকাশিত হয়, তার মতাবলম্বন করা জায়েয হবে না।"

৫২৫ ও ৫২৬ পৃষ্ঠায় আরও আছে,

اذا التزم التبعية بجب عليه ان يدوم على مذهب التزمه ولا ينتقل الى مذهب اخر كما انه لا يجوز الانتقال من مذهب اخر كذالك لا يجوز ان يعمل فى مسئلة على مذهب وفى اخرى على اخر

"যখন কোন ব্যক্তি তাকলীদ করা লাযেম [আবশ্যক] করে নেয়, তখন তার পক্ষে যে মাযহাব সে লাযেম করে নিয়েছে সেই মাযহাবে সর্বদা থাকা এবং অন্য মাযহাবের দিকে ফিরে না যাওয়া ওয়াজিব। যেরূপ এক মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাবাবলম্বন করা জায়েয নয়, সেইরূপ এক মাসয়ালায় এক মাযহাবানুযায়ী আমল করা এবং অন্য মাসয়ালার অপর মাযহাবানুযায়ী আমল করা জায়েয নয়।"

ইবনুল হুমাম 'তাহরির' কিতাবে লিখেছেন,

انعقد الإجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للأئمة الاربعة

"চার ইমামের বিপরীত মাযহাব সমূহের প্রতি আমল নাজায়েয হওয়ার প্রতি ইজমা স্থির হয়েছে।"

আল্লামা ইবনে নুজাইম 'আলআশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের' কিতাবের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, من خالف الأئمة الاربعة فهو مخالف للإجماع

"যে কেউ চার ইমামের বিরুদ্ধ মত ধারণ করে, সে ব্যক্তি ইজমার বিরুদ্ধাচারণ করল।"

ইমাম গাযালী 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন' কিতাবের ২য় খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

بل على مقلد اتباع مقلده فى كل تفصيل فان مخالفة للمقلد متفق على كونه منكرا بين المحصلين.

"বরং তাকলীদকারীর উপর প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিষয়ে আপন ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কেননা তার নিজের ইমামের খেলাফ করা দূষিত কাজ, এর উপরে বিদ্বানগণের ইজমা হয়েছে।"

পবিত্র কুরআনের সূরা আনয়ামে আছে, إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ "উক্ত কা'বা গৃহের রক্ষকগণ পরহেজগারগণ ব্যতীত হবেন না।"

মেশকাতের ৩০ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত সা. বলেছেন যে, [৮]

ইজমা দলীল হওয়ার প্রমাণ

[৮]. খোদা তায়ালা কুরআন শরীফে ইজমা মান্য ফরয করেছেন। ইজমার অর্থ- হযরত মোহাম্মদ সা. এর উম্মতের মুজতাহিদগণের কোন সময়ের কোন এক শরীয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়। যথা- তাওযীহ ২৮৩ পৃ.।

তাফসীর আহমাদীর ৩১৬ ও ৩১৭ পৃ., তাফসীর বায়যাবীর ২য় খণ্ডের ১১৬ পৃ., তাফসীরে কাবীরের ৩য় খণ্ডের ৩২২ পৃ., তাফসীরে খাজেনের ১ম খণ্ডের ১৯৯পৃ., তাফসীরে নায়সাপুরীর ৫ম খণ্ডের ১৭৫ পৃ., তাফসীরে মাদারেকের ১ম খণ্ডের ১৯৭ ও তাফসীরে ইবনে কাসীরের ১ম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, বিদ্বানগণের ইজমা শরীয়তের একটি দলীল। তা মান্য করা ওয়াজিব এবং তার খেলাফ করা হারাম। তা কুরআন-হাদীসের তুল্য অকাট্য দলীল, কুরআনের সূরা নিসার আয়াতানুযায়ী ইজমা অমান্য করলে জাহান্নামী হতে হবে।

ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডের ১০৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মুজতাহিদগণের ইজমা মান্য করা ওয়াজিব।

إن الدين ليارز إلى الحجاز كما تارز الحية إلى جحرها

"যেরূপ সাপ তার গর্তে অবস্থিতি করে, সেইরূপ নিশ্চয় দ্বীন হেজাযে স্থিতি করবে।"

ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডের ১০৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মক্কা ও মদীনাবাসীগণ যে বিষয়ের উপর ইজমা করেন, তা মান্য করা ওয়াজিব। উক্ত মক্কা ও মদীনায় চার ইমামের মাযহাব বর্তমানে রয়েছে। কা'বা গৃহের কুঞ্চিকা [চাবি] যাদের হাতে আছে তাঁরাও মাযহাবাবলম্বী। কাজেই উক্ত মাযহাবগুলি কিছুতেই বাতিল হতে পারে না। এক্ষেত্রে মাযহাব বাতিল হওয়া সম্বন্ধে এই নব্যদলের দাবি কিরূপ ভ্রান্তমূলক, তা শ্রোতাবৃন্দ বিবেচনা করুন।

হাদীসে আছে, "যারা হযরত ও সাহাবাগণের তাবেদার, তাঁরাই নাজী ফিরকা।" তাবেয়ীগণ সাহাবাগণের তাবেদারি ও তাবা-তাবেয়ীগণ তাবেয়ীগণের তাবেদারি করেছেন। ইমাম আযম তাবেয়ী ও অবশিষ্ট তিন ইমাম তাবা-তাবেয়ী ছিলেন। কাজেই চার ইমাম কুরআন হাদীস ও সাহাবাগণের তাবেদারি করেছিলেন, আর চার মাযহাবাবলম্বীগণও হযরত, সাহাবাগণ এবং কুরআন হাদীসের তাবেদারি করছেন।

হযরত বলেছেন, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী এই তিন দলের যামানা ভাল, তৎপরে মিথ্যা প্রকাশ হবে। সেহেতু তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণ যে মাযহাব স্থির করেছেন, তাই গ্রহণযোগ্য এবং তা অকাট্য দলীলে সত্য।

আহলে হাদীস কর্তৃক হানাফীগণকে মুরজিয়া বলে মিথ্যা অপবাদ

মৌলবী আবদুন্নুর সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে 'গুনিয়াতুত তালেবীন' কিতাবখানি পাঠ করে বলতে লাগলেন যে, এই দেখুন আপনাদের মাথার মণি বড়পীর তার কিতাবে কি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন মুরজিয়া নামক ভ্রান্ত দল বারো দলে বিভক্ত হয়েছে, তন্মধ্যে একদল হানাফী।

আহলে হাদীস মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেবও কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ টীকার ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইজমা অমান্যকারী জাহান্নামী হবে।

এবার দেখুন হানাফীগণের মানিত পীরের কথায় তারা মুরজিয়া হলেন।

মৌলবী বাবর আলী সাহেব উঠে উক্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ শুনিয়ে দিলেন। এর পর আটটা বেজে যাওয়ায় সভাপতির আদেশে সভা বন্ধ করার কথা উঠল। হানাফী আলেমগণ আর কিছু সময় চাইলেন, যেন তারা উক্ত অপবাদের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু আহলে হাদীস মৌলবীগণের অনুনয় এবং ওজর আপত্তির জন্য সেদিনকার মতো সভা শেষ হলো এবং স্থির হলো যে, আগামীকাল প্রাতে ৭টা হতে ১০টা পর্যন্ত পুনরায় সভা হবে। সঙ্গে সঙ্গে আহলে হাদীস আলেমগণ নিজেদের বাসা গুড়িগুড়িপোতায় চলে গেলেন। হানাফী আলেমগণ আরও কিছু সময় ওয়াজ-নসীহত করে এশার নামায আদায়ান্তে সভাক্ষেত্র হতে গাত্রোত্থান করলেন।

দ্বিতীয় দিবস

২৪ শে কার্তিক শুক্রবার ৭টার পূর্বে হানাফী মাওলানাগণ কিতাব পত্রসহ স্ব-স্ব স্থানে উপবেশন করে বিপক্ষ দলের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আটটার পর আহলে হাদীস মৌলবীগণ সভায় এসে উপস্থিত হলেন। এই দিনে পূর্ব সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু সর্বসম্মতিক্রমে চণ্ডিতলা থানার সাবইন্সপেক্টর সাহেবকে সভাপতি ও হাজী এলাহি বখশ সাহেব এবং নবাব আবদুর রহমান মল্লিক সাবেবদ্বয়কে সহকারী সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অদ্য বক্তৃতার সময় প্রত্যেক পক্ষে ২০ মিনিট করে স্থির করা হলে ৮টা ৪০ মিনিটের সময় মুলতানী মাওলানা দণ্ডায়মান হয়ে গত রাত্রের উপস্থাপিত প্রশ্নের অকাট্য উত্তর দিতে লাগলেন। কুরআন শরীফে আছে, إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ অর্থাৎ কাবাগৃহের রক্ষকগণ পরহেজগার ব্যতীত হবেন না। যদি প্রতিপক্ষগণ কুরআন শরীফের এই আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তবে চার মাযহাবকে সত্য পথের পথিক বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন।

কুরআনে সূরা নিসায় আছে,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে ব্যক্তি তার পক্ষে সত্যপথ প্রকাশিত হওয়ার পরেও রসুলের খেলাফ করে এবং ঈমানদারগণের পথের [ইজমার] বিপরীত পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে উক্ত পথে নিয়ে যাব যা সে পছন্দ করেছে এবং তাকে অতি নিকৃষ্ট স্থান দোযখে পৌছাব।"

হাদীসে আছে, মেশকাত ৩০ পৃষ্ঠায় আছে,

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَم فإنه من شذ شذ فى النار

"তোমরা বড় জামায়াতের অনুসরণ কর, কেননা যে ব্যক্তি (উক্ত বড় জামায়াত হতে) পৃথক হয়, সে দোযখে পতিত হবে।

আরও উক্ত কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় আছে,

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

"যে ব্যক্তি বড় দল মুসলমানের পথ এক বিঘত পরিমাণও ত্যাগ করে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি ইসলামের রজ্জুকে স্বীয় গলদেশ হতে খুলে ফেলবে।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসদ্বয় হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ইজমা ও বড়দল মুসলমানদের খেলাফ করে, সে জাহান্নামী। এবং সে ইসলাম হতে খারিজ হবে।

গতকাল মৌলবী সাহেব 'গুনিয়াতুত তালেবীন' কিতাব হতে হানাফীগণকে যে মুরজিয়া সপ্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, এটি তার ধোঁকাবাজি। যেহেতু উক্ত কিতাবে আছে যে, ইমাম আবু হানীফা র. সাহেবের কোন এক শিষ্য মুরজিয়া হয়েছিলেন এতে হানাফীগণকে মুরজিয়া বলা হয় নি।

মুরজিয়া অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে মিশরী ছাপা 'গুনিয়াতুত তালেবীন' ৬৩ পৃষ্ঠা খুলে তেজস্বরে পাঠ করে দেখালেন যে, فهم بعض اصحاب ابى حنيفة النعمان "ইমাম আবু হানীফা নোমানের কোন শিষ্য মুরজিয়া হয়েছিল।"

ইমাম আবু হানীফা র. সাহেবের কয়েক সহস্র শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে একজন মুরজিয়া হয়েছিল, এতে ইমাম আবু হানীফা বা তাঁর অন্যান্য শিষ্যগণের কি ক্ষতি হবে?

শরহে মাওয়াকিফের ৭৬০ পৃষ্ঠায় আছে,

وغسان كان يحكيه اى هذا القول عن ابى حنيفة رحمه الله ويعده من المرجئة وهو افتراء عليه قصد به غسان ترويج مذهبه بموافقة رجل كبير مشهور.

"গাচ্ছান এই কথাটিকে ইমাম আবু হানীফার কথা বলে প্রকাশ করত এবং তাকে মুরজিয়ার মধ্যে গণ্য করত এটা তার উপর মিথ্যা অপবাদ। সে একজন প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে নিজের মতের প্রসিদ্ধ হওয়ার ধারণায় এইরূপ করেছিল।"

এতক্ষণে জানা গেল যে, গাচ্ছান নামক একজন শিষ্য মুরজিয়া হয়েছিল।

সহীহ মুসলিমের টীকা ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হযরত নবী করিম সা. এর ইন্তেকালের পর তাঁর তিন দল সাহাবা যাকাত অমান্য করে অথবা ইসলাম অথবা হযরতের নবুয়ত অস্বীকার করে কাফের হয়ে গিয়েছিল। এতে হযরত বা তাঁর অন্যান্য সাহাবা বা ইসলাম ধর্মের কি ক্ষতি হবে?

যখন এতে তাঁদের কোনই ক্ষতি হতে পারে না, তখন ইমাম সাহেবের একজন শিষ্য মুরজিয়া হওয়ায় তাঁর মাযহাবের কেন ক্ষতি হবে? এবং এতে হানাফীগণ কিছুতেই মুরজিয়া হতে পারেন না।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের নিম্নোক্ত ২০ জন রাবী মুরজিয়া ছিলেন যথা- আবদুল হামিদ, বেশর, বশির, আইউব, হাম্মাদ, সালেম, শাবাবা, শোয়াইব, ওসমান ইবনে গিয়াস, আমর বিন মুররা, ওমার বিন জার, কায়েস বিন মুসলিম, ইবরাহিম, হাসান, খালেদ, ত্বলাক, আসেম, আবদুল মজিদ, আতা, আবু বকর। এরা সকলে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁদের বহু হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আছে। এই মাযহাব বিদ্বেষী দল উক্ত মুরজিয়াদের বর্ণিত হাদীস মান্য করে থাকেন। এবার আমার জিজ্ঞাসা এই যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম মুরজিয়া হবেন কিনা? অথবা এই আহলে হাদীস দল তাদের হাদীস গ্রহণ করে কেন মুরজিয়া হবেন না?

আহলে হাদীসদের জালিয়াতি

শ্রোতাবৃন্দ আরও দেখুন, বিপক্ষদলের কি ভীষণ জালিয়াতি! তাদের লাহোরের আহলে হাদীস প্রেসে মুদ্রিত 'গুনিয়াতুত তালেবীনের' ২০৮ পৃষ্ঠায় এই দলের কেউ উক্ত ইবারতে জাল করে বা'জ (بعض) শব্দটি উঠিয়ে দিয়ে লিখেছেন, فهم اصحاب ابى حنيفة النعمان "ইমাম আবু হানীফা নোমানের শিষ্যগণ মুরজিয়া হয়ে গিয়েছেন।"

কি ভীষণ ধোঁকা ও জালিয়াতি! অন্যান্য স্থানের মুদ্রিত কিতাবে বা'জ (بعض) শব্দটি আছে, কিন্তু তাদের নিজেদের প্রেসে মুদ্রিত কিতাবে ঐ শব্দটি উঠিয়ে দিয়ে ধোঁকা দিবার পথ প্রশস্ত করতে বৃথা প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাদের ধোঁকা কিছুতেই টিকবে না। এই দেখুন অন্যান্য স্থানের মুদ্রিত 'গুনিয়াতুত তালেবীন', এগুলোর মধ্যে 'বা'জ' (بعض) শব্দ আছে। শ্রোতাগণ এটি শুনে ও দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে মাওলানা সাহেব বসতে আদিষ্ট হলেন।[১]

---

[১]. হযরত বড়পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী র. মিশরের মুদ্রিত গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবের ২য় খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, قال الإمام ابو حنيفة ان الاسفار بها افضل "ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, নিশ্চয় খুব পরিষ্কার হয়ে গেলে ফজর পড়া উত্তম।" এস্থলে পীরানে পীর সাহেব ইমাম আবু হানীফা র. কে ইমাম বলে প্রকাশ করেছেন।

আরও তিনি উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

اما اذا كان الشئ مما اختلف الفقهاء فيه وساغ فيه الاجتهاد كشرب عامى النبيذ مقلدا لابى حنيفة رحمه الله وتزوج امراة بلا ولي على ما عرف من مذهبه لم يكن لاحد ممن هو على مذهب الإمام احمد والشافعى رحمه الله الانكار عليه

"কিন্তু যে বিষয় ফকীহগণ মতভেদ করেছেন এবং তাতে ইজতিহাদ করা জায়েয আছে যেরূপ কোন সাধারণ লোকের (ইমাম) আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহু এর তাকলীদ (মাযহাব ধারণ) করে খোরমা ভিজানো পানি পান করা এবং বিনা ওলীতে কোন স্ত্রীলোকের নিকাহ করা, যা তার মাযহাব বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে। উক্ত বিষয়ের উপর কোন হাম্বলী এবং শাফেয়ী মাযহাবধারী ব্যক্তির ইনকার করা জায়েয নয়।"

পাঠক, এস্থলে তিনি ইমাম আবু হানীফাকে 'রহিমাহুল্লাহু' এই দুআসূচক শব্দ দ্বারা স্মরণ করে তার নাজী ও সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের নেতা হওয়া সপ্রমাণ করলেন। যদি তিনি ভ্রান্ত মুরজিয়া হতেন তবে তাঁকে 'রহিমাহুল্লাহু' শব্দে কখনোই উল্লেখ করতেন না।

তিনি স্বয়ং উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, " বিদয়াতীগণকে সালাম করবে না, তাদের নিকট উপবেশন করবে না, তাদের জানাযা পড়বে না এবং যে সময় তাদের সমালোচনা করা হয়, তাদেরকে 'রহিমাহুল্লাহু' বলে দুআ করবে না।

আরও তিনি প্রথমোক্ত স্থলে হানাফী মাযহাবাবলম্বীর পক্ষে ইমাম আবু হানীফার তাকলীদে শাখসী করা ওয়াজিব হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন এবং ইজতেহাদী মাসয়ালায়

তার মতের নিন্দাবাদ করা নাজায়েয বলে তাঁকে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের ন্যায় সুন্নত জামায়াতের নেতা বলে প্রকাশ করেছেন।

আরও তিনি উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

وهذا الافتراق الذى ذكره النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن فى زمانه ولا فى زمان ابى بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم وانما كان ذالك بعد تقادم السنين والاعوام فوت الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة الفقهاء المدنية وعلماء الامصار وفقهائها قرنا بعد قرن وقبض العلم بموتهم الا شرذمة قليلة وهم الفرقة الناجية

"(হযরত) নবী সা. যে ভিন্ন ফিরকা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হযরতের যামানায় হয়নি, তার চার খলীফার যামানায় ছিল না, ইহা বহু বছর গত হওয়ার পরে হয়েছিল।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণ, সাতজন ফকীহ, মদীনা শরীফের ফকীহগণ, 'কুরুন' অবধি অন্যান্য শহরের আলেম ও ফকীহগণের মৃত্যুর পর সামান্যসংখ্যক ব্যতীত উপরোক্ত আলেম ও ফকীহগণের মৃত্যুতে ইলম নষ্ট হওয়ার পরে উক্ত ভিন্ন ভিন্ন ফিরকার সৃষ্টি হয়। উক্ত সাহাবাগণ, তাবেয়ীগণ ও কয়েক 'কুরুনের' আলেম ও ফকীহগনই নাজী (বেহেশতী) ফিরকা ছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, সাহাবাগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ নাজী ফিরকা ছিলেন। আর ইমাম আবু হানীফা র. তাবেয়ী ছিলেন। আর অবশিষ্ট তিন ইমাম তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তাঁরা আলেম ও ফকীহ ছিলেন। যখন তাঁদের নাজী ফিরকাভুক্ত হওয়া বড়পীর সাহেবের কথায় সপ্রমাণ হলো, তখন তাঁদের মাযহাবাবলম্বীগণও নাজী ফিরকাভুক্ত হলেন।

আর উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৫৩ ও ৫৫, ২য় খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, عن امامنا احمد رحمه الله لان امامنا احمد رحمه الله

এই তিন স্থলে তিনি নিজেকে হাম্বলী মাযহাবধারী বলে স্বীকার করেছেন।

রাফেজীদের একদল 'মোহাম্মাদী' (আহলে হাদীস)

আরও উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় আছে,

اما الرافضة (الى) والخامسة المحمدية

এস্থলে তিনি রাফেজী (শিয়া) গণের চৌদ্দ ফিরকার উল্লেখ করতে গিয়ে 'মোহাম্মাদী' (আহলে হাদীস) দলকে তাদের পঞ্চম ফিরকাভুক্ত করেছেন।

প্রচলিত আহলে হাদীসগণ মুজাসসিমা হওয়ার প্রমাণ

১ নং দলীল: আরও উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায়,

"রাফেজী ও কাররামিয়া এই দুই দল মুশাব্বিহা হয়ে গিয়েছে, তাদের এক শ্রেণীর নাম মুকাতেলিয়া। তাদের মত এই যে, খোদাতায়ালা আকৃতিধারী বস্তু, তার শরীর মানুষের আকৃতির ন্যায় রক্ত মাংসধারী, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তক, রসনা ও গলা আছে। তিনি ঐ সমস্ত বিষয়ে জগতের বস্তুর তুল্য নন।"

২ নং দলীল: তাফসীরে আহমাদী ৪০৭ পৃষ্ঠা,

"মুরজিয়ারা বলে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। খোদা তায়ালার অবয়ব (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) আছে।"

৩ নং দলীল: মাওয়াকিফের টীকা, ৭৬০ ও ৭৬১ পৃষ্ঠা,

"মুরজিয়াদের একদল বলে যে, খোদা তায়ালা আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, অতএব খোদা তায়ালা মানুষের ন্যায় আকৃতিধারী।"

মুশাব্বিহারা বলে থাকে যে, খোদা তায়ালা আকৃতিধারী কিন্তু রক্ত মাংসধারী নন এবং তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ আছে। খোদা তায়ালা আরশের উপর আছেন, উপরের দিক হতে আরশের সাথে মিলিত আছেন, তিনি গমনাগমন ও অবতরণ করতে পারেন।

৪ নং দলীল: ইবনে জাওযী 'তালবীসে ইবলিস' কিতাবের ১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, একদল যাহেরিয়্যা বলে থাকে যে, খোদা তায়ালা আকৃতিধারী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, তিনি অন্যান্য আকৃতিধারী বস্তুর তুল্য। আর কেউ কেউ বলেন যে, অন্যান্য আকৃতিধারীর তুল্য নন।

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান, নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ ও দাউদ জাহেরী বলতেন যে, খোদা তায়ালার আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।

একদল মুজাসসিমা বলে থাকে যে, খোদা তায়ালাকে স্পর্শ করা যায়। আর একদল বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরশ স্পর্শ করে আছেন। যে সময় তিনি অবতরণ করেন, এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করেন।

যে হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রথম আকাশের দিকে নুযুল করেন। তারা এই হাদীসের নুযুল শব্দের অর্থ অবতরণ করা গ্রহণ করে থাকেন, এরা মুশাব্বিহা।

কোন কোন মুশাব্বিহা ধারণা করে যে, অন্যান্য আকৃতিধারী বস্তুকে যেরূপ দেখা যায়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাকে সেরূপ দেখা যাবে। তিনি এরূপ আকৃতিতে সম্মুখে আসবেন যার সৌন্দর্য অন্যান্য সৌন্দর্য অপেক্ষা সমধিক হবে।

কতেক লোক বলেন, আল্লাহ তায়ালার চেহারা, হাত, আঙ্গুল ও পা আছে। তারা নিজেদের বিবেকের তাড়নায় কুরআন ও হাদীসের কতগুলো শব্দের এই অর্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো বিনা ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তেলাওয়াত করাই সত্য মত।"

৫ নং দলীল: 'মুসামারাহ' কিতাবে আছে, কাররামিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলে থাকে যে, খোদা তায়ালা আরশে স্থিতিশীল আছেন।

৬ নং দলীল: তাফসীরে কাবীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় আছে, "মুশাব্বিহা দল উক্ত আয়াত উপলক্ষ করে বলে থাকে যে, তাদের মা'বূদ (খোদাতায়ালা) আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, ইহা বিবেক বুদ্ধি ও দলীল অনুযায়ী বাতিল।"

৭ নং দলীল: আর উক্ত তাফসীর, উক্ত খন্ড, ৫৯০ ও ৫৯১ পৃষ্ঠায় আছে, "খোদা তায়ালার আরশের উপর স্থিতিশীল উপবিষ্ট হওয়ার মত অনভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও বিদয়াত মত এবং কুফরী হওয়া সম্ভব।"

৮ নং দলীল: ইমাম রাযী 'আসাসুত তাকদীস' কিতাবের ২৩৯ ও ২৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যে ব্যক্তি খোদা তায়ালাকে আকৃতিধারী, কিংবা কোন স্থানে বা নির্দিষ্ট দিকে স্থিতিশীল বলে দাবি করে, তাকে কাফের বলা হবে কিনা- এতে বিদ্বানগণের দুইপ্রকার মত আছে। এক মতে সে ব্যক্তি কাফের হবে না, আর এক মতে সে ব্যক্তি কাফের হবে। দ্বিতীয় মতটি অধিকতর প্রকাশ্য (গ্রহণীয়)।

৯ নং দলীল: ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনের টীকা, ইতহাফে যাবিদী ২১০ পৃষ্ঠায় আছে, "এরূপ একদল নির্বোধ লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা কুরআন শরীফের সকল স্থলে স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করে মহা অনর্থ ঘটাচ্ছে। যদি তাদের দ্বারা সাধারণ লোকের ভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে আমি তাদের বর্ণনা করে এই পুস্তককে কলূষিত করতে উদ্যত হতাম না। ঐ নির্বোধ লোকেরা বলে থাকে যে, আমরা সর্বত্র স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করি। যে সমস্ত আয়াতে খোদা তায়ালার পার্থিব ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ উৎপাদন করে এবং যে হাদীসসমূহে খোদা তায়ালার সীমাবদ্ধ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী হওয়ার ধারণা জন্মিয়ে দেয়, সেগুলোর স্পষ্ট ভাব গ্রহণ করি। তার কোনটির অস্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে জায়েয নয় এবং তারা নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই আয়াতটি পেশ করে থাকে। .. কিন্তু উপরোক্ত প্রমাণসমূহে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, উপরোক্ত দল ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নি উপাসক ও পৌত্তলিকদল অপেক্ষা ইসলামের অধিকতর অপকারক। কেননা কাফেরদের ভ্রান্তিসমূহ প্রকাশ্য। ফলে মুসলমানগণ তাদের সংস্রব ত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত দল ও সাধারণ লোকেরা একই ধর্মাবলম্বী বিধায় দুর্বলচেতাগণ প্রতারিত

মৌলবী আব্দুন্নুর সাহেব উঠে বলতে লাগলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ الخ

এই আয়াতটি সাহাবাগণের জন্য নাযিল হয়েছে, তারাতো তাকলীদ মানতেন না, তাঁরা ঈমানদার ছিলেন কি না? গাচ্ছান যে হানাফী ছিল এবং পরে ফিরে গিয়েছিল, সেটা প্রমাণ করতে হবে।

হানাফীগণ যে বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শিক্ষকগণ মুরজিয়া ছিলেন, এটিতে তারা এখন হাদীসের উপর জারাহ করতে আরম্ভ করেছেন। হাদীসের উপর জারাহ হলে, প্রত্যেক দলের এর উত্তর দিতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

হানাফীগণ যেরূপ দাবি করেছেন যে, আহলে হাদীসগণ 'বাজ' শব্দ উঠিয়ে দিয়েছেন, আমরাও সেইরূপ দাবি করতে পারি যে, উক্ত শব্দ বেশি যোগ করা হয়েছে।

হয়ে থাকে। তদুপরি এরা তাদের ভক্ত দলকে এই বিদয়াত মতগুলি শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং পাক আল্লাহ তায়ালার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী ও অবয়বধারী হওয়া, আরোহণ করা, অবতরণ করা (নাযিল হওয়া), কোন বস্তুর উপর ভর দেওয়া, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করা এবং দিকদিগন্তে গমনাগমণ করার মত তাদের অন্তরে নিক্ষেপ করে থাকে।"

১০ নং দলীল (তাদের থেকে): মাযহাব বিদ্বেষী মৌলবী বাবর আলী সাহেব আহলে হাদীস পত্রিকার ৭ম ভাগের পৌষ সংখ্যার ১৫৩-১৫৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহ্ তায়ালার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখেছেন, কুরআন-হাদীসে তার (আল্লাহ তায়ালার) হস্তপদ ও আকৃতির কথা আছে, সে জন্য আমরাও ঐ সমস্ত স্বীকার করি। কুরআন হাদীসের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তায়ালার সাত আকাশের উপর আরশের উপর আছেন আমরা এটাই বলি। আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর নেই, তার আদৌ হস্তপদ বা আকৃতি নেই .. একথা বললে কুরআন-হাদীসকে অমান্য করে কাফের হতে হয়। কুরআন হাদীসে আল্লাহ তায়ালার যে গমনাগমণ ও অবতরণের কথা আছে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আহলে হাদীসগণ প্রতি রাত্রে (আল্লাহ তায়ালার) দুনিয়ার উপরিস্থ আকাশের উপর অবতরণ সাব্যস্ত করে থাকে।"

উপরোক্ত প্রমাণসমূহে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত বড়পীর সাহেব ও অন্যান্য বড় বড় বিদ্বানের মতে এদেশেস্থ মাযহাব বিদ্বেষী দল ভ্রান্ত মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা কাররামিয়া ও মুরজিয়া দলভুক্ত।

বড়পীর সাহেব বলেছেন, মুরজিয়ারা বলে থাকে যে, ঈমান কম বেশী হয় না। আর মোল্লা আলী কারী 'ফিকহুল আকবার' কিতাবে লিখেছেন যে, ঈমান কম বেশী না হওয়া হানাফীগণের মত, কাজেই তারা মুরজিয়া হলেন। আপনারা কুরআন হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হতে যা ইচ্ছা হয় জবাব দিতে পারেন।

মৌলবী বাবর আলী বললেন, আমরা ইমাম আবু হানীফাকে মুরজিয়া বলি না, তবে মুরজিয়ারা বলে যে, ঈমান সকলেরই সমান, কম বেশি হয় না।

মাওলানা অলিউল্লাহ সাহেব 'ইযালাতুল খফা' কিতাবে ও মাওলানা আবদুল হাই দেহলবী সাহেব বা'জ (بعض) শব্দ না হওয়া স্বীকার করে নিয়েছেন।

মাওলানা মুলতানী সাহেব উঠে বলতে লাগলেন যে, যে ব্যক্তি বড় জামায়াতের পথ ত্যাগ করবে, সে জাহান্নামী হবে। প্রতিপক্ষগণ যখন এই হাদীসের প্রতিবাদ করেন নি, তখন জানা গেল যে তারা এটি মেনে নিয়েছেন। কুরআন শরীফে আছে,

آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

"তাতে (কুরআন শরীফে) কতগুলো স্পষ্ট মর্মবাচক (মুহকাম), আর কতগুলো অস্পষ্ট মর্মবাচক (মুতাশাবিহাত) আয়াত আছে, উক্ত স্পষ্ট মর্মবাচক আয়াতগুলো কিতাবের মূল স্বরূপ।"

আর অস্পষ্ট মর্মবাচক আয়াতগুলো ইমাম মুজতাহিদগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, সাধারণ লোক তাঁদের পায়রাবি করতে বাধ্য, নতুবা ভ্রান্ত পথে পতিত হবে।

কুরআন শরীফে সূরা নিসায় আছে,

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

এই আয়াতে খোদা তায়ালা ইমাম মুজতাহিদগণকে 'উলুল আমর' বলে তাঁদের তাবেদারি করতে আদেশ করেছেন।

বুখারী শরীফের ২০ জন রাবী মুরজিয়া হওয়ায় ইমাম বুখারী কি মুরজিয়া হবেন?

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলতে আরম্ভ করলেন, প্রতিপক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ২০ জন শিক্ষক মুরজিয়া ছিলেন তাঁরা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। যদি অস্বীকার করেন তবে এই দেখুন

'তাকরীবুত তাহযীব' ও 'তাহযীবুত তাহযীব' ইত্যাদি কিতাব হতে দেখিয়ে দিব যে উক্ত কুড়িজন শিক্ষক মুরজিয়া ছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আহলে হাদীস দলও তাদের হাদীস মান্য করে থাকেন। ইমাম আযমের একজন শিষ্য মুরজিয়া বলে বিপক্ষগণ যখন তাকে মুরজিয়া বলে অপবাদ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তবে বুখারী ও মুসলিমের ২০ জন শিক্ষক মুরজিয়া হওয়ায় তারা কি হবেন? আহলে হাদীসগণ তাদের হাদীস মান্য করে কি হবেন?

আহলে হাদীসগণ তাঁদের হাদীস মান্য করে কি হবেন?

মৌলবী আবদুন্নূর ও মৌলবী বাবর আলী এই প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে না পেরে বলেছেন যে, হাদীসের উপর জারাহ করা হয়েছে। হাদীসের উপর জারাহ হলে, প্রত্যেকের উত্তর দেওয়া উচিত।

আচ্ছা তিনি কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জারাহ খণ্ডন করলেন না? সেইরূপ শক্তি থাকলে তো উত্তর দিবেন!

হাজী এলাহি বখশ সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি ইমাম বুখারী ও মুসলিমকে মুরজিয়া বলেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমরা কেন তাঁদেরকে মুরজিয়া বলব। তবে তাঁদের ২০ জন শিক্ষক মুরজিয়া ছিলেন, আহলে হাদীসগণ তাদের হাদীস মান্য করে থাকেন। এবার তারা বা আহলে হাদীসগণ মুরজিয়া হবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর আহলে হাদীস দল দিবেন। এটা তো আমাদের প্রশ্ন, আমরা কেন এর উত্তর দিব? তারা যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া আমাদের কর্তব্য। হাজী এলাহি বখশ সাহেব আহলে হাদীসদের পক্ষ হতে উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার আশায় বসে গেলেন। ***কিন্তু বাহাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষ হতে কোন উত্তর পেলেন না।***

বিপক্ষগণ যে মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ও শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেবের কথা উল্লেখ করেছেন, এর উত্তর এই যে, জগতে যত ছাপাখানার যত প্রকার 'গুনিয়াতুত তালেবীন' আছে, তা পেশ করা হোক। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে

বলতে পারি, জগতের প্রাচীনকাল হতে যত 'গুনিয়াতুত তালেবীন' ছাপা পাওয়া যায়, সবগুলোর মধ্যে 'বা'জ' শব্দ আছে। কেবল আহলে হাদীসের প্রেস লাহোরের মুদ্রিত নতুন 'গুনিয়াতুত তালেবীনে' উক্ত শব্দ নেই। মিশর ইত্যাদি প্রাচীন প্রাচীন ছাপা দ্রষ্টব্য।

কাজেই 'বা'জ' শব্দ যে সত্যই 'গুনিয়াতুত তালেবীনের' ইবারত এতে কোন সন্দেহ নেই। এর দ্বারা মাযহাব বিদ্বেষীগণের জালিয়াতি স্পষ্ট প্রমাণিত হলো।

হানাফীদের তৃতীয় জয়

এ পর্যন্ত তারা 'গুনিয়াতুত তালেবীন' হতে ইমাম আবু হানীফা বা তাঁর সমস্ত শিষ্যকে মুরজিয়া সাব্যস্ত করতে পারলেন না। এবার আমাদের ডিক্রি বা জয় হলো।

'গুনিয়াতুত তালেবীন' কিতাবে মুরজিয়াদের বারোদলে বিভক্ত হওয়ার কথা আছে। এবার আমার জিজ্ঞাসা যে, প্রতিপক্ষগণ কুরআন হাদীস হতে তাদের নাম সপ্রমাণ করুন, আমি তাদেরকে লক্ষ বছর অবসর দিচ্ছি। যদি না পারেন তবে এটা লোকের বিনা দলীলের মৌখিক কথা মান্য করা হয় কিনা? এবং এটি মান্য করলে তাকলীদ করে আহলে হাদীস মৌলবীগণ তাদের দাবি অনুসারে শিরক, বিদয়াত, করলেন কিনা?

বিপক্ষদলের নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেব 'হাদিসুল গাশিয়ার' ২৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

سچے حنفی پکے زیدی وہی ہیں جو طریقہ ابو حنیفہ اور زید بن علی پر چلتے ہیں یہ طریقہ ما انا علیہ واصحابی کا ہے

"সত্য হানাফী পরিপক্ক যায়েদী ঐ ব্যক্তিরা হবেন, যারা আবু হানীফা ও যায়েদ বিন আলীর তরীকায় চলে থাকেন, এটি হযরত নবী সা. ও সাহাবাগণের তরীকা।

ইবনে জাওযী 'তালবীসে ইবলিসের' ২৬-২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মুরজিয়ারা বারোদল। তন্মধ্যে কিয়াস অমান্যকারীগণ একদল। এই আহলে হাদীস দল কিয়াস অমান্য করে থাকেন। এ কারণে তারাই মুরজিয়া। তাফসীরে আহমাদীর ৪০৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, মুরজিয়ারা বলে থাকে যে, খোদা আরশের উপর বসে আছেন।

এই আহলে হাদীস দলের প্রধান নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন সাহেব 'ইস্তেওয়া' কিতাবের ৩নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, খোদা তায়ালা আরশের উপর বসে আছেন। এতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, এই আহলে হাদীস দল মুরজিয়া।

'উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা' কিতাবের ১১ পৃষ্ঠায় আছে,

واما نسبة الارجاء اليه فغير صحيح فان اصحاب الامام كلهم على خلاف رائى اصحاب الارجاء فلو كان ابو حنيفة مرجيا لكان اصحابه على رايه وهم الآن موجودون على خلاف ذالك

ইমাম আযমের উপর মুরজিয়া হওয়ার দোষারোপ করা সহীহ নয়। কেননা ইমামের সমস্ত শিষ্যগণ মুরজিয়াদের মতের বিরুদ্ধবাদী। যদি আবু হানীফা র. মুরজিয়া হতেন, তবে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর ঐ মতের উপর হতেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ এখনও উক্ত মুরজিয়া মতের বিরুদ্ধে আছেন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পরিচয়

উক্ত কিতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় আরও আছে,

واذا اجمع الناس على امر خالفهم واحد واثنان لم يلتفت الى قوله ولم يصدق فى دعواه حتى الصلاة عند ابى حنيفة خلف المرجئة لا تجوز ومن اجمع الأمة على انه احد الأئمة الأربعة المجمع عليهم لا يقدح فيه قول من لا يعرفه

যদি কোন বিষয়ের উপর লোকের ইজমা হয় এবং এক কি দুইজন বিরুদ্ধবাদী হয়, তবে বিরুদ্ধবাদীর কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যায় না এবং তার দাবি সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। এমন কি ইমাম আবু হানীফার মতে মুরজিয়াদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নয়। উম্মতেরা একবাক্যে যে চারজন ইমামের উপর ইজমা করেছেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা উক্ত ইমামের সম্বন্ধে ক্ষতিকর হতে পারে না।"

হাশিয়ায় খিয়ালির ২৩ পৃষ্ঠায় কি আছে শ্রবণ করুন,

فسموا اهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة هذا هم المشهور فى ديار الخراسان والعراق والشام واكثر الاقصار وفى ديار ما وراء النهر اهل السنة والجماعة هم الماتريدية اصحاب ابى منصور الماتريدي

"খোরাসান, ইরাক, শাম ও বহু প্রদেশে সুন্নত জামায়াত 'আশায়েরা' সম্প্রদায়, আর তুরাণ প্রদেশে 'মাতুরিদীয়া' সম্প্রদায়ই সুন্নত জামায়াত। আবু মনসুর মাতুরিদীর শিষ্যগণই মাতুরিদী নামে অভিহিত।"

এর হাশিয়াতে আছে, আবুল হাসান আশয়ারী হযরত আবু মুসা আশয়ারী সাহাবার বংশধর, তাঁর শিষ্যগণই আশয়ারী নামে অভিহিত।

আবু মনসুর মাতুরিদী, আবু নছর ইয়াজির শিষ্য। তিনি আবু বকর জুরজানির, তিনি মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানির এবং তিনি ইমাম আবু হানীফার শিষ্য।"

মাওয়াকিফের টীকা, ৭৬২ পৃষ্ঠায় আছে,

اما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هم الذين على ما انا عليه واصحابى فهم الأشاعرة السلف من المحدثين واهل السنة والجماعة

"নাজী ফিরকা হল যাদের সম্বন্ধে হযরত নবী সা. বিশেষভাবে বলেছেন যে, তাঁরা আমার ও আমার সাহাবাগণের অনুসরণকারী হবেন, তাঁরাই আশায়েরা। প্রাচীন হাদীস তত্ত্ববিদগণও সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়।" আকায়িদে আদুদীয়্যার ৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে,

الفرقة الناجية وهم الأشاعرة "আশায়েরা সম্প্রদায় নাজী ফিরকা।"

মোল্লা আবদুল হাকিম শিয়ালকুটি এর হাশিয়ায় লিখেছেন,

ومن يحذروا جذرهم ومن يتفق معهم فى الاعتقادات كالماتريدية

"আর যারা ই'তেকাদ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে উক্ত আশায়েরা সম্প্রদায়ের তুল্য এবং স্বমতাবলম্বী, যেরূপ মাতুরিদীগণ, তারাও নাজী ফিরকা।"

আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ হোসায়নি যোবায়দী 'ইহইয়াউল উলুমের' ২য় খণ্ডের ৭ও ৮ পৃষ্ঠার টীকায় লিখেছেন,

اذا اطلق اهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية

"সুন্নত জামায়াত বললে, এর মর্ম আশায়েরা ও মাতুরিদীয়া গ্রহন করা হয়।"

তিনি আরও বলেছেন, "ইবনে সুবকি, আকীদায় ইবনে হাজিবের টীকায় লিখেছেন যে, সুন্নত জামায়াতের একই আকীদা, তাঁরা তিন শ্রেনী। প্রথম হলো হাদীস তত্ত্ববিদগণ, দ্বিতীয় আশয়ারীয়া ও হানাফীগণ। আশয়ারীয়াগণের শিক্ষক

আবুল হোসেন আশ্‌য়ারি ও হানাফীগনের শিক্ষক আবু মনসুর মাতুরিদী। তৃতীয় কাশফ ও বেজদান শক্তিসম্পন্ন সুফীগণ।"

রওজায়ে বাহিয়ার ৭১ পৃষ্ঠায় আছে, "ইমাম আবু হানীফার শিষ্যগণ, ইমাম আশয়ারী ও হাদীস তত্ত্ববিদগণ প্রকৃত মূল আকীদা সম্বন্ধে এক মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের একে অন্যকে কাফের বা বিদয়াতী বলেন নি। মূল মন্তব্য এই যে, আশয়ারী, মাতুরিদী ও হাদীস তত্ত্ববিদ সম্প্রদায়গণ সুন্নত জামায়াতভূক্ত ছিলেন। তাঁদের কেউ অন্যকে কাফের বা বিদয়াতী বলেন নি।[১০]

---

[১০]. বড়পীর সাহেব (মিশরী ছাপা) গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবের ৬৩ পৃষ্ঠায় মুরজিয়াদের আকীদা বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করেছেন,

وانما سميت المرجئة لانها زعمت ان الواحد من المكلفين اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله وفعل بعد ذلك سائر المعاصى لم يدخل النار اصلا-

১. "মুরজিয়ারা এই জন্য মুরজিয়া নামে অভিহিত হয়েছে যে, তারা ধারণা করে যে, কোন বুদ্ধিমান বালেগ মুসলমান যদি কালেমা তাইয়্যেবা উচ্চারণ করে এবং এরপরে সকল প্রকার গোনাহ করে, তবে সে কিছুতেই দোযখে দাখিল হবে না।"

পাঠক, ইহা হানাফী কিংবা আশয়ারীগণের মত নয়, এতে কারোও সন্দেহ নেই।

এরপরে বড়পীর সাহেব লিখেছেন,

وان الايمان قول بلاعمل والاعمال الشرائع والايمان قول مجرد

২. "মুরজিয়ারা ধারণা করে থাকে যে ঈমান একরার করা; আমল নয়। আমলসমূহ শরীয়ত, ঈমান কেবল একরার করা।"

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মুরজিয়ারা অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলে না। পক্ষান্তরে হানাফী ও আশয়ারীগণ মৌখিক একরার ও অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলে থাকেন। কাজেই মুরজিয়াদের মত পৃথক হলো। আর হানাফী ও আশয়ারীগণের মতও পৃথক হলো। এ সূত্রে হানাফী ও আশয়ারীগণ মুরজিয়া হতে পারেন না।

ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরের ১ম খণ্ডের ১৭২ ও ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

মুতাযিলা, খারেজী, যায়েদিয়া ও হাদীস তত্ত্ববিদগণের মত এই যে, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক একরার ও আমল এই তিনটি বিষয়কে ঈমান বলা হয়।

ইমাম আবু হানীফা, আশয়ারী এবং অধিকাংশ ফকীহ বিদ্বানের মতে অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক একরারকে [স্বীকারকে] ঈমান বলে। তারপরেও তিনি আমল যে ঈমানের অংশ নয়, এর ছয়টি দলীল উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী সহীহ বুখারীর টীকায় ১ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত জিব্রাইলের হাদীসে বুঝা যায় যে, ঈমান আমল নয়। কেবল কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে। ইহা মূল ঈমানের হিসেবে বলা হয়েছে।

আর আবদুল কায়েসের হাদীসে বুঝা যায় যে, আমলকেও ঈমান বলা হয়। ইহা কামেল ঈমানের হিসেবে বলা হয়েছে।

ফতহুর বারীর ১ম খণ্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে, মুতাযিলাগণ বলে থাকে যে, আমল মূল ঈমানের অংশ। আর হাদীস তত্ত্ববিদগণ কামেল ঈমানের অংশ বলে থাকেন।

আরও আইনী ১ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় আছে, ইমাম রাযী বলেছেন, হাদীস তত্ত্ববিদগণ, আবু হানীফা ও আশয়ারী আমলের ঈমানের অংশ হওয়া সম্বন্ধে যে যে মত প্রকাশ করেছেন, এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার মতভেদ নেই।

মূলকথা, ইমাম আশয়ারী ও ইমাম আবু হানীফা র. যেরূপ আমলকে ঈমানের অংশ বলে স্বীকার করেন না, সেইরূপ মুহাদ্দিসগণও আমলকে কামেল ঈমানের অংশ বলে স্বীকার করলেও মুল ঈমানের অংশ বলে স্বীকার করেন নেই। কাজেই তাদের উভয় দলের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

বড়পীর সাহেব গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবের ৪৩ পৃষ্ঠায় আমল (অথবা সমস্ত প্রকার ইবাদত করা ও সমস্ত প্রকার গোনাহ ত্যাগ করা) কে ঈমান বলে প্রকাশ করলেও তার ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যার ঈমান আছে সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ করলেও খোদা তায়ালা তাকে চিরজাহান্নামী করবেন না, বরং দোযখ হতে নিষ্কৃতি দিবেন।"

এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি আমলকে মূল ঈমানের অংশ বলে স্বীকার করেননি, বরং তিনি আমল ত্যাগকারী বা গোনাহগারকে কাফের ও চিরদোযখী বলতেন। এতে মুহাদ্দিসগণ ও আশয়ারী, হানাফীগণের মত একই হওয়া সপ্রমাণ হলো।

৩. তারপরে বড়পীর সাহেব গুনিয়ার ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমাদের আকীদা এই যে, ইবাদতে ঈমান বেশি হয়, আর গোনাহ্ করলে ঈমান কম হয়ে যায়।

খোদা তায়ালা বলেছেন, ঈমানদারগণের ঈমান বেশি হয়। আরও তিনি বলেছেন, قد انكرت الاشعرية زيادة الإيمان ونقصانه "আশয়ারী ঈমানের কম-বেশি হওয়া অস্বীকার করেছেন।"

আশয়ারী সম্প্রদায় যে সুন্নত জামায়াতভূক্ত, এতে কোন বিদ্বানের মতভেদ নেই। স্বয়ং বড়পীর সাহেব যে স্থলে ৭২ টি ভ্রান্ত ফিরকার নামোল্লেখ করেছেন, সেই স্থলে

আশয়ারী সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেন নেই। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি উক্ত সম্প্রদায়কে সুন্নত জামায়াত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, সুন্নত জাময়াত হানাবেলা সম্প্রদায় ঈমানের কম বেশি হওয়া স্বীকার করেছেন। আর সুন্নত জামায়াত আশায়িরা সম্প্রদায় ঈমানের কম বেশি না হওয়ার মত ধারণ করেছেন।

ইমাম সুবকি 'তাবাকাতুল কুবরা'র ২য় খণ্ডের ২৫৬ ও ৫৬৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু ইসহাক ইসফারাইনী, শেখ আবু মোহাম্মদ তিবরী, হাকেম, হাফেজ আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, খতিব বাগদাদী, ইমামুল হারামাইন, হাফেজ ইবনে আবদুল বার, হাফেজ ইবনে আসাকির, শাইখুল ইসলাম তাজুদ্দীন ইবনে সালাম, শাইখুল ইসলাম ইবনে দাকীকুল ইদ, ইমাম বায়হাকী, ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী প্রমূখ ১২৩ জন বড় বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানের নামোল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা ইমাম আশয়ারীর মতালম্বন করতেন।

আরও তিনি ২য় খণ্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যেরূপ আকাশের নক্ষত্ররাশির গণনা করা সম্ভব নয়, সেরূপ মাগরিব, শাম, খোরাসান, ইরাক ইত্যাদি (জগতের) প্রত্যেক স্থানের আশয়ারী সম্প্রদায়স্থ বিদ্বানগণের গণনা করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যদি আমি অধিক বর্ণনায় বিরক্তির ভয় না করতাম, তবে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতাম।"

ইমাম আশয়ারী যে সুন্নত জামায়াতের নেতা, তা তাবাকাতে কুবরার ২য় খণ্ডের ২৭৮, ২৮৪, ২৮৫, ২৭৫, ২৫৯, ২৬০ ও ২৫৫ পৃষ্ঠা পাঠ করলে বেশি বুঝতে পারবেন।

সেই ইমাম আশয়ারী আমলকে ঈমানের অংশ বলে স্বীকার করতেন না।

আইনী ১ম খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে, ইমাম রাযী বলেন, এই উভয় দলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার মতভেদ নেই। কারণ ঈমানের অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা হলে, তা কম বেশি হয় না। আর ইবাদতসমূহকে ঈমান বললে, তা কম বেশি হতে পারে না। ইবাদতসমূহ বিশ্বাসের পূর্ণকারী বিষয়। যে সমস্ত দলীল ঈমানের কম বেশি না হওয়ার সম্বন্ধে এসেছে, তা মূল ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর যে দলীলে তার কম বেশি হওয়া বুঝা যায়, তা পূর্ণ (কামেল) ঈমানের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যার সাথে সৎকাজকে (আমলকে) যোগ করা হয়েছে।

এবার ইমাম আবু হানীফা ও হানাফীগণের মত শ্রবণ করুন।

ফিকহুল আকবার, ১৬৪ পৃষ্ঠায় আছে, "ইমাম আবু হানীফা র. বলেছেন, ঈমান এক হিসাবে বেশি হতে পারে। প্রথমে সাহাবাগণ, মোটামুটিভাবে ঈমান আনতেন। এরপরে ক্রমান্বয়ে এক ফরযের পরে এক ফরয নাযিল হতো, এজন্য তাঁরা প্রত্যেক ফরযের উপর (ক্রমান্বয়ে) ঈমান আনতেন। যে আয়াতগুলিতে ঈমানের বেশি হওয়ার কথা আছে, এটাই সে আয়াতগুলোর অর্থ, ইহা (হযরত) ইবনে আব্বাস রা. হতে উল্লেখ হয়েছে।

মূলকথা, ইমাম আযম ফরয অধিক হওয়ার জন্য তাদের ঈমানের অধিক হওয়া স্বীকার করেছেন।

আরও ১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে, "কাজী আদু দুদ্দীন হানাফী বলেছেন, ঈমান সবল ও দুর্বল এই দুই প্রকার হতে পারে। কেননা একজন সাধারণ উম্মতের বিশ্বাস (হযরত) নবী সা. এর বিশ্বাসের তুল্য হতে পারে না।

অন্য কেউ বলেছেন, এটাকে কম বেশি হওয়া বলে না, বরং সবল ও দুর্বল হওয়া বলে।

হানাফীগণ বলেন, মূল বিশ্বাসের হিসাবে ঈমান কম বেশি না হলেও অন্যান্য হিসাবে ঈমান কম বেশি হতে পারে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে মুহাদ্দিসগণের মত এবং ইমাম আবু হানীফা ও আশয়ারীর মত একই প্রকার, কাজেই তারা মুরজিয়া হতে পারে না।

৪. তাছাড়া বড়পীর সাহেব গুনিয়ার ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

والناس لا يتفاضلون في الايمان وان ايمانهم وايمان الملائكة والانبياء واحد لايزيد ولا ينقص

"আর মুরজিয়ারা ধারণা করে যে, লোকের ঈমান বিভিন্ন রকম হতে পারে না। সাধারণ লোকের ঈমান, ফেরেশতাগণ ও নবীগণের ঈমান এক, কম বেশি হতে পারে না।"

পাঠক, ইহা মুরজিয়াদের মত। কিন্তু হানাফীদিগের মত ইতিপূর্বে শ্রবণ করেছেন যে, কাহারও ঈমান সবল ও কাহারও ঈমান দুর্বল হতে পারে।

ফিকহুল আকবারের ১৬৬ পৃষ্ঠা,

روى عن ابى حنيفة رح انه قال ايمانى كايمان جبرائيل عم ولا اقول مثل ايمان جبرائيل عم لان المثلية نقضى المحاراة فى كل الصفات والتشبيه لا يقتضيه بل يكفى لاطلاقه المساواة فى بعضه فلا احد يساوى بين ايمان آحاد الناس وايمان الملائكة والانبياء من كل وجه

"(ইমাম) আবু হানীফা র. হতে উল্লিখিত হয়েছে যে, আমার ঈমানকে জিব্রাইলের ঈমানের সাথে তাশবীহ দিতে পারি, কিন্তু আমি বলতে পারি না যে আমার ঈমান (হযরত) জিব্রাইল আ.-এর ঈমানের তুল্য। কেননা সমস্ত গুণে সমান হলে তুল্য শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোন বিষয়ে সমান হলে তাশবীহ শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

মূলকথা, কেউ-ই সাধারণ লোকের ঈমানকে, ফেরেশতাগণের ও নবীগণের ঈমানকে প্রত্যেক বিষয়ের তুল্য বলতে পারে না।"

আরও ফিকহুল আকবার ১০৫ পৃষ্ঠায় আছে, 'আসমানবাসী ও যমিনবাসীদের ঈমান কম বেশি হয় না। কেননা যদি বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় না হয়, তবে সেটা অনুমান ও সন্দেহ হিসেবে ধরা হবে। আর অনুমান বিশ্বাসের ফলদায়ক হয় না।' আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, [إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا] "অনুমান কোন প্রকারে সত্যতার স্থান অধিকার করতে পারে না।" [সূরা ইউনুচ: ৩৬]

এক্ষেত্রে প্রকৃত কথা এই যে, ইমাম রাযীর মতানুযায়ী মূল বিশ্বাসের হিসাবে ঈমান কম বেশি হতে পারে না, কিন্তু একীনের হিসাবে (কম বেশি হতে পারে)।

খোদা তায়ালা বলেছেন,

[وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي] "যে সময় ইবরাহীম আ. বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কিরূপে মৃতদেরকে জীবিত কর? খোদা তায়ালা বললেন, তুমি কি ঈমান আন না? (বিশ্বাক কর না?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। কিন্তু এই হেতু যে আমার মন শান্তিপ্রাপ্ত হয়।" [সূরা বাক্বারা: ২০৬] কেননা চাক্ষুষ জ্ঞান (আইনুল একীন) ইলমের জ্ঞান (ইলমুল একীন) অপেক্ষা দরজায় শ্রেষ্ঠ। হাদীসে এসেছে, শ্রবণ দর্শণের তুল্য হতে পারে না।

এই হিসেবে কম বেশি হওয়ার অর্থ সবল ও দুর্বল হওয়া। আমরা নিশ্চয় জানি যে, সাধারণ উম্মতের ঈমান এই মর্মে হযরত নবী সা. এর কিংবা হযরত আবু বকরের ঈমানের তুল্য নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, যারা বলেন, ঈমান কম বেশি হয়, জ্ঞানীগণের নিকট উক্ত উভয়দলের মধ্যে প্রকৃত মতভেদ নেই। এই জন্যই খুলাসা

কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ হতে উল্লেখ হয়েছে যে, আমার ঈমান (হযরত) জিব্রাইলের ঈমানের তুল্য বলা আমি মাকরূহ জানি। বরং এইরূপ বলতে পারি যে, যেরূপ (হযরত) জিব্রাইল আ. ঈমান এনেছেন, আমিও সেইরূপ ঈমান এনেছি।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মুরজিয়ারা যেরূপ ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং সাধারণ লোকের ঈমানকে সর্ব প্রকারের তুল্য ধারণা করে, হানাফীগণ সেইরূপ মত ধারণ করেন না, বরং এরা বলেন যে, ফেরেশতা, নবী ও সিদ্দীকগণের ঈমান যেরূপ সবল সাধারণ লোকের ঈমান সেরূপ সবল হতে পারে না।

অবশ্য তারা বলেন, যেরূপ পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের ঈমানসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, সেইরূপ সাধারণ লোকেরও ঈমানসংক্রান্ত বিষয়ের সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ যদি উক্ত বিষয়গুলোতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

পাঠক, এখন বুঝতে পারলেন, মুরজিয়াদের এবং হানাফীগণের মতদ্বয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এতটুকু বুঝার জ্ঞান যার নেই, সেই ব্যক্তি কেবল গুনিয়া কিতাবের ইবারতের বিপরীত অর্থ বুঝে হানাফীগণকে মুরজিয়া বানাতে বৃথা প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

৫. আরও বড়পীর সাহেব গুনিয়ার ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

فهم بعض اصحاب ابى حنيفة النعمان بن ثابت زعموا ان الايمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرهوقى فى كتاب الشجرة

"(ইমাম) আবু হানীফা বিন সাবিতের কোন শিষ্য উক্ত মুরজিয়া শ্রেণীভুক্ত, উক্ত দলের ধারণা এই যে, আল্লাহ, রসুল ও মোটামুটি শরীয়তের জ্ঞান (মারেফাত) এবং ইকরারকে (স্বীকারোক্তিকে) ঈমান বলে, এটি বারহুকি 'কিতাবুশ শাজারা'তে উল্লেখ করেছেন।"

পাঠক, মারেফাত শব্দের অর্থ ইলম ও জ্ঞান। আর 'তাসদীক' শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া। কুরআন শরীফে আছে, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

"ইহুদীরা উক্ত নবীর ইলম (মারেফাত) রাখত, যেরূপ তারা নিজেদের পুত্রগণের ইলম রাখত।"

এস্থলে তাদের ইলম ও মারেফাত ছিল, কিন্তু 'তাসদীক' ছিল না, এই জন্য তারা কাফের হয়েছিল।

ইমাম সুবকি 'তাবাকাতে কুবরার' ১ম খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

هَذَا عقائد مَشَايِخ الْإِسْلَام وَهُوَ ... الدّين فلتسمع لَهُ الأذنان

(১) এটিই ইসলামের প্রাচীন বিদ্বানগনের আকীদা, এটিই দ্বীন, কর্ণদ্বয়কে এটি শ্রবন করা কর্তব্য।

الأشعرى عَلَيْهِ ينصره وَلَا ... يألوا جزاه الله بِالْإِحْسَانِ

(২) আশয়ারী এই মতের উপর ছিলেন, এর সহায়তা করতেন, এবং (এটিতে) ত্রুটি করতেন না, আল্লাহ তায়ালা তাকে সুফল প্রদান করুন।

وكذلك حَالَته مَعَ النُّعْمَان لم ... ينقض عَلَيْهِ عقائد الْإِيمَان

(৩) এইরূপ তাঁর (ইমাম আশয়ারীর) অবস্থা নোমানের (ইমাম আবু হানীফা) সাথে ছিল, তিনি ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাস (আকীদা) সমূহে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

يَا صَاح إِن عقيدة النُّعْمَان والأشعرى ... حَقِيقَة الإتقان

(৪) হে শিষ্য, নিশ্চয় (ইমাম) আবু হানীফা ও (ইমাম) আশয়ারীর আকীদা ঈমানের (বিশ্বাসের) মূল।

فكلاهما وَالله صَاحب سنة ... بهدى نبى الله مقتديان

(৫) খোদাতায়ালার শপথ, তাঁরা উভয়ে সুন্নতের অনুসরণকারী ও আল্লাহ তায়ালার পয়গম্বরগণের পথের অগ্রণী ছিলেন।

لاذا يبدع ذَا وَلَا هَذَا وَإِن ... تحسب سواهُ وهمت فى الحسبان

(৬) নুমান (ইমাম আবু হানীফা) উক্ত আশয়ারীকে বিদয়াতী বলেন নি এবং ইনিও (ইমাম আশয়ারী) তাকে (ইমাম আবু হানীফাকে) বিদয়াতী বলেননি, যদি তুমি (এতদ্ভিন্ন) অন্য ধারণা কর, তবে হিসাবে ভ্রম করলে।

من قَالَ إِن أَبَا حنيفَة مبتدع ... رَأيا فَذَلِك قَائِل الهذيان

এবার মুরজিয়াদের মতের অর্থ বুঝুন। তারা কেবল আল্লাহ, রসুল ও শরীয়তের ইলমকে ঈমান বলে থাকে, কিন্তু তার উপর বিশ্বাস করাকে ঈমানের অংশ বলে স্বীকার করে না। কিন্তু সমস্ত আশয়ারী ও হানাফীগণের মতে আল্লাহ, রসুল ও শরীয়তের উপর বিশ্বাস না করলে ঈমান হতে পারে না। এতে বুঝা গেল যে, হানাফীগণের ও মুরজিয়াদের মতের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। কাজেই এতে হানাফীগণ কিছুতেই মুরজিয়া হতে পারে না।

أو ظن أن الأشعرى مبتدع ... فلقد أساء وباء بالخسران

(৭-৮) যে ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চয় (ইমাম) আবু হানীফা র. বিদয়াত মতাবলম্বী ছিলেন, সে ব্যক্তি প্রলাপোক্তিকারী। কিংবা যে ব্যক্তি ধারণা করেছে যে, নিশ্চয় (ইমাম) আশয়ারী বিদয়াতী, অবশ্য অবশ্য সে মন্দ কার্য করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

كل إمَام مقتد ذُو سنة ... كالسيف مسلولا على الشَّيْطَان

(৯) তাঁদের প্রত্যেক ইমাম (ইসলাম জগতের) নেতা, সুন্নতের অনুসরণকারী এবং শয়তানের উপর উলঙ্গ তরবারির তুল্য ছিলেন।"

وَأَبُوحنيفَة هَكَذَا مَعَ شَيخنَا ... لَاشئ بَينهمَا من النكران

(১০) এইরূপ (ইমাম) আবু হানীফা র. আমাদের নেতা (ইমাম) আশয়ারীর সহযোগী, উভয়ের মধ্যে এরূপ মতান্তর নেই যে, (একে অন্যের প্রতি) ইনকার [বিরোধীতা] করেন।

وكذاك أهل الرَّأي مَعَ أهل الحَدِيث ... فى الاعْتِقَاد الْحق متفقان

(১১) এইরূপ আহলে রায় (ইজতিহাদ শক্তিসম্পন্ন দল) ও হাদীস তত্ত্ববিদগণ সত্য আকীদায় এক মতাবলম্বী ছিলেন।

مَا ان يكفر بَعضهم بَعْضًا وَلَا أزرى عَلَيْهِ وسامه بهوان

(১২) তাঁদের একে অন্যকে কাফের বলেন নি, একে অন্যকে অবজ্ঞা ও হেয় জ্ঞান করেন নি।

هَذَا صِرَاط الله فَاتبعهُ تَجِد ... فى الْقلب برد حلاوة الْإِيمَان

(১৩) এটি খোদার পথ, অনন্তর তুমি এর অনুসরণ কর। (তা হলে) তুমি অন্তরে ঈমানের মিষ্টতা, স্নিগ্ধতা অনুভব করবে।

وتراه يَوْم الْحَشْر أَبيض وَاضحاً ... يهدى إِلَيْك رسائل الغفران

(১৪) এবং কিয়ামতের দিবসে তা শুভ্র, উজ্জল দর্শন করবে এবং তোমার দিকে ক্ষমালিপি সকল প্রেরিত হবে।

وَعَلِيهِ كَانَ السَّابِقُونَ عَلَيْهِم ... حلل الثَّنَاء وملبس الرضْوَان

(১৫) এর উপর প্রাচীন বিদ্বানগণ ছিলেন। তাঁদের উপর প্রশংসার চাদর ও সন্তোষের পরিচ্ছদসমূহ (নাযিল) হোক।

والشافعي وَمَالك وَأَبُو حنيفَة ... وَابْن حَنْبَل الْكَبِير الشان

درجوا عَلَيْهِ وخلفونا إثرهم ... إن نتبعهم نَجْتَمِع بجنان

(১৬-১৭) এবং (ইমাম) শাফেয়ী, (ইমাম) মালেক, (ইমাম) আবু হানীফা মহামর্যাদাধারী। (ইমাম) আহমদ এর অনুসরণ করেছিলেন এবং আমাদেরকে তাঁদের পশ্চাতে ত্যাগ করে গিয়াছেন, যদি আমরা তাদের পায়রবি করি, তবে বেহেশতে একত্রিত হবো।

أو نبتدع فلسوف نصلى النَّار مذمومين ... مدحورين بالعصيان

(১৮) কিংবা যদি আমরা নতুন (বিদয়াত) মতের সৃষ্টি করি, তবে অচিরে লাঞ্ছিত ও পাপে ধৃতাবস্থায় দোযখে উপস্থিত হবো।"

ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনের টীকা, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠায় আছে,

এটা জানা কর্তব্য যে, ইমাম আবুল হাসান [আশয়ারী] ও আবু মনসুর [মাতুরিদী] এতদুভয়ের প্রত্যেকে স্বকপোলকল্পিত কোন নতুন মত প্রকাশ করেন নি। নিজ হতে কোন মাযহাব সৃষ্টি করেন নি। প্রাচীন বিদ্বানগণের মত সমূহের সমর্থন করেছেন। হযরত রসুলে খোদা সা.-এর সাহাবাগণ যে মত ধারণ করতেন, তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। একজন ইমাম শাফেয়ীর মত ও দলীলসমূহের এবং অন্যজন ইমাম আবু হানীফার মত ও দলীলসমূহের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে বিদয়াত ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সাথে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন।

ইমাম আশয়ারী, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মাসয়ালা-মাসায়েল অনুযায়ী নিজের কিতাবগুলো রচনা করেছেন। তিনি পুরুষ পরম্পরায় উক্ত মাসয়ালাগুলো শিক্ষা করে তৎসমূদয়ের সরলার্থ প্রকাশ করেছেন। এইরূপ (ইমাম আবু মনসুর) মাতুরিদী শিক্ষকগণের পরম্পরায় ইমাম আবু হানীফার স্পষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ হতে উক্ত মাসয়ালাগুলো শিক্ষা করেছিলেন।

১৪ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ আছে,

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদ্বয় প্রথম শতাব্দীতে দ্বীনের আকায়েদ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা তৎসমস্ত সপ্রমাণ করেছিলেন।

'তাবসিরায়ে বাগদাদিয়ায়' আছে, সুন্নত জামায়াতভুক্ত ফকীহ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদগণের মধ্যে প্রথমেই (ইমাম) আবু হানীফা র. সুন্নত জামায়াতের সাহায্যকল্পে ফিকহে আকবর ও রিসালা [কিতাবুল অসিয়ত] কিতাবদ্বয় রচনা করেছিলেন। তিনি খারেজী, শিয়া, কাদারিয়া ও নাস্তিক দলের সাথে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন। উক্ত দলের নেতারা বসরাতে থাকত। ইনি কুড়ির অধিকবার তথায় গমন করেছিলেন এবং স্পষ্ট দলীলসমূহ দ্বারা তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। ইনি আকায়েদ তত্ত্বে এরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন যে, তিনি লোকদের মধ্যে প্রধান হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মহা মহা শিষ্যগণ তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। .. ইমাম মনসুর মাতুরিদী তাঁর শিষ্যগণের পরম্পরায় ধারাবাহিকরূপে উক্ত মাসয়ালাগুলো শিক্ষা করেছিলেন।

উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফার ১১পৃষ্ঠায় আছে,

والناس الآن مطابقون على ان اصحاب السنة والجماعة هم اهل المذاهب الأربعة مثل ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد

"বর্তমানকালে লোকে (বিদ্বানগণ) ইজমা করেছেন যে, (ইমাম) আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ এই চার ইমামের মাযহাবালম্বীগণই সুন্নত জামায়াত।"[১১]

---

[১১]. আশইয়াতুল্লুমআতের ১ম খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় আছে,"সুন্নত জামায়াত-ই বেহেশতী ফিরকা। অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত এবং হাদীসসমূহের অনুসন্ধানে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, প্রাচীন সাহাবা তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী সম্প্রদায় এইরূপ আকীদা ও তরীকার উপর ছিলেন। আর বিদয়াত মাযহাব ও মতসমূহ প্রথম যামানার পরে সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন লোকদের মধ্যে কেউ এইরূপ মতধারী ছিলেন না এবং তাঁরা এইরূপ বিদয়াত মত হতে নির্মল ছিলেন। এই বিদয়াত মত প্রকাশ হলে তখনকার বিদ্বানগণ উক্ত বিদয়াতী দলের সঙ্গ ও প্রীতি প্রণয় বর্জন করেছিলেন।

প্রসিদ্ধ হাদীস লেখক বিদ্বানগণ, চারজন ফিকাহ তত্ত্ববিদ ইমাম এবং তাদের দলভুক্ত ইমামগণ উক্ত সুন্নত জামায়াতের মতের অনুসরণ করেছিলেন। আশয়ারী ও মাতুরিদী দলভুক্ত আকায়েদের ইমামগণ প্রাচীন বিদ্বানগণের মাযহাব সমর্থন করেছেন এবং হযরতের সুন্নত, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণের ইজমা সমর্থিত মতকে

দৃঢ় সপ্রমাণ করেছেন। এই হেতু তাঁরা সুন্নত জামায়াত নামে অভিহিত হয়েছেন। এদের মত ও আকীদা প্রাচীন। হাদীসসমূহের পায়রবি ও প্রাচীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অনুসরণ করা এদের তরীকা। প্রাচীন ও বিচক্ষণ পীরগণ এই মতের উপর ছিলেন।

মিরকাত ১ম খণ্ডের ২০৪ ও ২০৫ পৃষ্ঠায় আছে, "হযরতের সুন্নতের ও তার পরবর্তী সত্যপরায়ণ খলীফাগণের সুন্নতের অনুসরণকারী দল নাজী (বেহশতী) ফিরকা। এতে সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সুন্নত জামায়াত ফিরকা।

যারা হযরত ও সাহাবাগণের অনুরূপ আকীদা ধারণ করেন এবং তাদের কাজের ন্যায় কাজ করেন, তাঁরাই সুন্নত জামায়াত। এই নাজী ফিরকা ইজমা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মুসলমান আলেমগণ যে মতের উপর ইজমা করেছেন তাই সত্য হবে। আর ইহার বিপীরত মত বাতিল।

নাজী ফিরকা হযরতের সুন্নত ও তরীকার জাহেরী ভাব আছে। তাকে শরীয়ত নামে অভিহিত করা হয়, ইহা সাধারণের পথ। তার বাতেনী ভাব আছে, তাকে তরীকত নামে অভিহিত করা হয়, ইহা খাস লোকের পথ। তার একটি দল আছে, যাকে হাকীকত নামে অভিহিত করা হয়, তা অতি খাস লোকের পথ।

যে মুজতাহিদ ও ফকীহগণ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয়ে হযরত নবী সা.-এর হাদীসের অনুসরণ করতে সমবেত হয়েছেন এবং অর্থ পরিবর্তন ও তাফসীর উল্লেখে বিদয়াত মত প্রকাশ করেন নেই, তারাই জামায়াত নামে অভিহিত।"

তামহীদে আবু শকরে ছালামি, ১৮৮ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত বলেছেন, তোমরা বড় জামায়াতের পায়রবি কর। আর বড় জামায়াতের মূল (হযরত) রসুলে খোদা সা. এর সাহাবাগণ ও তাদের অনুসরণকারী তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণ ছিলেন। যথা আবু সাইদ খুদরী, হাসান ইবনে আবি সাইদ বসরী, সুফিয়ান ছাওরি, আওযায়ী, আলকামা, আসওয়াদ, নাখয়ী, শা'বী, মালেক, হাম্মাদ বিন আবি লায়লা, আবু হানীফা এবং তাদের অনুসরণকারী তাদের পরবর্তী শিষ্যগণ ছিলেন, যথা কাজী আবু ইউসুফ মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী, যুফার, হাসান বিন যিয়াদ, দাউদ তায়ী, শাফেয়ী মোজান্না। আর খোরাসানের ফকীহগণের মধ্যে আবু মুতি বালখি, আবু সোলায়মান জুরজানী, আবু হাফ্ছ কাবির, বুখারী, শাকিক বিন ইবরাহীম, ইবারাহীম বিন আদহাম ছিলেন। এরা (ইমাম) জাফর বিন মুহাম্মদ সাদেক ও (ইমাম) আবু হানীফার শিষ্য ছিলেন। আর যে দীনের ফকীহগণ ও মুসলমানগণের জামায়াত হযরতের যামানা হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত

আহলে হাদীসদের একটি দাবি

মৌলবী আব্দুন্নুর, ৯:৪০- ১০:০০টা পর্যন্ত।

সুন্নত জামায়াত জান্নাতী। আর সুন্নত জামায়াত উক্ত দলকে বলা হয়, যারা নবী সা. ও সাহাবাগণের পথে চলেন এবং তারাই 'সাওয়াদে আযম' (বড় জামায়াত)। আমাদের মাযহাব এই যে, কুরআন হাদীসে যা আছে তা আমল করব এবং এর খেলাফ হলে ছেড়ে দিব। কেননা ইমামগণের মধ্যেও ইখতেলাফ (মতভেদ) আছে।

মৌলবী বাবর আলী বললেন, আমরা হানাফীগণের বিপক্ষে লোকের কথা পেশ করতে পারি, কিন্তু হানাফীগণ আমাদের বিপক্ষে কুরআন হাদীস ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োগ করলে গ্রাহ্য হতে পারে না।

তাদের পায়রবি করেছেন (তারা উক্ত দলভুক্ত)। এবার প্রমাণিত হলো যে, সাহাবাগণ, তাবেয়ীগণ, তাবা-তাবেয়ীগণ এবং কেয়ামত অবধি যে ফকীহগণ ও মুসলমানগণ তাদের অনুসরণ করবেন, তারাই সুন্নত জামায়াতভুক্ত হবেন।

আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে পূর্ব দেশের শহর সুমলে, চিনে, খোরাসান, তুরাণে [মধ্য এশিয়া], পশ্চিম দেশ ও তুর্কিস্থানে সত্যপরায়ণ ইমামগণ হয়েছেন। তাঁরা দীনের নিয়ম কানুন একই নিয়মে এবং একই তরীকায় দলীলসমূহ দ্বারা বিধিবদ্ধ করেছেন। তাদের দলীল কুরআন শরীফ, রসুলের হাদীস, সাহাবা ও উল্লিখিত তাবেয়ীগণের তরীকা। ইহাই আল্লাহ তায়ালার পথ, রাসুল সা. এবং মুসলমানগণের পথ।"

ঐ মাযহাব বিদ্বেষী দলের নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেব 'ইস্তেওয়া' কিতাবের ২য় পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যেরূপ ফুরুয়াত মাসয়ালায় নাজী (বেহেশতী) সুন্নত জামায়াতের মধ্যে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী এই চার দল হয়েছেন। সেইরূপ আকায়েদেও নাজী সুন্নত জামায়াত তিন দল হয়েছেন। হানাবেলা, মাতুরিদিয়া ও আশয়ারীয়া। হানাবেলা ইমাম আহমদের অনুসরণকারীগণ, মাতুরিদিয়া ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদীর অনুসরণকারীগণ; ইনি পুরুষ পরম্পরায় ইমাম আবু হানীফার শিষ্য হয়েছেন। আশয়ারীয়া ইমাম আবু হাসান আশয়ারীর অনুসরণকারীগণ। মালেকীগণ, শাফেয়ীগণ ও হাম্বলীগণ (আকীদার ক্ষেত্রে) তার অনুসারী। উক্ত চার মাযহাবাবলম্বীগণ বা তিন শ্রেণী আকায়েদ মতাবলম্বিগণ একে অন্যকে কাফের বা গোমরাহ (ভ্রান্ত) বলেন না। যে ব্যক্তি তাদের অনুরূপ আকীদা ধারণ করেন, সেই ব্যক্তিই সুন্নী।

আহলে হাদীসদের সুন্নী না হওয়ার কারণ

মাওলানা মুলতানী ১০:০০-১০:২০টা পর্যন্ত।

সুন্নত জামায়াত বেহেশতী ফিরকা। কিন্তু আহলে হাদীস কোথা হতে নাজী ফিরকা হলেন? হিন্দুস্থানের আহলে কুরআন সম্প্রদায় নাজী ফিরকা হওয়ার দাবি করে থাকেন, তারা কি হবেন?

যদি কুরআন ও হাদীসে এইরূপ নাম রাখার প্রমাণ দেখাতে না পারেন, তবে এইরূপ নামকরণ তাদের মতানুযায়ী শিরক, বিদয়াত হবে কিনা?

চার ইমাম হযরত ও সাহাবগণের মত ধারণ করে নাজী ফিরকা হয়েছেন।

কুরআন ও হাদীসে ইজমা ও কিয়াস মান্য করার হুকুম হয়েছে। সাহাবাগণ ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়তের দলীল বুঝে মান্য করে নিয়েছেন।

আপনারা তো ইজমা ও কিয়াস মান্য করেন না। তবে কিরূপে কুরআন হাদীস ও সাহাবাগণের তাবেদার অথবা নাজী ফিরকা হবেন?

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের যে যে শর্ত ও নাম স্থির করেছেন, সেগুলো তো কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের মত নয়। আপনারা তো সেগুলো মান্য করে থাকেন, তবে কিরূপে আপনারা কুরআন হাদীস ও সাহাবাগণের তাবেদার হবেন?

ইমাম বুখারী প্রমূখ বিদ্বানগণের মত ধারণ করে তা আল্লাহ ও রসুলের উপর মিথ্যা দোষারোপ হলো কিনা?

হযরত বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন নিজের স্থান দোযখে স্থির করে রাখে।"

এবার নানা লোকের মতকে হযরতের মত অথবা মোহাম্মাদী বা আহলে হাদীস হওয়ার দাবি করে জাহান্নামী হবেন কি না?

কুরআন ও হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। সাহাবাগণও ফুরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করেছিলেন। ইমামগণও সেই হেতু ফুরুয়াত মাসায়েলে কতেক সংখ্যক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করেছিলেন। আপনারা ইমামগণের উপরোক্ত প্রকার ইখতেলাফী মাসায়েলকে ইনকার [অস্বীকার] করে কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণকে ইনকার করলেন। এজন্য সুন্নত জামায়াত হতে খারিজ হয়ে গেলেন কি না?

আপনারা সাহাবাগণের মত ও কথাকে দলীল বলে স্বীকার করেন না। এর প্রমাণ আপনাদের নেতাদের লিখিত 'তানবীরুল আইনাইনের' ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় ও রওজায়ে নাদিয়ার ৪৯ ও ৬৫ পৃষ্ঠায় আছে।

আপনারা যদি সাহাবাগণের পায়রবি করতেন, তবে ২০ রাকায়াত তারাবীহ পড়তেন বরং আপনাদের নেতারা ২০ রাকায়াত তারাবীহ প্রচলন করার জন্য হযরত ওমর রা. কে বিদয়াতী বলেছেন।

মৌলবী বাবর আলী দাবি করেছেন, হানাফীগণ কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু পেশ করলে তাঁরা মান্য করবেন না, কিন্তু তাঁরা হানাফীগণের বিরুদ্ধে যে কারোর কথা পেশ করতে পারবেন।

কুরআন শরীফের এই আয়াত, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ "তোমরা লোককে নেকী করার উপদেশ দিয়ে থাক অথচ নিজেরা ভুলে যাও।"

এই আয়াতটি তার মতো মৌলবীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে নাকি? কুরআন ও হাদীসে বিদ্বানগণের ইজমা ও ইমামগণের কিয়াস করার তাকিদ হয়েছে। আর যখন এই নব্যদল কোন লোকের মত মান্য করবেন না, তখন ইজমা ও কিয়াস অমান্য করে আল্লাহ ও রসুলকে অমান্য করলেন।

ইমাম বুখারী প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ মনোক্তি মতে যে হাদীসের যেরূপ নাম ও শর্ত স্থির করেছেন, যে হাদীসটিকে সহীহ ও যইফ, যে রাবীকে যোগ্য ও অযোগ্য বলেছেন, এই নব্যদল তাকে ওহীর তুল্য জ্ঞান করেন। এবার তারা কুরআন, হাদীস ব্যতীত লোকের কিয়াসকে হাদীসের তুল্য ও অকাট্য সত্য জেনে নিজেদের দাবিতে মিথ্যাবাদী সাজলেন কিনা?

মুহাদ্দিসগণের মনোক্তি মত মান্য করে যাদের রক্ত-মাংস বর্ধিত হয়েছে, তারা আবার হানাফীগণকে বলেন যে, লোকের মত তাদের নিকট গ্রহণীয় হবে না, **এটাই জগতের দশম আশ্চার্য**।

মৌলবী বাবর আলী যেন মুহাদ্দিসগণের কোন মত নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য হানাফীগণের সামনে পেশ না করেন। এইরূপ কল্পনায় সমস্ত হাদীসের কিতাব তাদের নিকট বেকার হয়ে গেল।

'উলূল আমর' দ্বারা ফকীহ উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বললেন, কুরআন শরীফের সূরা নিসার ১১ নং রুকুতে আছে,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"যদি তাদের নিকট কোন শান্তি কিংবা ভয়ের সংবাদ উপস্থিত হয়, তবে তারা তা প্রকাশ করে ফেলে। আর যদি তারা ঘটনাটি রসূলের দিকে এবং তাদের মধ্যে উলুল আমরের দিকে উপস্থিত করত, তবে তাদের মধ্যে যারা তা 'ইসতেম্বাত' (ইজতিহাদ) করে আবিষ্কার করে তারা অবশ্য তা অবগত হতো।"

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী 'তাফসীরে কাবীর' নামক বৃহৎ কিতাবের ৩য় খণ্ডের ২৭৯ ও ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'উলূল আমরের' ব্যাখ্যায় দুই প্রকার মত আছে। প্রথম আলেম ও জ্ঞানীগণ, দ্বিতীয় সেনাপতিগণ। দ্বিতীয় মত পেশকারীগণ শেষ মতটি প্রবল করণেচ্ছায় বলেছেন, যারা লোকের উপর হুকুম চালাতে পারেন, তাঁরাই 'উলূল আমর' নামে অভিহিত। আমীরগণ উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে আলেমগণ উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নয়; এর উত্তর এই যে, আলেমগণ আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। অন্যান্য লোকের পক্ষে তাদের মত মান্য করা ওয়াজিব, এই সুত্রে তাঁদের 'উলূল আমর' নামে অভিহিত হওয়া বিচিত্র নয়। এর প্রমাণ এই আয়াত "যেন তারা ধর্মসম্বন্ধে ফকীহ হন এবং যেন তাদের স্বজাতিগণকে ভীতি প্রদর্শন করেন যে সময় তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্ভবত তারা (অন্যায় কার্য হতে) বিরত থাকবে।" আল্লাহ তায়ালা আলেমদের ভীতি প্রদর্শনে লোকদের (গোনাহ) হতে বিরত থাকা ওয়াজিব করেছেন। এই জন্য তাঁদের উপর 'উলূল আমর' শব্দ প্রয়োগ করা জায়েয হবে।

এই আয়াতে আরবী 'ইসতিম্বাত' [استنباط] শব্দ আছে। তার অর্থ ফকীহ ব্যক্তির নিজ ইজতিহাদ বুদ্ধিবলে গুপ্ততত্ত্ব (ফিকহ) আবিষ্কার করা।

এই আয়াতে সপ্রমাণ হয় যে, কিয়াস শরীয়তের একটি দলীল। কেননা যারা ইজতিহাদ ও বুদ্ধিবলে এর গুপ্ততত্ত্ব (ফিকহ) আবিষ্কার করেন, এই পদটি উক্ত উলূল আমরের বিশ্লেষণ (সিফাত) রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যাদের নিকট শান্তি

কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ উপস্থিত হয়, তাদের পক্ষে এর তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য 'উলূল আমরের' দিকে রুজু করা ওয়াজিব করেছেন। এরা যে এই ঘটনাবলীর তত্ত্বজ্ঞান লাভে উক্ত উলূল আমরের দিকে রুজু করবেন (এটি দুই প্রকার হতে পারে)। প্রথম এই যে, উক্ত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট দলীল (কুরআন ও হাদীস) পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় এই যে, উক্ত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট দলীল পাওয়া যাবে না। প্রথম সূত্রটি বাতিল। কেননা এক্ষেত্রে ইসতিম্বাত শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে না, কারণ যে ব্যক্তি কোন ঘটনায় স্পষ্ট দলীল উল্লেখ করেন, তার পক্ষে এটি বলা যেতে পারে না যে, তিনি ইসতিম্বাত (তত্ত্বাবিষ্কার) করেছেন।

এতে সপ্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এরূপ ব্যক্তির দিকে উপস্থিত ঘটনা পেশ করতে হুকুম করেছেন যিনি ইজতিহাদ ও বুদ্ধিবলে তৎসম্বন্ধের ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে পারেন। যদি ইজতিহাদ ও বুদ্ধিবলে গুপ্ততত্ত্ব (ফিকহ) আবিষ্কার করা (শরীয়তের) দলীল না হতো, তবে তিনি কখনও শরীয়তের হুকুমপ্রাপ্ত লোককে এর হুকুম করতেন না। এটিতে 'ইসতিম্বাতের' দলীল হওয়া সপ্রমাণ হয়ে গেল। আর কিয়াস 'ইসতেম্বাতকেই' বলে, কিংবা ইসতিম্বাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, কাজেই কিয়াসের দলীল হওয়া অনিবার্য হলো।"

এরপরে তিনি আরও লিখেছেন,

الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مَا لَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ بَلْ بِالِاسْتِنْبَاطِ. وَثَانِيهَا: أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ. وَثَالِثُهَا: أَنَّ الْعَامِّيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ. وَرَابِعُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُكَلَّفًا بِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالرَّدِّ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَصِّصْ أُولِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ دُونَ الرَّسُولِ وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ كُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِالِاسْتِنْبَاطِ.

উক্ত আয়াতে কয়েকটি বিষয় সপ্রমাণ হয়। **প্রথম** এই যে, কতগুলো ঘটনার আহকাম (ব্যবস্থা) এরূপ আছে যা স্পষ্ট দলীল দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, বরং 'ইসতিম্বাতের' (ইজতিহাদের) দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় ইসতিম্বাত (কিয়াস)ও একটি দলীল।

তৃতীয় সাধারণ লোকের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীর আহকাম (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে আলেমগণের (ইজতিহাদ শক্তিসম্পন্ন বিদ্বানগণের) তাকলীদ (মতালম্বন) করা ওয়াজিব।

চতুর্থ (হযরত) নবী সা. ইজতিহাদ কর্তৃক আহকাম আবিষ্কার করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন, কেননা আল্লাহ তায়ালা রসুল ও উলূল আমরের দিকে রুজু করতে হুকুম করেছেন। তারপরে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে যারা ইজতিহাদ কর্তৃক উক্ত বিষয় আবিষ্কার করে থাকেন। এস্থলে আল্লাহ তায়ালা রসুলকে বাদ দিয়ে কেবল উলূল আমরের জন্য উক্ত কার্যটি খাস করেন নি। এতেই সপ্রমাণ হয় যে, রসুল ও 'উলুল আমর' সকলেই ইজতিহাদ (কিয়াস) কর্তৃক আহকাম আবিষ্কার করতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

তাফসীরে নায়সাপুরী ৫ম খণ্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় আছে,

قالت العلماء: في الآية دلالة على أن القياس حجة لأنهم أمروا أن يرجعوا في معرفة الوقائع إلى أولي الأمر من المستنبطين. فرواية النص لا تكون استنباطا فهو إذن رد واقعة إلى نظيرها وهو القياس.

"**বিদ্বানগণ** বলেছেন, উক্ত আয়াতে সপ্রমাণ হয় যে, কিয়াস (শরীয়তের) একটি **দলীল**। কেননা লোকে উপস্থিত ঘটনাবলীর তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিয়াসী মাসয়ালা আবিষ্কারক উলূল আমরের দিকে রুজু করতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্পষ্ট দলীল উল্লেখ করা 'ইসতেম্বাত' হতে পারে না। কাজেই একটি ঘটনাকে এর নজিরের উপর পেশ করাকেই 'ইসতিম্বাত' বলা হয়, এটাই কিয়াস।"

এই দেখুন মাযহাব বিদ্বেষীদিগের পরম গুরু নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেব তাফসীরে 'ফতহুল বায়ানে'র ২য় খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কী লিখেছেন,

وفي الآية إشارة إلى جواز القياس، وأن من العلم ما يدرك بالنص وهو الكتاب والسنة ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس عليهما.

"উক্ত আয়াতে কিয়াস জায়েয হওয়া সপ্রমান হয়, আর কতেক ইলম (আহকাম) স্পষ্ট দলীল অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস দ্বারা অবগত হওয়া যায়। আর কতেক ইলম 'ইসতিম্বাত' কর্তৃক অবগত হওয়া যায়, উক্ত কুরআন ও হাদীসের উপর কিয়াস করাকে 'ইসতিম্বাত' বলা হয়।"

এইরূপ তাফসীরে খাজেনের ১ম খণ্ডের ৪৭০ পৃষ্ঠায় আছে।

ইমাম আবদুল ওহাব শায়ারানী 'মিজানে শায়ারানী' কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যেরূপ শরীয়তে প্রবর্তকের স্পষ্ট দলীল কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করা ওয়াজিব সেইরূপ উক্ত মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও কিয়াস অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কেননা হযরত নবী সা. কুরআন শরীফের (নিম্নোক্ত) আয়াতের অনুসরণপূর্বক তাঁদের জন্য আহকাম সম্বন্ধে ইজতিহাদ (করা) মুবাহ বলেছেন, (আয়াতটি এই) – [وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ] "আর যদি তারা উক্ত বিষয়টি রসুলের দিকে এবং তাঁদের মধ্যে উলূল আমরের দিকে উপস্থিত করতেন, তবে তাদের মধ্যে যারা তা ইজতিহাদ করে আবিষ্কার করতে পারেন অবশ্য তাঁরা তা অবগত হতেন।"

আর এটি অজ্ঞাত নয় যে, ইজতিহাদ কর্তৃক গুপ্ততত্ত্ব (ফিকহ) আবিষ্কার করা মুজতাহিদগণের বিশিষ্ট কাজ (পদ)। কাজেই এইরূপ ব্যবস্থা বিধান করা শরীয়ত প্রবর্তকের (আল্লাহ ও রসুলের) হুকুম অনুযায়ী হলো।"

আরও দেখুন মাযহাব বিদ্বেষীগণের নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেব উক্ত তাফসীরে ফতহুল বায়ানের ২য় খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

واعلم أن هذه الآية الشريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب.

أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فدلت على وجوب متابعة الكتاب والسنة. وقوله تعالى (وأولي الأمر منكم) يدل على أن إجماع الأمة حجة لأن الله تعالى أمر بطاعتهم على سبيل الجزم، وهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والمراد بهم أهل الحل والعقد، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. وقوله (فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول) يدل على أن القياس حجة

এই পবিত্র আয়াতে 'উসূলে ফিকহ' বিদ্যার অধিকাংশ সপ্রমাণ হয়। কেননা ফকীহগণ ধারণা করেছেন যে, শরীয়তের দলীল চারটি – কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। এই আয়াতে উক্ত চারটি দলীল এই নিয়মে সপ্রমাণ হয় যে, "খোদা তায়ালার তাবেদারি কর এবং রসুলের তাবেদারি কর।" এই অংশ দ্বারা কুরআন ও

হাদীসের তাবেদারি কর এবং রসুলের তাবেদারি কর।" এই অংশ দ্বারা কুরআন ও হাদীসের তাবেদারি ওয়াজিব হওয়া সপ্রমাণ হয়। "আর উলূল আমরের (তাবেদারি কর)" এই অংশে সপ্রমাণ হয় যে, উম্মতের ইজমা একটি দলীল। কেননা আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়রূপে তাদের তাবেদারি করতে হুকুম করতে বলেছেন, এতে দায়িত্বসম্পন্ন বিদ্বানগণের একমত হওয়া বুঝা যায়। কাজেই এতে নিশ্চিতরূপে উম্মতের ইজমা দলীল হওয়া সপ্রমাণ হয়। "অনন্তর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর, তবে আল্লাহ ও রসুলের দিকে উক্ত বিষয়টি উপস্থিত কর।" এই অংশটুকুতে সপ্রমাণ হয় যে, কিয়াস একটি দলীল।

এই দেখুন মাযহাব বিদ্বেষীগণের নেতা মৌলবী সুলতান আহমদ সাহেব 'তাজকিরুল ইখওয়ান' কিতাবের ১১৬ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যে মাসয়ালা কুরআন শরীফে বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত নেই, এর হুকুম হাদীস শরীফ হতে জেনে নিবে। আর যে মাসয়ালা হাদীস শরীফে উল্লিখিত না হয়, তা পয়গম্বর সা.-এর সাহাবাগণের ইজমা হতে জেনে নিবে। ... আর যে মাসয়ালা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি অর্থাৎ সাহাবাগণের সময় হয় নাই, উক্ত মাসয়ালায় মুজতাহিদগণের সহীহ কিয়াস অনুযায়ী আমল করবে। কিন্তু উক্ত মুজতাহিদের এরূপ হওয়া চাই যে, তার ইজতিহাদ এই উম্মতের অধিকাংশ মুসলমান আলেম স্বীকার করে নিয়ে থাকেন। যেরূপ ইমাম আযম, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ছিলেন।

আরও উক্ত কিতাবের ১১৯ পৃষ্ঠায় আছে, "কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমা হতে দ্বীনের কথা প্রমাণিত হয়।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মাযহাব বিদ্বেষীগণ শরীয়তের দুইটি দলীল অমান্য করলেন- ইজমা ও কিয়াস। কিন্তু এই ইজমা ও কিয়াস মান্য করা ওয়াজিব। এই ইজমা ও কিয়াসে যে কয়েক সহস্র মাসয়ালা সপ্রমাণ হয়েছে, এই দল তৎসমূদয় অমান্য করে প্রকৃতপক্ষে কুরআন হাদীস অমান্য করলেন এবং সুন্নত জামায়াত হতে খারিজ হয়ে গোমরাহ বা বিদয়াতী দলভূক্ত হয়ে গেলেন। আর যদি তৎসমুদয় মান্য করার কথা স্বীকার করেন, তবে চার ইমামের মধ্যে কোন একজনের মত মান্য করতে বাধ্য হবেন। যেরূপ তাদের দলভূক্ত মৌলবী সুলতান আহমদ সাহেব 'তাজকীরুল ইখওয়ান' কিতাবে তা মেনে নিয়েছেন।

আহলে হাদীসদের কিছু প্রশ্ন

মৌলবী আবদুন্নুর ১০:২০- ১০:৪০টা পর্যন্ত।

আমরা আহলে হাদীস, হানাফীগণ কি আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিতে চান না? আমরা ইজমা কিয়াস মান্য করি। আমরা ইমাম আযম সাহেবকে সম্মান ও মান্য করি, তাঁকে মন্দ বলি না।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' কিতাবে লিখেছেন, "ইমাম আবু হানীফা র. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত না হন, তিনি যেন আমার কথার উপর ফতোয়া না দেন।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি হাদীস সহীহ হয় তবে তাই আমার মাযহাব। যে সময় আমার কথাকে হাদীসের খেলাফ দেখ, তখন হাদীস অনুযায়ী আমল কর এবং আমার কথাকে প্রাচীরের উপর নিক্ষেপ কর।

ইমাম আহমদ বলেছেন, তুমি আমার তাকলীদ করো না, মালেকের তাকলীদ করো না, আওজায়ির তাকলীদ করো না, নাখয়ী প্রমূখের তাকলীদ করো না এবং তাঁরা যেরূপ কুরআন ও হাদীস থেকে আহকাম প্রকাশ করেছেন, সেরূপ তোমরাও তথা হতে আহকাম গ্রহণ কর।"

এতে ইমামগণের তাকলীদ বাতিল হয়ে গেল।

এরপর **মৌলবী বাবর আলী** দণ্ডায়মান হয়ে মৌলবী আব্দুন্নুর উর্দু বক্তৃতার বাংলা শুনিয়ে বসে পড়লেন।

মাওলানা মুলতানী-১০:৪০-১১:০০টা পর্যন্ত।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফের সুরা তাওবার ১৫ রুকুতে বলেছেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"অনন্তর তাদের প্রত্যেক দল হতে কয়েকজন কেন বের হয় না এই জন্য যে, তারা ধর্ম (দ্বীন) সম্বন্ধে ফকীহ হন এবং আরও এই জন্য যে, তাঁদের স্বজাতিগণকে ভীতি প্রদর্শন করেন যখন তারা উক্ত দলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। বিশেষ সম্ভব যে, তারা (গোনাহ হতে) বিরত থাকতে পারে।"

এই দেখুন ইমাম রাযী 'তাফসীরে কাবীরের ৩য় খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আল্লাহ তায়ালা উক্ত আলেমগণের ভীতি প্রদর্শনে (উপদেশ প্রদানে) লোকদেরকে উপদেশ গ্রহণ করা ওয়াজিব করেছেন এবং ভীতি প্রদর্শিত (উপদেশ প্রাপ্ত) লোকদের তাঁদের তাকলীদ (মত গ্রহণ) করা ওয়াজিব করেছেন।"

এই দেখুন তাফসীরে খাজেন ও মায়ালিমুত তানযীলের ৩য় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যারা ইজতিহাদের পদপ্রাপ্ত না হয়েছেন, তাদের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীতে মুজতাহিদের তাকলীদ (মাযহাব মান্য) করা ওয়াজিব।"

إذا صح الحديث فهو مذهبي এর জবাব

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, মৌলবী আব্দুন্নুর সাহেব হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার ১২৬ পৃষ্ঠা হতে যে কথা উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ মিজানে শায়ারানীর ৫৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে-

قلت وهو محمول على من له قدرة استنباط الاحكام من الكتاب والسنة و الا فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على العامي لئلا يضل في دينه

"ইমাম শায়ারানী বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস হতে আহকাম প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন, তার জন্য উপরোক্ত কথাগুলো বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ্বানগণ স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাকলীদ (মাযহাব অবলম্বন) করা ওয়াজিব, নচেৎ সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে।"

সৈয়দ ছামহুদী 'ইকদুল ফরীদ' কিতাবে লিখেছেন,

قال الصيدلاني انما تنهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فاما من قصر عنها فليس له الا التقليد

"(ইমাম) সায়দালানি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইজতিহাদের দরজায় পৌছেছে (ইমাম) শাফেয়ী তাকে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইজতিহাদের পদ লাভ করতে পারে নি, তার পক্ষে তাকলীদ ব্যতীত উপায়ন্তর নেই।"

আরও মিজানে শায়ারানীর ১৯ পৃষ্ঠায় আছে,

فان قلت فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الاولى للشريعة التقليد بمذهب معين فالجواب نعم يجب عليه ذلك لئلايضل فى نفسه ويضل غيره

"যদি তুমি বল যে, যে ব্যক্তি শরীয়তে প্রথম ঝরণার [দলীল] সংবাদ অবগত না হয়েছে, তার পক্ষে কি নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব হবে? এর উত্তর এই যে, তার পক্ষে নির্দিষ্ট মাযহাব অবলম্বন করা ওয়াজিব। নচেৎ সে ব্যক্তি নিজে ভ্রান্ত (গোমরাহ) হবে এবং অন্যকে গোমারাহ করবে।"

আরও উক্ত কিতাব ৩০ পৃষ্ঠায় আছে,

وكان سيد علي الخواص رحمه الله تعالى اذا سأله انسان عن التقليد بمذهب معين الآن هل هو واجب ام لا، يقول له يجب عليك التقليد بمذهب ما دمت لم تصل الى عين الشريعة الاولى خوفا من الوقوع فى الضلالة وعليه عمل الناس اليوم.

"বর্তমানকালে কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অবলম্বন করা সম্বন্ধে যখন কোন ব্যক্তি সৈয়দ আলী খাওয়াছ র. কে জিজ্ঞাসা করত যে তা ওয়াজিব কিনা? (তদুত্তরে) তিনি তাকে বলতেন যে, যতক্ষণ তুমি শরীয়তের প্রথম ঝরনার নিকট উপস্থিত না হও, ততক্ষণ গোমরাহীতে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় তোমার প্রতি এক মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। বর্তমানকালে (জগতের) লোকেরা (মুসলমানরা) এক এক মাযহাব অবলম্বন করে আছেন।"

৩৭ পৃষ্ঠায় আরও রয়েছে,

وقد قدمنا فى ايضاح الميزان وجوب اعتقاد الترجيح على كل من لم يصل الى الإشراف على العين الاولى من الشريعة المطهرة وبه صرح امام الحرمين وابن السمعانى والغزالى والكياالحراسى وغيرهم وقالوا لتلاميذهم عليكم التقييد بمذهب امامكم الشافعى ولا عذر لكم عند الله تعالى فى العدول عنه اه ولا خصوصية للامام الشافعى فى ذالك عند كل من سلم من التعصب بل كل مقلد الائمة يجب عليه اعتقاد ذالك فى امامه ما دام لم يصل الشهود عين الشريعة الاولى

"আমি ইতিপূর্বে ইজাহুল মিজান কিতাবে লিখেছি যে, যে কেউ শরীয়তের প্রথম ঝরনা পরিদর্শন করতে না পেরেছেন, তার পক্ষে নিজের ইমামের মাযহাবকে প্রবল ধারণা করা ওয়াজিব। ইমামুল হারামাইন, ইবনুস সাময়ানী, গাযালি, কায়ালহেরাছি প্রমূখ (ইমামগণ) এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা নিজেদের শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের পক্ষে তোমাদের ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা ওয়াজিব এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট উক্ত মাযহাব ত্যাগ করা সম্বন্ধে তোমাদের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

ইমাম শা'রানী বলেছেন, প্রত্যেক দ্বেষ, হিংসা বর্জিত ব্যক্তির নিকট এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর কোন বিশেষত্ব নেই, বরং ইমামগণের মাযহাব অবলম্বিগণের মধ্যে প্রত্যেকের পক্ষে যতক্ষণ সে ব্যক্তি শরীয়তের প্রথম ঝরণা পরিদর্শন করতে না পারে, ততক্ষণ নিজের ইমাম সম্বন্ধে তার উক্ত প্রকার ইতেকাদ (ভক্তি) রাখা ওয়াজিব।"

শাহ অলিউল্লাহর কিতাব থেকে মাযহাবের প্রমাণ

মৌলবী আব্দুন্নুর সাহেব যে মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেবকে সালিশ রূপে পেশ করেছেন, আমরাও তাঁর কথা এস্থলে পেশ করব।

তিনি উক্ত হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা কিতাবের ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

أَن هَذِه الْمذَاهب الْأَرْبَعَة الْمُدَوَّنَة المحررة قد اجْتمعت الْأمة – أَو من يعْتد بِهِ مِنْهَا – على جَوَاز تقليدها إِلَى يَوْمنَا هَذَا، وَفِي ذَلِك من الْمَصَالح مَا لَا يخفى لَا سِيمَا فِي هَذِه الْأَيَّام الَّتِي قصرت فِيهَا الهمم جدا، وأشربت النُّفُوس الْهوى وأعجب كل ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ

উম্মত অথবা উম্মতের বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা বর্তমানকাল অবধি এই সংগৃহীত বিধিবন্ধ চার মাযহাবের তাকলীদের জায়েয হওয়ার প্রতি ইজমা করেছেন। এই চার মাযহাব অবলম্বনে এত কল্যাণ আছে যা অব্যক্ত নয়। বিশেষত এই যামানায় যাদের (মানুষের) বিবেক বুদ্ধি নিতান্ত কম হয়ে পড়েছে, (লোকের) অন্তর প্রবৃত্তির দাসানুদাস হয়েছে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান আত্মগরিমায় উন্মত্ত হয়েছে।"

আরও তিনি ইনসাফ কিতাবের ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এই চার মাযহাব অবলম্বন করার তাকিদ (দৃঢ় আদেশ) এবং তা ত্যাগ করা ও তা হতে বের হওয়া কঠোর নিষেধ। হে পাঠক! তুমি জেনে রাখ যে, নিশ্চয় এই চার মাযহাব অবলম্বন করাতে মহাকল্যাণ হয় এবং তা অস্বীকার করাতে মহাঅনিষ্ট হয়। আমি তা কয়েকটি প্রমাণসহ বর্ণনা করছি।

প্রথম- এই যে, উম্মত ইজমা করেছেন যে, তারা শরীয়ত অবগত হওয়ার জন্য প্রাচীন বিদ্বানগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করবেন। তাবেয়ীগণ সাহাবাগণের প্রতি এবং তাবা-তবেয়ীনগণ তাবেয়ীগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন। এইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্বানগণ তাঁদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন।...

যখন প্রাচীন বিদ্বানগণের মতসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অনিবার্য হলো, তখন তাদের যে মতগুলোর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাবে, তৎসমূদয়ের সহীহ সনদে উল্লিখিত হওয়া কিংবা প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং স্থির সিদ্ধান্ত ও সুমীমাংসিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি উক্ত মতসমূহের উপরোক্ত প্রকার অবস্থা না হয়, তবে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে না। আর এই শেষ যামানায় এই চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাব উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নয়।

দ্বিতীয়- রসুলে খোদা সা. বলেছেন, "তোমরা বড় জামায়াতের পায়রবি কর।" যখন এই চার মাযহাব ব্যতীত সত্য মাযহাবসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে, তখন এই চার মাযহাবের পায়রবি করলে বড় জামায়াতের পায়রবি করা হবে। এবং এই চার মাযহাব ত্যাগ করলে বড় জামায়াত ত্যাগ করা হবে।

তৃতীয়- যখন ভাল যামানা বহুদিন গত হয়ে গিয়েছে এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত হয়েছে, তখন অসৎ বিদ্বানগণের, অত্যাচারী কাজীগণের এবং আপন আপন প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ফতোয়াদাতাগণের মতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে না। যতক্ষণ না তারা নিজেদের কথাকে প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক এরূপ প্রাচীন বিদ্বানের মত বলে প্রকাশ করেন– যিনি সত্যবাদিত্ব, সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বাসভাজনতায় বিখ্যাত হন এবং তার মত উপযুক্ত সনদে সুরক্ষিত থাকে। আর এরূপ ব্যক্তির মতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে না– যে ব্যক্তি ইজতিহাদের (ইমামত্বের) শর্তগুলো লাভ করেছে কিনা, তা আমরা অবগত নই।

এক্ষেত্রে যদি আমরা বিদ্বানগণকে প্রাচীন বিদ্বানগণের মাযহাব গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রত্যক্ষ করি, তবে তাঁরা যে মতগুলো উক্ত প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের উপর নির্ভর করে প্রকাশ করেছেন কিংবা কুরআন ও হাদীস হতে আবিষ্কার করেছেন, সে বিষয়ে তাঁরা সাধারণতঃ সত্যপরায়ণ বলে বিবেচিত হতে পারেন। আর যদি বিদ্বানগণের মধ্যে এরূপ ভাব প্রত্যক্ষ করতে না পারি, তবে তাদের মত সত্য জানা সুদূর পরাহত।

এই মর্মের প্রতি লক্ষ্য করে (হযরত) ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন 'যে, কপট ব্যক্তির কুরআন শরীফের সাথে বিরোধ ইসলামকে ধ্বংস করবে।'

(হযরত) ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, 'কেউ কারো অনুসরণ করতে চাইলে প্রাচীন লোকদের অনুসরণ করা কর্তব্য।'

শ্রোতাবৃন্দ, মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের কথায় প্রমাণিত হলো যে, চার মাযহাবের মাসয়ালাগুলো প্রধান সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মত হতে গৃহিত হয়েছে এবং সহীহ সনদে প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। আরও উক্ত চার মাযহাবের যাবতীয় মাসয়ালা সুমীমাংসিত, স্থিরসিদ্ধান্ত এবং উপযুক্ত ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকৃত হয়েছে। এজন্য উক্ত মাযহাবগুলোর মধ্যে কোন একটি গ্রহন করা ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালে এই চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাব সাহাবাগণের বা তাবেয়ীগণের মতসমূহ হতে গৃহীত হয় নি বা সহীহ সনদে উল্লিখিত হয় নি অথবা এর প্রত্যেক মাসয়ালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত মীমাংসা করা হয় নি, এই জন্য ওগুলো গ্রহণ করা জায়েয নয়।

হযরত সা. বড় জামায়াতের তাবেদারি করা ওয়াজিব বলে প্রকাশ করেছেন এবং বড় জামায়াতের বিরুদ্ধগামীকে জাহান্নামী বলেছেন। কাজেই বর্তমানকালে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাব গ্রহণ করলে, বড় জামায়াত ত্যাগ করে জাহান্নামী হতে হবে।

আরও প্রকাশ হলো যে, বর্তমানকালে চার মাযাহাব ব্যতীত মোহাম্মাদী, আহলে হাদীস [লা-মাযহাবী] ইত্যাদি সমস্ত মাযহাব বাতিল।

আরও যখন বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বেচ্ছাচার একালে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হয়েছে, তখন চার ইমামের মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন আলেমের নিজের মত গ্রহণীয় হতে পারে না।

আরও মুজতাহিদ ব্যতিত ইজতিহাদহীন ব্যক্তির মত গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। চার ইমামের মুজতাহিদ হওয়ার প্রতি বিদ্বানগণের ইজমা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানকালের কোন বিদ্বানের মুজতাহিদ হওয়া ইজমা কর্তৃক সপ্রমাণ হতে পারে না। কাজেই যার মুজতাহিদ হওয়া অনিশ্চিত, তার নিজের মত গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

হযরত ওমর রা. অনুপযুক্ত লোকের কুরআন শরীফের মর্ম প্রকাশ করাকে মুনাফেকী ও ইসলাম ধ্বংস বলে প্রকাশ করেছেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে,

বর্তমান নব মতধারীগণ ইজতিহাদহীন হয়েও যে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন, এটি মুনাফেকী ও ইসলাম ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত সা. আরও বলেছেন, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণের যামানা ভাল যামানা। তারপরে মন্দ যামানা হবে, মিথ্যাবাদিত্ব প্রকাশ হবে। একারণে হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রাচীন লোকগণের মত ধারণ করতে আদেশ করেছেন। আর চার ইমাম তাবেয়ীগণের নিকট শরীয়ত শিক্ষা করেছেন এবং তাঁরা সাহাবাগণের নিকট শরীয়ত শিক্ষা করেছিলেন। কাজেই চার ইমামের মাযহাব সাহাবাগণের অথবা রসুলের তরীকা হলো। এই জন্য তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হলো। পক্ষান্তরে নব মতধারীগণ শেষযুগে নিজেদের কল্পিত ও অমুলক মত প্রকাশ করেছেন, কাজেই তাদের মাযহাব গ্রহণ করা নাজায়েয।

শাহ অলিউল্লাহ্ দেহলবী 'ইকদুল জিদ' কিতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

تَفْصِيله أَن الْجَاهِل بِالْكتاب وَالسّنة لَا يَسْتَطِيع بِنَفسِهِ التتبع وَلَا الإستنباط فَكَانَ وظيفته أَن يسْأَل فَقِيها مَا حكم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَسْأَلَة كَذَا وَكَذَا فَإِذا أخبر تبعه سَوَاء كَانَ مأخوذا من صَرِيح نَص أَو مستنبطا مِنْهُ أَوْ مقيسا على الْمَنْصُوص فَكل ذَلِك رَاجع إِلَى الرِّوَايَة عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو دلَالَة وَهَذَا قد اتّفقت الْأمة على صِحَّته قرنا بعد قرن بل الْأُمَم كلهَا أتفقت على مثله فِي شرائعهم

ওয়াজিব তাকলীদের বিবরণ এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, সে ব্যক্তি নিজে মাসয়ালা অনুসন্ধান ও ইসতিম্বাত (আবিষ্কার) করতে অক্ষম, তার কর্তব্য এই যে, সে ব্যক্তি কোন ফকীহকে জিজ্ঞাসা করবে যে, হযরত রসুলে খোদা সা. অমুক অমুক মাসয়ালায় কি হুকুম দিয়েছেন? তারপরে যখন তিনি (তা) স্পষ্ট কুরআন ও হাদীস হতে গৃহীত হোক, কিংবা তা হতে 'ইসতিম্বাত' (আবিষ্কার) করেই হোক, তৎসমস্ত মত পরোক্ষভাবে হলেও (হযরত) নবী সা. এর রেওয়ায়েত বলে ধর্তব্য হবে। এইরূপ তাকলীদ সহীহ হওয়ার উপর প্রত্যেক যামানার উম্মতের ইজমা হয়েছে। বরং সমস্ত উম্মত নিজেদের শরীয়তের এইরূপ তাকলীদের উপর ইজমা করেছেন।

শ্রোতাবৃন্দ! বিপক্ষদলের মান্যবর শাহ্ ওলিউল্লাহ সাহেব এখানে মুজতাহিদগণের তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার প্রতি প্রত্যেক যামানার উম্মতের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

আরও তিনি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' কিতাবের ১১৩ পৃষ্ঠায় ও ইনসাফ কিতাবের ৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

ثمَّ إنَّهم تفرقُوا فِي الْبِلَاد وَصَار كل وَاحِد مقتدى نَاحيَة من النواحي، فكثرت الوقائع، ودارت الْمسَائِل، فاستفتوا فِيهَا، فَأجَاب كل وَاحِد حَسْبَمَا حفظه، أَو استنبط، وَإِن لم يجد فِيمَا حفظه أَو استنبط مَا يصلح للجواب – اجْتهد بِرَأْيِهِ، وَعرف الْعلَّة الَّتِي أدَار رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا الحكم فِي منصوصاته، فطرد الحكم حَيْثُمَا وجدهَا لَا يألوا جهدا فِي مُوَافقَة غَرَضه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فَعِنْدَ ذَلِك وَقع الِاخْتِلَاف بَينهم.

"অতঃপর নিশ্চয় সাহাবাগণ বিভিন্ন শহরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং প্রত্যেকে এক এক অঞ্চলের ইমাম হলেন। তারপরে বহু ঘটনা সংঘটিত হলো এবং মাসয়ালা-মাসায়েল উপস্থিত হলো। এতে তাঁরা তৎসম্বন্ধে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কাজেই প্রত্যেকে যেরূপ (কুরআন হাদীস) স্মরণ রাখতেন কিংবা (উভয়) হতে 'ইসতিম্বাত' (আবিষ্কার) করতে পারতেন, তদানুযায়ী ব্যবস্থা দিতে লাগলেন। আর যা স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন এবং আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তা যদি (জিজ্ঞাসিত মাসায়েলের) ব্যবস্থা প্রদানের পক্ষে উপযুক্ত মনে না করতেন, তবে নিজেদের রায় দ্বারা কিয়াস করতেন এবং (হযরত) রসুলে খোদা সা. যে কারণটি লক্ষ্য করে স্পষ্ট হুকুমগুলোতে ব্যবস্থা প্রদান করতেন, সেই কারণটি অবগত হতেন। এরপরে যে কোন স্থলে কারণটি পেতেন উক্ত প্রকার ব্যবস্থা প্রদান করতেন, এবং (হযরত) নবী সা. এর উদ্দেশ্য সমর্থনে ক্রটি করতেন না। সেই সময় তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি হয়।

তিনি প্রথমোক্ত কিতাবের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ও শেষোক্ত কিতাবের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন,

وَبِالْجُمْلَةِ فاختلفت مَذَاهِب أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأخذ عَنْهُم التابعون كل وَاحِد مَا تيَسّر لَهُ فحفظ مَا سمع من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومذاهب الصَّحَابَة وعقلها وَجمع الْمُخْتَلف على مَا تيَسّر لَهُ وَرجح بعض الْأَقْوَال فَعِنْدَ ذَلِك صَار لكل عَالم من عُلَمَاء التَّابِعين مَذْهَب على حياله وانتصب فِي كل بلد إِمَام

"মূলকথা এই যে, (হযরত) নবী সা.-এর সাহাবাগণের মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রত্যেককে ঐরূপ যথাসাধ্য উক্ত সাহাবাগণের নিকট শিক্ষা করেছিলেন। হযরতের হাদীস ও সাহাবাগণের মাযহাব স্মরণ করে সমুদয়ের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন। যথাসাধ্য ভিন্ন ভিন্ন হাদীস ও মতের মধ্যে

সমতা স্থাপন করলেন কিংবা কোন মত অপেক্ষা কোন মতকে প্রণিধানযোগ্য ধারণা করলেন। সেই সময় তাবেয়ী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বিদ্বানের পৃথক পৃথক মাযহাব হলো এবং প্রত্যেক শহরে এক এক ইমাম নিয়োজিত হলেন।

তাকলীদে শাখসীর সংজ্ঞা ও দলীল

শ্রোতাবৃন্দ! উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণের সময় তাকলীদ প্রচলিত ছিল, তাঁদের সময় এক এক জন ইমামের মাযহাব মান্য করা প্রচলিত ছিল, এটিকে 'তাকলীদে শাখসী' বলে।

আর ফুরুয়াত মাসায়েলে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ছিল। তাঁরা কিয়াসী মাসয়ালা প্রকাশ করতেন। অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মতের এবং কিয়াসী মাসয়ালার তাকলীদ করতেন। এর উপর সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজমা হয়েছে। আরও ইমামগণের 'ইসতিম্বাত' ও 'কিয়াস' হযরত রসুলে খোদা সা. এর রেওয়ায়েত বলে ধর্তব্য।

আর এই মাযহাব বিদ্বেষীদল এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতকে গোমরাহী, কিয়াস করা শয়তানী এবং তাকলীদ করা হারাম কিংবা গোমরাহীমূলক বিদয়াত বলে এবং সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী, এমন কি মুহাদ্দিসগণকেও গোমরাহ্, জাহান্নামী, শয়তান ও বিদয়াতী বলে নিজেরা গোমরাহ ও জাহান্নামী হলেন।

তিনি ইনসাফের ৭০ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন,

وَكَانَ السّلف لَا يَكْتُبُونَ الحَدِيث ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا كِتَابَة الحَدِيث وَاجِبَة لِأَن رِوَايَة الحَدِيث لَا سَبِيل لَهَا الْيَوْم إِلَّا بِمَعْرِفَة هَذِه الْكتب وَكَانَ السّلف لَا يشتغلون بالنحو واللغة وَكَانَ لسانهم عَرَبيا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِه الْفُنُون ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا معرفَة اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَاجِبَة لبعد الْعَهْد عَن الْعَرَب الأول وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن الْقيَاس وجوب التَّقْلِيد لإِمَام بِعَيْنِه

"প্রাচীন বিদ্বানগণ হাদীস লিখতেন না, অতঃপর বর্তমানকালে হাদীস লিখন ওয়াজিব হয়েছে। কেননা এই কিতাবগুলো অবগত হওয়া ব্যতীত বর্তমানকালে হাদীস রেওয়ায়েত করার অন্য উপায় নেই। প্রাচীন বিদ্বানগণ নাহু ও আরবী অভিধান (শিক্ষায়) মনোনিবেশ করতেন না, কেননা তাঁদের ভাষা আরবী ছিল। এই কারণে তাঁরা এই বিদ্যাগুলোর মুখাপেক্ষী হতেন না। তারপরে বর্তমান সময় প্রাচীন আরবদের যামানা বহুকাল অতিবাহিত হওয়ায় আরবী অভিধান অবগত

হওয়া ওয়াজিব হয়েছে। এইরূপ এক নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ (মাযহাব ধারণ) করা ওয়াজিব হওয়ার কথা ধারণ করা কর্তব্য।

তিনি উক্ত কিতাবের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন,

فاذا كَانَ إِنسَان جَاهِل فِي بِلَاد الْهِنْد أَو فِي بِلَاد مَا وَرَاء النَّهر وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالم شَافِعِيّ وَلَا مالكي وَلَا حنبلي وَلَا كتاب من كتب هَذِه الْمذَاهب وَجب عَلَيْهِ أَن يُقَلّد لمَذْهَب أبي حنيفَة وَيحرم عَلَيْهِ أَن يخرج من مذْهبه لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يخلع ربقة الشَّرِيعَة وَيبقى سدى مهملا

"যদি কোন নিরক্ষর লোক ভারতবর্ষ ও তুরানের [মধ্যএশিয়া] শহরসমূহে থাকে এবং তথায় কোন শাফেয়ী, মালেকী কিংবা হাম্বলী আলেম না থাকে এবং এই মাযহাবগুলোর কোন কিতাব না থাকে তবে তার পক্ষে (ইমাম) আবু হানীফার মাযহাব অবলম্বন করা ওয়াজিব এবং উক্ত মাযহাব হতে বের হওয়া হারাম। কেননা সে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় (হানাফী মাযহাব ত্যাগ করলে) শরীয়তের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হতে খুলে ফেলে অকর্ম (শরীয়ত বর্জিত) হয়ে থাকবে।"

আরও তিনি 'ফুয়ুজুল হারামাইন' কিতাবের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

واسفدت منه صلى الله عليه وسلم ثلاثة امور خلاف ما كان عندى وما كانت طبيعتى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه لاستفادة من براهين الحق تعالى على.. وثانيها الوصلة بالتقليد بهذه المذاهب الأربعة لا اخرج منها التوفيق ما استطعت وجبلتي تأبى التقليد وتأنف منه رأسا ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى

"আমি (হযরত) নবী সা. এর নিকট হতে তিনটি বিষয় শিক্ষা করেছি যা আমার মতের এবং যে দিকে আমার মন অতিরিক্ত আকৃষ্ট হতো তার বিপরীত ছিল। এই শিক্ষা আমার উপর খোদা তায়ালার পক্ষ হতে দলীল স্বরূপ হয়েছে। উক্ত তিনটি বিষয়ের দ্বিতীয়টি এই- এই চার মাযহাবের তাকলীদ করা সম্বন্ধে উপদেশ, যেন আমি তা হতে বের না হই এবং যথাসাধ্য [সমন্বয় করি] অথচ আমার প্রকৃতি তাকলীদ অস্বীকার করত এবং একেবারে তা হতে বিমুখ থাকত, কিন্তু আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমার উপর উক্ত তাকলীদের হুকুম করা হয়েছে।" ৩০ পৃষ্ঠা আরও রয়েছে,

وتأملته عليه الصلاة والسلام الى اي مذهب من مذاهب الفقه يميل لأتبعه واتمسك به فاذا المذاهب كلها عنده على السواء.

"আমি (হযরত) নবী সা. এর নিকট এটি (বুঝতে) চিন্তা করলাম যে, তিনি ফিকহের মাযহাবগুলোর মধ্যে কোনটিকে পছন্দ করেন। এটা এই উদ্দেশ্যে যে, আমি এর অনুসরণ করব এবং তা দৃঢ়রূপে ধারণ করব। এতে (আমি অবগত হলাম যে) তাঁর নিকট সমস্ত মাযহাবই সমান।"

শ্রোতাবৃন্দ, এটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেব এই মাযহাবের তাকলীদ করতেন। এবং এটিকে হযরতের আদেশ ও খোদা তায়ালার হুকুম বলে প্রকাশ করেছেন।

আর চারটি মাযহাবই হযরতের নিকট সমান বলেও প্রকাশ করেছেন।

আরও উল্লেখ্য, তাঁর পুত্র ভারত গৌরব মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব সুরা বাকারার তাফসীরের [তাফসীরে আযীযী] ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

"খোদা তায়ালার হুকুম অনুযায়ী ছয় দল লোকের তাবেদারি করা ফরয। তন্মধ্যে শরীয়তের মুজতাহিদগণ ও তরীকতের পীরগণ একদল। উম্মতের সাধারণ লোকের পক্ষে তাদের একজনের পায়রবি করা ওয়াজিব। কেননা শরীয়তের নিগুঢ় মর্ম ও তরীকতের গুপ্ত তত্ত্ব বুঝা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। খোদা তায়ালা বলেছেন, যদি তোমরা না জান, তবে 'আহলে জিকর' কে জিজ্ঞাসা কর।"

নবীর নামে মাযহাব হয় না

আরও তিনি 'তোহফা-ইছনা আশারিয়া' কিতাবের ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "খোদাতায়ালা, ফেরেশতাগণ ও পয়গম্বরগণের উপর মাযহাবের নিসবত করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। ..এই জন্য তাকলীদকারি ব্যক্তিকে (হযরত) পয়গম্বরের শরীয়ত মান্য করার জন্য মুজতাহিদের তাবেদারি করা একান্ত আবশ্যক (ওয়াজিব)।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, আহলে হাদীস বা মোহাম্মাদী মাযহাব বলে দাবি করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। আর ইমামগণের মাযহাব মান্য করা ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে শরীয়ত পালন করা সম্ভব নয়।

চার মাযহাবের মতভেদ হওয়ার কারণ

এই দলের নেতা মাওলানা নজির হোসেন সাহেবের পরম গুরু মাওলানা ইসহাক সাবেহ 'মিয়াতে মাসায়েল' কিতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "চার মাযহাবের পায়রবি করা সাইয়্যিয়া বা হাসানা কোন প্রকার বিদয়াত নয়, বরং চার মাযহাবের পায়রবি করা সুন্নত। কেননা চার মাযহাবের মতভেদ সাহাবাগণের মতভেদ হওয়ার জন্য হয়েছে। আর এই হাদীসটি সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের পায়রবি করার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছে, "আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রমালার তুল্য, তোমরা তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনের পায়রবি করলে সত্য পথপ্রাপ্ত হবে।"

আরও হয়ত চার মাযহাবের মতভেদ কিয়াসের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য হয়েছে কিন্তু কিয়াস শরীয়তের দলীল হওয়া কুরআন ও হাদীস হতে সপ্রমাণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা কুরআন ও হাদীসের পায়রবি করা হলো।

চার মাযহাবের মতভেদ হাদীসের স্পষ্ট-অস্পষ্ট মর্মের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য হয়েছে। কোন ইমাম হাদীসের স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করে থাকেন এবং অন্য ইমাম হাদীসের অস্পষ্ট মর্মের প্রতি আমল করে থাকেন। এর প্রমাণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এই হাদীসে আছে।

"হযরত নবী সা. যখন লোকদেরকে বনু কুরায়যায় পাঠিয়েছিলেন, সেই সময় বলেছিলেন, কেউ যেন বনু কুরায়যা ব্যতীত নামায না পড়েন। কতেক লোক এইরূপ বুঝল যে, হযরতের উদ্দেশ্য পথ চলতে বিলম্ব না করা তাঁর উদ্দেশ্য নামায নষ্ট করা নয়। এ জন্য তারা পথের মধ্যে নামায পড়লেন। আর কতেক লোক হাদীসের শব্দের স্পষ্ট মর্মানুসারে বনু কুরায়যায় না পৌছা অবধি পথের মধ্যে নামায পড়লেন না। যখন হযরত এ ঘটনা শুনলেন, তখন উক্ত কারো কাজের উপর ইনকার [অসম্মতি প্রকাশ] করেন নি।"

এইরূপ চার মাযহাবের মতভেদের কথা বুঝতে হবে।

এই পর্যন্ত বাহাস সমাপ্ত হয়ে গেল।

উপরোক্ত দলীল প্রমাণে হানাফীগণের জয় এবং আহলে হাদীসগণের পরাজয় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। আহলে হাদীস মৌলবীগণের মুখ কালিমাময় হয়ে পড়ল।

আহলে হাদীসের বাহাসের শর্তনামা ছিড়ে ফেলা:

হানাফী মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব তাতিবাগী মৌলবী বাবর আলীকে বলেন যে, আপনারা যে কাগজে চার মাযহাবের অনুসারীগণকে কাফের ও জাহান্নামী লিখেছেন; এবার এর উত্তর দিন, নচেৎ হানাফী হতে হবে। এসময় পরাজিত আহলে হাদীসদল উক্ত কাগজখানা টেনে নিতে যান কিন্তু খোদার ফজলে কাগজের উপরাংশ ছিড়ে গেলেও এর লিখিত অংশ নষ্ট হলো না। মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব বললেন, সভ্যগণ! দেখুন এদের চাতুরী, লিখিত দাবির উত্তর দিতে না পেরে কাগজখানা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন- এর দ্বারা তাঁদের অসারতা আপনারা বুঝুন।

আহলে হাদীস মৌলবীগণ পরাজিত অবস্থায় কম্পিত শরীরে পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে আস্তানায় হাপ ছেড়ে বাঁচেন।

পথের মধ্যেও মৌলবী বাবর আলী ভলান্টিয়ারগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন যে, কই মৌলবী সাহেব, মাযহাবাবলম্বীগণকে কাফের মুশরিক বলে এর পক্ষে দলীল পেশ করতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছেন?

মৌলবী বাবর আলী সাহেব পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

মুজাদ্দিদে যামান কর্তৃক হানাফীদের খেতাব ও আহলে হাদীসদের সম্পর্কে ফতোয়া

জুমআর পর হতে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্যন্ত হানাফীগণের ওয়াজ সভা হয়। সন্ধ্যার পরে শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও শাইখুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন, মুজাদ্দিদে যামান, ইমামুল হুদা, জনাব মাওলানা শাহ্ সুফী হাজী মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব [রহ.] (আমীরুশ শরীয়তে বাংলা) সভায় তাশরীফ এনে আহলে হাদীসদের অসারতা প্রকাশপূর্বক ঘোষণা করেন যে,

তাদের সাথে অন্য কোন প্রকার বাদ বিসম্বাদ না করে **হানাফীগণের তাদের সাথে বিবাহ শাদী, কুটুম্বিতা [আত্মীয়তা] ত্যাগ করা ওয়াজিব, তাদের পিছনে নামায আদায় নিষিদ্ধ।**

তিনি হানাফী মাওলানাগণের বিজয় সংবাদ অবগত হওয়ার পরে পরম পুলকিত হয়ে **মাওলানা মুলতানী সাহেবকে ইমামুল মুনাযিরীন, মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব তাতিবাগী ও মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব আজমিরীকে শামসুল উলামা, মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবকে ইমাম ও আল্লামায়ে বাংলা, মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেবকে শামসুল মুহাদ্দিসীন, মাওলানা আহমদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবদ্বয়কে ফখরুল** উলামা উপাধি প্রদান করেন এবং সভাস্থ বহু আলেম কর্তৃক এটি সমর্থিত হয়।

পরিবারসহ হানাফী মাযহাব গ্রহণকারী আহলে হাদীসদের তালিকা

২৪ শে কার্তিক বাহাসের পর যে সকল গোড়া আহলে হাদীস পরিবার হানাফী মাযহাব অবলম্বন করেছে, তাদের তালিকা।

ক্রমিক	নাম	সংখ্যা	গ্রাম
০১	মহবুব আলী ওরফে মবু	৫	নবাবপুর
০২	আবদুচ্ছাবহান	২	থান্দার পাড়া
০৩	যাহার আলী	৬	গুড়গুড়িপোতা
০৪	আক্কেল আলী	২	"

একুনে [মোট] ১৫ জন

সাধারণ আহলে হাদীসের হানাফী মাযহাব গ্রহণের তালিকা

২৪ শে কার্তিক বাহাছের পরে নিম্নোক্ত শিথিল আহলে হাদীস মত বিশিষ্ট পরিবার হানাফী মাযহাব অবলম্বন করেছেন।

১। আজহার আলী
২। উমর আলী মোড়ল
৩। দেবাসত উল্লা মোড়ল
৪। গোলজার আলী
৫। আবদুল আজিজ
৬। আবদুল মতলিব
৭। আপ্তর আলী ওরফে আপু
৮। গোলাবদী
৯। রবিয়ল হক
১০। আবদুল জাব্বার
১১। কালু
১২। উলাল
১৩। আবদুল মজিদ
১৪। কলিমদ্দিন

১৫। শামসল হক ওরফে শামু
১৬। জহিমদ্দিন
১৭। খোরশেদ
১৮। কেরামত আলী
১৯। তমিজদ্দিন
২০। জেহার আলী
২১। ইজ্জত আলী
২২। বদর উদ্দীন
২৩। শুকুর আলী
২৪। মহব্বৎ আলী
২৫। হায়াত আলী
২৬। মহবুল হক
২৭। হাফিজদ্দিন
২৮। আজহার আলী
২৯। কফিলদ্দিন
৩০। জমু
৩১। শাদুল্লাহ্
৩২। বাবর আলী
৩৩। বেলাত আলী
৩৪। জোবেদ আলী
৩৫। ছামেদ আলী
৩৬। তাজের আলী
৩৭। আমীরচাউদ্দিন
৩৮। নূর হক
৩৯। মোখশেদ আলী
৪০। গোলাম মোস্তফা

পাঠক, শিয়াখালা লাইনের কৃষ্টরামপুর স্টেশনে নেমে নবাবপুর গ্রাম বেশি দুরে নয়। যে কোন আহলে হাদীস উপরোক্ত লোকদের হানাফী হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তাকে নিয়ে তথায় উপস্থিত হলে তার মুখ পুড়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বাহাসের সালিসের মন্তব

দ্বিতীয় দিবস বাহাস সভায় যারা সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং পৃষ্ঠাপোষক হয়েছিলেন, তাঁরা নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছিলেন-

অত্র সন ১৩২৯ সালের গত ২৩, ২৪ শে কার্তিক তারিখদ্বয়ে উভয় পক্ষের সওয়াল জওয়াব শ্রবণে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের বর্তমানকালে ঠিক পথে থাকতে হলে চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাব অনুসারে আমল ফরয বা ওয়াজিব। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস মাযহাব ছাড়িলে হযরত নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবাগণের নির্দিষ্ট রাস্তা অর্থাৎ ছেরাতুল মোস্তাকিম পাওয়া যাবে না।

ইতি

সন ১৩২৯, ২৫ শে অগ্রায়ণ।

১. এলাহি বখশ, সাং- সেওড়া বেড়িয়া, পোঃ- জগৎবল্লবপুর, জেলা- হুগলী।
২. গোলাম মোহাম্মদ মোস্তাফা, সাং- দুধকল্মী, পোঃ- মশাট, জেলা- হুগলী।
৩. আবদুর রমহান খাঁ, পুলিশ সবইং চণ্ডীতলা, থানা, (হুগলী)।

আহলে হাদীস সম্পর্কে ফতহুল মুবীন কিতাবের ফতোয়া

নিম্নে প্রিয় পাঠকবৃন্দকে চার মাযহাবের মুফতি ও আলেমগণের স্বাক্ষরিত এক বিরাট ফতোয়ার ও মোহরের নকল সমূহ উপহার দেওয়া হলো।

হানাফীগণের প্রসিদ্ধ কিতাব ফাতহুল মুবীনের ৪১১ পৃষ্ঠা হতে ৫২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে ফতোয়া আছে, তার সারাংশ ও জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেমগণের দস্তখত এবং মোহরের নকল নিম্নে দেওয়া হলো।

প্রিয় মুকাল্লিদ ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত জগদ্বরেণ্য আলেমগণের অনুসরণ করে প্রকৃত পথের পথিক হোন।

প্রশ্ন ঃ- কি বলেন শরীয়তের আলেমগণ এ সম্বন্ধে যে, গায়রে মুকাল্লিদগণ সুন্নত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত কিনা? তাদের সাথে মুকাল্লিদগণের (চার মাযহাবালম্বী) মেলামেশা, সমাজ করা ও বিবাদের সম্ভাবনা থাকলে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা দুরস্ত কিনা? এবং তাদের পিছনে নামায জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ- গায়রে মুকাল্লিদগণ তাদের লিখিত ও গ্রহণীয় কতেক আকায়েদ ও মাসয়ালার জন্য রাফেজী খারেজী প্রমূখ গোমরাহ ফিরকার ন্যায় সুন্নত জামায়াতের বহির্ভূত। তাদের সাথে মুকাল্লিদগণের মেলামেশা, সমাজ করা ও মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া এবং বিবাহ শাদী দেয়া শরীয়তানুযায়ী নাজায়েয ও দ্বীনের ক্ষতিকারক। তারা মুকাল্লিদগণকে কাফের মুশরিক বলে জানে এবং তাদের আকায়েদ প্রভৃতির জন্য তাদের পিছনে নামায আদায় নাজায়েয।

ফতোয়ায়ে দস্তখতকারী আলেমগণের তালিকা

নিম্নলিখিত আলেমগনের দস্তখত ও মোহর আছে।

দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানের আলেমগণের দস্তখত ও মোহরের নকল:

১. কাজী শেখ আহমদ
২. মোহম্মদ আদেল
৩. মোহাম্মদ আলী
৪.অছি আহমদ
৫. মোহাঃ আবদুল্লাহ
৬. মোহাঃ আবদুল হক
৭. মুনছুর আলী
৮. মোহাঃ ওমার
৯. মোহাম্মদ শাহ
১০. মোহাম্মদ হোছায়েন
১১. মোহাঃ নছিরদ্দিন
১২. নজির মোহম্মদ
১৩. মোহাঃ এছমাইল
১৪. মোহাঃ আব্দুল গফুর
১৫. মোহাঃ কাছেম
১৬. এলাহি বখশ
১৭. মোহাঃ আবদুল্লাহ
১৮. মোহাঃ আবুদর র
১৯. ফতেহদ্দিন
২০. আবদুল আজিজ
২১. আবদুর রহমান
২২. আহমদ আলী
২৩. মোহাঃ আবদুল
২৪. আবদুল্লাহ

২৫. ছৈয়দ মোহাঃ এছমাইল
২৬. মোহাঃ জোলাব
২৭. মোহাঃ মোহছেন
২৮. খান মোহাম্মদ
২৯. হাফেজ আবদুল
৩০. আব্দুল্লাহ
৩১. মোঃ আবদুল করিম
৩২. হাজী মোহাম্মদ
৩৩. মোহাঃ গরীব উদ্দিন
৩৪. আহমদ
৩৫. আবদুল হাকিম
৩৬. মোহাঃ ফয়েজ উ
৩৭. আবদুর রশিদ,
৩৮. আহমদ হোছায়ে
৩৯. মাজেদদ্দিন
৪০. নুরন্নবি
৪১. মোহাঃ আবদুর রহমান
৪২. মোহাঃ এছহাক
৪৩. মোহাঃ জমিরুদ্দিন
৪৪. মোহাঃ আমিরুদ্দিন
৪৫. মোহাঃ ফখরুল হাছান
৪৬. মোহাঃ আমির
৪৭.হাফেজ ফতেহ মোহাম্মাদ ফারুকী
৪৮. ফজলোল্লাহ
৪৯. মোহাম্মদ মেহদী
৫০. মোহাঃ ওজিহ উদ্দিন

লুধিয়ানা দেওবন্দের আলেমগণের দস্তখত ও মোহরের নকল

১। মোহাঃ আবদুর রহমান পানিপথি
২। আবুল বশির আবদুল আলী কারী
৩। আবুল ওলা বদরদ্দিন
৪। মোহাঃ আবদুর রহমান
৫। আবদুল কাদের
৬। আবদুল আজিজ
৭। এলাহি বখশ
৮। মোহাম্মদ হায়দার আলি
৯। আবদুর রহমান
১০। মইনোল এছলাম
১১। মোহাঃ হাবিবার রহমান
১২। রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী
১৩। ছৈয়দ আহমদ
১৪। মাহমুদ হাছান
১৫। মোহাঃ মাহমুদ
১৬। গোলাম রছুল
১৭। মোহাঃ মোজাহেরুল হক
১৮। মোহাঃ হাছান
১৯। মোহাঃ আজিজুর রহমান
২০। আহছানদ্দিন মোহাম্মদ আকবার আলী
২১। আবদুল্লাহ
২২। মোহাঃ ওছমান আলী
২৩। বদরদ্দিন ওলবিব
২৪। আবদুল বাকী
২৫। আবুদল ছালাম
২৬। মোহাঃ আমানতুল্লাহ
২৭। মোহাঃ ছালামতুল্লাহ
২৮। আফজাল আলী
২৯। মোহাঃ বোরহানোল হক
৩০। মোহাঃ ছলিমজ্জমান
৩১। কাছেম আলি
৩২। আবদুল হাকিম
৩৩। নছিরদ্দিন আহমদ
৩৪। ফছিহদ্দিন
৩৫। মোঃ এমাদোল এছলাম

আনাদারু ছাউনীর আলেমগণের দস্তখত ও মোহরের নকল

১। কাজি হাবিবুল্লাহ
২। ছৈয়দ আহছান আলী
৩। মোহাঃ আবদুল হামিদ
৪। কাজী হাবিবুল্লাহ
৫। মোহাঃ ঈছা খান
৬। আহমদ খান
৭। মোহাঃ আনয়ামুল্লাহ
৮। মোহাঃ হোছেন খান
৯। ছৈয়দ মোহাঃ এয়াকুব পাঞ্জাবী
১০। আবদুল ওয়াহেদ
১১। গেয়াছদ্দিন
১২। মোহাঃ আলাউদ্দিন
১৩। আবরার আলী
১৪। মোহাঃ আকরাম কাজী
১৫। মোহাঃ ফজলোর রহমান
১৬। মোহাঃ আবদুর রহমান
১৭। শেখ লায়াল মোহাম্মদ
১৮। আবদুল্লাহ
১৯। হায়দারদ্দিন

রামপুরের আলেমগণ :

১. মোহাঃ এরশাদ হোছেন
২. মোহাঃ আবদুল আলী খান
৩. ছায়ফুদ্দিন খান

৪. মোহাঃ গওহর আলী
৫. আবদুল্লাহ্ খাঁন
৬. মোহাঃ ইয়াকুব
৭. হাবিব আহমদ
৮. মোহাম্মদ হামেদ
৯. শাহ মোহাম্মদ খান
১০. আহমদ শাফি
১১. ছৈয়দ মোহাঃ আবদুল হক
১২. মোহাঃ করিমউল্লাহ
১৩. মোহাঃ আবেদ হোছায়েন
১৪. আবদুর রসিদ সিদ্দিক
১৫. আহমদ আলী খান
১৬. ছইদ রহমান
১৭. ছঈদ আহমদ
১৮. মোহাম্মদ আমীন
১৯. আবদুছ ছোবহান
২০. আবদুল হামিদ আনছারী
২১. ফখরদ্দিন বিনে আনওয়ার আলী
২২. মোহাম্মদ
২৩. আবূ মোহাম্মদ ওছমান খান
২৪. ওলি ওন্নবি
২৫. মোহাম্মদ হাছান
২৬. এনায়েতুল্লাহ
২৭. কাদের বখশ
২৮. মোহাঃ আবদুল জলিল
২৯. আবূ নো'মান মহিউদ্দিন মোহম্মদ এ'জাজ হোছায়েন
৩০. মোহাম্মদ এরশাদ হোছায়েন
৩১. ছৈয়দ মোহাঃ জিয়াউল হক
৩২. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
৩৩. মোহাম্মদ ফজলোর রহমান
৩৪. আবদুল কাদের
৩৫. আবদুল কাদের খান
৩৬. মোহাম্মদ আবদুল করিম
৩৭. মোহাম্মদ লোতফোল্লাহ
৩৮. এরফান আলী
৩৯. মোহাম্মদ আবদুল কাদের
৪০. মোহাম্মদ হাছান
৪১. মোহাম্মদ এমদাদ হোছায়েন
৪২. হামেদ হোছায়েন
৪৩. ছেরাজদ্দিন মোহাম্মদ ছালামতুল্লাহ
৪৪. মোহাম্মদ এনাএতুল্লাহ খান
৪৫. মোহাম্মাদ রেয়াছত আলী খান

ভারতীয় আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ কোতবদ্দিন
২. মোহাঃ আবদুর রব
৩. খাজা জিয়া উদ্দিন
৪. মোহাম্মদ ইউছুফ দেহলবী
৫. মোহাঃ মছউদ
৬. জা'ফর আলী
৭. মোহাঃ হাশেম
৮. মোহাঃ করিম উল্লাহ
৯. মোহাম্মদ শাহ
১০. মোহাঃ আলী দেহলবী
১১. মোহাম্মদ হোছায়েন দেহলবী
১২. হোছায়েন শাহ
১৩. মোহাঃ লোতফুল্লাহ.
১৪. মোঃ আবদুল হক
১৫. এলাহী বখশ
১৬. মোহাম্মদ তোরাব আলী
১৭. মোহাম্মদ নুরুল হাছান
১৮. আহমদ আলী ছাহারান পুরী
১৯. মোহাম্মদ ওজিহা

মক্কা শরীফের আলেমগণ

১. আবদুর রহমান এবনে আবদিল্লাহ্ ছেরাজল হানাফী মুফতি মক্কা শরীফ
২. **আহমদ যাইনি দাহলান মুফতি শাফিয়ী মক্কা শরীফ**
৩. হোছায়েনেবনে এবরাহিম মুফতি মালেকী
৪. মোহাম্মদ এবনে আবদিল্লাহ মুফতি হাম্বালি
৫. আহমদ মক্কী
৬. ছৈয়দ মোহাম্মদ হানাফী মোদাররেছ
৭. আবদুর রহমান এবনে ওছমান জামাল
৮. আবদুর রহমান এবনে হামেদ
৯. ছৈয়দ আবদুর রহমান
১০. মোস্তফা বেন মোহম্মদ
১১. ওমার বারাকাত শামি
১২. আবদুর রহমান বেন মোহাম্মদ মোরাদ

১৩. রহমতুল্লাহ
১৪. আবুবাকার
১৫. হামিদ বেন মোহাম্মদ বেনে আলী

মদীনা শরীফের আলেমগণ:

১.মোহাম্মদ মোস্তফা ইলইয়াছ মুফতি মদীনা শরীফ
২. ছৈয়েদ জাফর বেন এছমাইল মুফতি শাফিয়ী, মদীনা শরীফ
৩. মোহাম্মদ জালালউদ্দিন, কাজী মদীনা শরীফ
৪. আবদুর জাব্বার, মুফতি হাম্বলী মদীনা শরীফ
৫. হাছান বেন হোছায়েন
৬. ইউছুফ
৭. মোহাম্মদ এবরাহিম.
৮. আবদুল জলিল আফেন্দি
৯. আবদুল্লাহ বেন আহমদ
১০. মোহাম্মদ আমিন মুফতি মদীনা শরীফ
১১. হাছান আছকুনী
১২. আবদুর রহমান আরুলী
১৩. মোহাঃ আবদুল হক

ভারতীয় আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ কোতবদ্দিন
২. মোহাঃ আবদুর রব
৩. খাজা জিয়া উদ্দিন
৪. মোহাম্মদ ইউছুফ দেহলবী
৫. মোহাঃ মছউদ
৬. জা'ফর আলী
৭. মোহাঃ হাশেম
৮. মোহাঃ করিম উল্লাহ
৯. মোহাম্মদ শাহ
১০. মোহাঃ আলী দেহলবী
১১. মোহাম্মদ হোছায়েন দেহলবী
১২. হোছায়েন শাহ
১৩. মোহাঃ লোতফুল্লাহ.
১৪. মোঃ আবদুল হক
১৫. এলাহী বখশ
১৬. মোহাম্মদ তোরাব আলী
১৭. মোহাম্মদ নুরুল হাছান
১৮. আহমদ আলী ছাহারান পুরী
১৯. মোহাম্মদ ওজিহা

পাঞ্জাবের আলেমগণ :

১. কাদের বখশ
২. আবদুর রাব্ব
৩. আবদুর রহমান মুলতানী
৪. গোলাম নবী, মুলতানী
৫. কাদের বখশ মুলতানী
৬. ফতেহ মোহাম্মদ মুলতানী
৭. গোলাম গওছ
৮. নূর আহমদ লাহোরী
৯. নুর মোহাম্মদ মুলতানী
১০. খোদা বখশ মুলতানী
১১. আহমদুদ্দিন
১২. ছোলতান মাহমুদ
১৩. আবদুল্লাহ
১৪. মোহাঃ আহছান
১৫. মোহাম্মদ খান
১৬. ফতেহ মোহাম্মদ
১৭. কারী
১৮. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
১৯. জিয়া উদ্দিন
২০. আবদুল্লাহ
২১. লোতফোর রহমান
২২. জিয়া উল্লাহ
২৩. আহমদ ইয়ার
২৪. মাহমুদ আলী
২৫. মোহাঃ আবদুল অহিদ
২৬. কাজী আজিমুল্লাহ
২৭. তাজদ্দিন মুফতী লাহোরী
২৮. মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ
২৯. কাজী আহমদ
৩০. রহিম বখশ
৩১. হাছান শাহ
৩২. হাফেজ মোহাম্মদ হাছান কাশমিরী

আফগানিস্তানের আলেমগণ:

৩৩. হাফেজ আজিজুল্লাহ
৩৩. হাজী দোস্ত মোহাম্মদ
৩৪. গোলাম হাছান
৩৫. আবদুল গাফফার
৩৬. মোহাঃ আতা
৩৬. শেহাবদ্দিন

৩৭. কাজী ছইদ উদ্দিন কান্দাহার
৩৮ মোল্লা আবদুল হক মুফতী কান্দাহার
৩৯. মোহাঃ ছইদ মুফতী কান্দাহার
৪০. গোলাম মোহাম্মদ আমিন মুফতি
৪১. মোহাঃ ওমার মুফতী কাবুল
৪২. আবদুর রহমান কাজী কাবুল
৪৩. ফয়েজ আহমদ
৪৪. মোহাঃ ইদরিছ
৪৫. এনশা আল্লাহ
৪৬. নেজামদ্দিন

লক্ষৌ ফিরিঙ্গী মহল্লার আলেমগণ :

১. আ.হা.ম আবদুল হাই
২. আবুল হায়া মোহাঃ আবদুল হালিম
৩. মোহাঃ ফজলোল্লাহ
৪. মোঃ আমানুল হক
৫. ফখরদ্দিন আহমদ
৬. মোহাঃ আবদুল ওহাব
৭. মোহাঃ কিয়ামদ্দিন
৮. মোহাঃ লাময়ানোল হক
৯. মোহাঃ মেহদি
১০. আবুল করম মোহাঃ আকরাম
১১. মোহাঃ আবদুল আজিজ
১২. মোহাঃ এবরাহিম
১৩. মোঃ আবদুল কফি
১৪. মোহাঃ নিজামদ্দিন আহমদ
১৫. মোঃ আবদুল হাদি
১৬. আবুল গেনা মোহাঃ আবদুল মজিদ
১৭. আবুল হামেদ মোহাঃ আবুল হামিদ
১৮. মোহাঃ আনওয়ার আলী
১৯. মোহাঃ আব্বাছ আলী
২০. ফতেহ মোহাম্মদ
২১. হাফেজ ফতেহ মোহাঃ ফারুকী
২২. মোহাঃ শামছদ্দিন
২৩. মোহাঃ হামেদ আলী
২৪. মোহাম্মদ বখশ
২৫. মোহাঃ আইউব কুয়েলী ইছরাইলী
২৬. মোহাঃ আশরাফ আলী থানবী ফারুকী

জৌনপুরের আলেমগণ :

১. আবদুল আউয়াল জৌনপুরী
২. মোহাঃ কিয়ামদ্দিন
৩. মোহাঃ আজিম
৪. হেদায়েতুল্লাহ
৫. মোহাম্মদ মোহছেন

কানপুরের প্রসিদ্ধ আলেমগণ:

১. মোহাম্মদ আবদুল গাফ্ফার
২. মোহাম্মদ ইয়াকুব
৩. মোহাঃ আবদুল্লাহ
৪. ফাকরোল হোছেন
৫. মোহাম্মদ এছহাক
৬. ফয়েজোল হোছেন
৭. মোহাম্মদ ফজলোল্লাহ
৮. এলাহি বখশ্
৯. মোহাম্মদ আলী

বেরেলীর আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ আবদুল কাদের
২. মোহাম্মদ হাছান
৩. আবদুল মোকতাদের
৪. আহমদ হাছান
৫. ওয়াজেদ আলী
৬. বোরহান উদ্দিন
৭. আলী আহমদ মাহমুদুল্লাহ
৮. এ'জাজ আহমদ
৯. এনায়েত আহমদ
১০. মোঃ আমির আহমদ
১১. আবদুল গাফফার
১২. ছেরাজল হক
১৩. আবদুল কাদের
১৪. আনওয়ারল হক
১৫.আবূ মোহাম্মদ মোজাফফার
১৬. আবদুল আলী
১৭. আহমদ রেজা খান

ছাহারানপুর ও মাঙ্গালোরের আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ ইয়াকুব
২. মোহাম্মদ মাহমুদ
৩. আহমদ
৪. মাহমুদ হাছান
৫. রহম এলাহি মাঙ্গালোরি
৬. মোহাঃ খলিলর রহমান
৭. মোহাম্মদ হবিবর রহমান

মোরাদাবাদ ও আলীগড়ের আলেমগণ :

১. মোহাঃ কাছেম আলী মোরাদাবাদী
২. আহমদ
৩. আবদুল গনি
৪. মোহাম্মদ হাছান
৫. খলিলুল্লাহ
৬. খাদেম হোছায়েন
৭. এহ্ইয়া
৮. আবদুল হক
৯. মোহাম্মদ রওশন
১০. মোহাম্মদ লোতফোল্লাহ

মোকাম পিলিভেতের আলেমগণ:

১. ওছি আহমদ হানাফী ছুরতি
২. আবদুল লতিফ ছুরতি

লাহোর ও অমৃত শহরের আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ উদ্দিন
২. হামিদুল্লাহ কাজী
৩. নূর আহমদ
৪. মোহাম্মদ ঝিলমি
৫. বোরহানদ্দিন
৬. আবদুল আলী কাদেরী

হুগলী ও কলিকাতার আলেমগণ:

১. মোহাঃ আলী আকরাম
২. ছৈয়দ আলী হানাফী
৩. তাজাদ্দাক রসুল
৪. ছৈয়দ নুরন্নবি
৫. মোহাঃ আবদুল কাদের
৬. কাজী আবদুল ওহাব
৭. ফয়েজোল মান্নান
৮. আহমদুদ্দিন
৯. মোহাঃ আলী নেজামী
১০. জামালদ্দিন
১১. তকি হোছায়েন
১২. গোলাম ছালমানি আব্বাছি
১৩. মোহাঃ আবদুল আলী
১৪. মোহাঃ ছাবেত আলী
১৫. আজম আলী
১৬. আহমদ আলী
১৭. ছফিউদ্দিন
১৮. মোহাঃ এরশাদ
১৯. লায়েক উদ্দিন
২০. আকরাম আলী
২১. বেলায়েত হোছায়েন
২২. ছৈয়দ মোহাম্মদ
২৩. মোহাম্মদ মাহমদুল্লাহ

হায়দারাবাদের আলিমগণঃ-

১। আবুল ফতেহ মোহাম্মদ নুর আলি
২। মোহাম্মদ ফজলোল্লাহ মুফতী
৩। মোহাম্মদ আকবার আলী
৪। মোহাঃ আবূ ছইদ
৫। এনায়েত মোহাম্মদ
৬। মোহাঃ মুফতী
৭। মোহাম্মদ আলী
৮। কাজী মোহাম্মদ
৯। মোহাঃ আবদুল হক
১০। এলাহি বখশ্
১১। মোহাঃ আবদুল গফফার
১২। আহমদ
১৩। ফজলোল্লাহ
১৪। আমিরুদ্দিন
১৫। ছৈয়দ বোরহানদ্দিন
১৬। ওবায়দুল্লাহ
১৭। তারজাস খান বাহাদুর
১৮। মাহমুদ
১৯। আহমদ
২০। মোহাঃ আকরাম

২১। মোহাম্মদ মাহমুদ
২২। মোহাঃ আবদুল করিম
২৩। মোহাঃ শাহাবদ্দিন
২৪। ছৈয়দ আলী রেজা
২৫। ছোলতান মাহমুদ
২৬। আলী মুছা রেজা
২৭। মোহাঃ আবদুল বারি
২৮। জাহেদ হোছায়েন
২৯। মোহাঃ আবুল খায়রাত
৩০। খাদেম হোছায়েন

১। মোহাম্মদ জিরিয়া কুটি
২। আবুল খায়ের মোহাম্মদ জান
৩। মোহাঃ বাকী
৪। ফজলোল্লাহ
৫। ছৈয়েদ এবরাহিম আলী
৬। মোঃ আমানতুল্লাহ
৭। আহছানুল্লাহ
৮। মহবুব আলী
৯। নুরদ্দিন
১০। এমাদোল হক
১১। আবুল হাছান
১২। আবূ মোহাম্মদ কাদেরী
১৩। আমির মোহাম্মদ
১৪। ওকিল আহম্মদ
১৫। মোহাঃ হাবিবল হক
১৬। মোহাঃ আবদুল্লাহ
১৭। মোহাঃ হোছায়েন
১৮। মোহাঃ শফী
১৯। মোহাঃ শাহাবুদ্দিন
২০। আয়নাল হক
২১। ফারাহতুল্লা
২২। মোহাঃ আহমদ

মোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি স্থানের আলিমগণঃ-

১। মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ
২। মোহাঃ ছালেহ
৩। মোহাঃ ওমার
৪। মুরিদ গওছ
৫। ছৈয়দ জয়নুদ্দিন
৬। মাহমুদ বেন মোহাম্মদ হাশেম
৭। ফতেহ উদ্দিন
৮। মোহাঃ আবদুল কাদের
৯। আনওয়ারুল ফতেহ
১০। আবদুল কাইউম
১১। মোহাঃ কাজেম
১২। আবদুল কাদের
১৩। শের আহমদ
১৪। মোহাঃ আবদুল হক
১৫। মইনোল এছলাম
১৬। আজিজ হাছান
১৭। ওহিদুদ্দিন
১৮। হেদায়েতুল্লাহ
১৯। মোহাঃ নছিরল হক

মক্কা মদীনা প্রভৃতি স্থানের উপরোক্ত জগদ্বরেণ্য আলেমগণ একবাক্যে সকলেই ফতহুল মুবীন কিতাব ও তার ফাতোয়ার সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে স্ব স্ব দস্তখত ও মোহর দিয়েছেন। চার মাযহাব অবলম্বিগণের একান্ত উচিত যে, তারা ফতোয়ার সত্যতায় ও উলামাগণের রায় মান্য করে গাইরে মুকাল্লিদ আহলে হাদীসগণের সাথে মেলামেশা, খাওয়া-পেওয়া ও বিবাহ-শাদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিন। তাদের সঙ্গে কিছুতেই বিবাহ শাদী প্রভৃতি দেওয়া জায়েয নয়। তাদের সঙ্গে কোনরূপ অশান্তিকর ব্যাপার ও বিবাদ বিশম্বাদ না করে সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে দিবেন।

প্রিয় পাঠকগণ! ইতিপূর্বে আহলে হাদীসগণ নিজেদের বাহাদুরীপূর্ণ কয়েকখানা মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার করে স্বসমাজের মূর্খদের বাহবা নিয়েছেন,

তাদের প্রচারিত একখানা বিজ্ঞাপনে কয়েকজন আহলে হাদীসকে মিথ্যা হানাফী সাজিয়ে প্রকাশ করে যে, তারা নাকি হানাফীদের পরাজয় দেখে আহলে হাদীস হচ্ছে। কিন্তু এ ঘটনা সর্বৈব মিথ্যা, পাঠকগণ ইচ্ছা করলে ঘটনাস্থলে যেয়ে তদন্ত করলে দেখতে পাবেন যে, তারা পূর্ব হতেই গাইরে মুকাল্লিদ আহলে হাদীস কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকার জন্য এ মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও জাল জুয়াচুরীর অবতারণা করেছে। ঐ সমস্ত মিথ্যা বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই, কেননা কে না জানে যে উহাদের চিরস্বভাব, হেরে গিয়েও জয়োল্লাসে মত্ত হয়ে নিজেদের দল ঠিক রাখা ও রান্না ঘরে বসে 'হাম বড়ো' বলে ফাঁকা আওয়াজ করা। যা হোক, আমরা নিরপেক্ষ ও সত্যান্বেষী পাঠকগণকে অনুরোধ করছি যে, আপনারা ধীর স্থিরভাবে বাহাসকালীন উপস্থাপিত দলীল ও ঘটনাসমূহ আদ্যান্ত পাঠ করুন। ইহাতে নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারবেন। যদি কেউ ইচ্ছা করেন, তবে ঘটনাস্থলে আসলে সমস্ত ঘটনা নিজ কর্ণে শুনতে পাবেন ও আহলে হাদীসদের মিথ্যা প্রবঞ্চনার বহর বুঝতে পারবেন।

ইতি

আসসালামু আলাইকা